১৩৫০ এর পঞ্চাশ লক্ষ নর কঙ্কালের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ভূমিকা

নবীন নাট্যকার ফরুরুখশিয়র রচিত "ব্ল্যাক্ মার্কেট" নাটকখানা আমি পড়েছি। বাংলা নাট্য সাহিত্যে মুস্লিম নাট্যকারের দান খুব বেশী নয়। একমাত্র কাজি নজরুলের একখানি গীতিনাট্য ছাড়া কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে মুসলমান রচিত অন্য কোনও নাটক অভিনীত হবার কথা আমার জানা নেই। কাজেই মুসলমান-রচিত বলেই "ব্ল্যাক মার্কেট" নাটক আমার কাছে প্রথমতঃ অভিনন্দনীয়। দ্বিতীয়তঃ নাট্যকার যে দরদীমন নিয়ে সমাজের দুর্নীতি ও অকল্যানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছেন তাতে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খী প্রত্যেকেই প্রশংসা না করে পারবেন না।

'নবান্নে'র বেলা যে কথা বলেছিলাম, এ নাটকখানির বেলায়ও তা প্রযোজ্য। চল্তি জীবন নিয়ে এ সমস্ত নাটকের গড়ন ইত্যাদি নিয়ে বিচার করার সময় এখন নয়। এ নাটকখানি 'নবান্নে'রই মত ব্যবসাদার রঙ্গালয়ের বাইরে বহুবার অভিনীত হবার কথা শ্রুত আছি এবং দর্শকচিত্তে 'নবান্নে'রই সাড়া জাগাতে পেরেছে। সেইখানেই এ ধরণের নাটকের সার্থকতা।

একটু মত পার্থক্যের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা। সমাজের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা উদ্দীপিত করতে নাট্যকার খুবই সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু শত্রুদের ব্যক্তিগত শাস্তিবিধানেই সমস্যার মীমাংসা হয় না। যে ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা সমাজে শত্রু সৃষ্টিতে সুযোগ দেয় একেবারে মূল ঘেষে তাকে উচ্ছেদ করার পুরো ইঙ্গিত যদি এ নাটকে পেতাম, বেশী খুসী হতাম। নাট্যকার সবে সুরু করেছেন, তাঁর কাছে আরো বেশী আশা করে রইলাম। ইতি ১০ই মার্চ্চ ১৯৫৩।

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

ব্যক্তিগত

নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলবার আমার কিছুই নেই। কারণ একথা সর্ব্বজন বিদিত যে ব্ল্যাক্ মার্কেট আমাদের বিগত ও বর্ত্তমান জীবনে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত হয়ে গোটা সমাজ জীবনকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এক সময় বর্গীদের কাহিনী ছড়ার আকারে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। আজ তা না ঘটলেও রক্ত চোষা জোঁকদের কেউ ভোলেনি। সমাজ জীবনের সেই হৃদয়হীন বেদনাসিক্ত চিত্রই ফোটাতে চেষ্টা করেছি। কতখানি সাফল্য অর্জ্জন করেছি তার বিচার করবেন প্রত্যক্ষদর্শী পাঠক। কিন্তু এ নাটকের রচনা থেকে শুরু করে ছাপার আকারে প্রকাশ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সুহৃদ আমাকে বুদ্ধি, শ্রম, সহায়তা ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, তাদের সে ঋণ পরিশোধ যোগ্য না হলেও শুধু স্বীকারের ভিতর দিয়ে খানিকটা সান্ত্বনা পেতে চাই।

ব্ল্যাক্ মার্কেটের পরিচালনা ও শিক্ষকতা করেছেন আবাল্য সুহৃদ কবি **ইজাব উদ্দীন আহমদ**। নাটকখানির পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন, ও পরিবর্দ্ধন করেছেন অগ্রজ প্রতিম কবি ও নাট্যকার **নেজামতুল্লাহ্** সাহেব এবং বন্ধুবর নাট্যকার **মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্**। গানগুলির সুর দিয়েছিলেন **৺বলরাম দাস**। এ ছাড়াও নাটকের একটী বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ও করতেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তার এ অভিনয়ের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয়নি। বলরাম দাসের অনবদ্য সুর ধরে রাখা সম্ভব ছিলনা। তাই পরে আমার বন্ধু **শ্রীবিনয় বসু** (গীত দীপন) এর সুর দেন। এবার সে সুর স্বর-লিপি করে বইতে জুড়ে দিয়েছি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন **সৈয়দ ইস্কান্দার আলী** ও বন্ধুবর **আব্দুল খালেক**।

তমিজুল ইস্লাম, মতিয়ার রহমান, শাহাবুদ্দিন, এদের উৎসাহ নাটক প্রকাশে অনেকখানি সাহায্য করেছে। মুদ্রন ব্যাপারে জনাব **মোশার্‌রফ হোসেন চৌধুরী** ও **শ্রীযুক্ত বাবু বিমল কুমার ব্যানার্জ্জীর** কাছে আমি ঋণী। নাটকের প্রচ্ছদ পট এঁকে দিয়েছেন বন্ধুবর শিল্পী **অনিন্দ বসু**। জনপ্রিয় নট ও রসগ্রাহী নাট্য সমালোচক **শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য** মহাশয় নাটকটী আগাগোড়া পড়ে তার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে ও ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞ করেছেন। সর্ব্বশেষে অভিনেতাবর্গ, মঞ্চমায়াকর, আবহ সঙ্গীত শিল্পীদের, যাদের ঐকান্তিক সহযোগীতা ছাড়া এ নাটকের সার্থক অভিনয় সম্ভব ছিল না, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নাটকের গ্রামীন সংলাপকে স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় রুপান্তরিত করে নিলে অভিনয় সহজ ও প্রানোচ্ছল হবে।

চিথুলীয়া
সিরাজগঞ্জ, পাবনা
১৬।৫।৫৩

ফর্‌রুখশিয়র

চরিত্র

আলী আহ্সান	...	জমিদার
সেহাব উদ্দীন	...	দেশকর্ম্মী
তাজমুল হাসান	...	ঐ
নরহরি শর্ম্মা	...	সুদখোর মহাজন
বিশু	..	ঐ গোমস্তা
কমর উদ্দীন	...	দীঘলকান্দির প্রেসিডেণ্ট
পরাণ মণ্ডল	...	ঐ বৃদ্ধ চাষী
যতীন, ধর্ম্ম, রিয়াজ, হাতেম	...	ঐ চাষী
ভূতমলজী	...	মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী
নিদান বখ্স	...	গ্রাম্য মৌলভী
কালু	...	জনৈক মধ্যবিত্ত যুবক।
গোকুল	...	আলী আহসানের নায়েব
দেরাছ	...	ঐ পুরোনো চাকর
সামছু	...	পরাণ মণ্ডলের একমাত্র ছেলে
মাধব বৈরাগী	...	জনৈক ভিক্ষুক।

কালুর সহকর্ম্মীদ্বয়, অন্ধ ভিক্ষুক, দোকানদার, চাষী, সহরবাসী প্রৌঢ়, গুণ্ডা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, পুলিশ, লাঠিয়াল, দুঃ পীঃ লোক, কুকুর।

হাসিনা	...	আলী আহ্সানের মেয়ে
তরু	...	কালুর স্ত্রী।

দুঃ পীঃ রমণী, সঃ বাঃ প্রৌঃ এর মেয়ে ও জনৈক চাষীর স্ত্রী।

ব্ল্যাক মার্কেট

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দগ্রামের হাট। হাটের একাংশ দেখা যাইতেছে। পার্শ্বে একটি মুদিখানা দোকানের সামনে হাটুরেগণ জিনিষপত্র খরিদ করিয়া লইয়া যাইতেছে। পশ্চাতে হাট-সুলভ গুঞ্জন। একজন ফাঁকিবাজ ঔষধ বিক্রেতা তার সহকর্ম্মীদ্বয়সহ প্রবেশ করিল। হাতে একটি সুটকেস। ঔষধ বিক্রেতার নাম কালু।

কালু। [চারিদিকে চাহিয়া সহকর্ম্মীদ্বয়কে] ছাখ্, যেমন শিখিয়ে দিয়েছি ঠিক তেমনি তেমনি বলবি, কেমন ? এখন—

চোখের ইসারায় কালু সহকর্ম্মীদ্বয়কে চলিয়া যাইবার আদেশ করিলে তাহারা চলিয়া গেল। কালু সুটকেস্‌টী খুলিয়া একটী মানুষের মাথার খুলি বাহির করিয়া মাটীতে রাখিল। তৎপর একটী অস্থিদ্বারা খুলিটীর চারি পাশে দাগ কাটিতে লাগিল।

[সুর করিয়া] "লাও লিখ্‌তা হ্যায়, শাহে মুরুদা, শেরে আজ্‌দাঁ, কুওয়াতে পরওয়ার দিগার।"

হাটের লোকজন তামাসা দেখিবার জন্ম জমা হইতে লাগিল।

যা কোনদিন দেখেন নি, শোনেন নি, পান নি,—তাই দেখিয়ে যাব, শুনিয়ে যাব—এবং দিয়ে যাবো। আপনারা সব বসে যান।

কালু জনতাকে বসাইয়া দিল।

[পূর্ব্ববৎ] "শাহ্‌মা সুলতানে আলম, সৈয়দে মৎ কবীর, খা তেরে মজ্‌মা হা কুনিয়া গওসল আজম দস্তগীর।"

হিন্দু মুসলমান বহুত ভাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন ; এক মবতবা খেল দেখানোব আগে আমাব একটী কথা মন দিয়ে শুনে নিন। আপনাবা আপনাদেব বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষেব মুখে শুনে আসছেন জঙ্গলেব গাছ গাছড়াব অশেষ গুণাবলীব কথা। আমি জীবনেব মায়া পবিত্যাগ করে, প্রায় দশ বছব এক নাগা সন্ন্যাসীব পেছনে পেছনে ঘুবে,—সেই সব গাছ গাছড়াব গুণাবলী শিখেছি। আমাব ওস্তাদ বলে দিয়েছেন—"যা বেটা, মুল্লুক মে যা, দেশ ও দশেব উপকাব কবিস্। কছম তোব আল্লাব, ঔষধের জন্য কোনও দাম নিতে পাববিনা।" ওস্তাদেব দোয়ায় বহুত বহুত লোক এই ঔষধে, সকল বিমাবী হতে ভাল হয়েছে। ছত্রিশ প্রকাব রোগ এক লহমায় সেবে যায়। আমি জোব গলায় বলছি, কোনও বিমাব যদি না সাবে, তবে আমি ঝুটা, আমাব জবান ঝুট, আমাব ওস্তাদজি ঝুট। কাব কি দবকাব আছে বলুন।

প্রথম সহকর্ম্মী। আমি মনাব ঘব থেকে ফিবেছি আপনাব ওষধেব গুণে। আপনাকে অনেক খুঁজেছি—কোথাও পাইনি আমাকে একটা দিন। কত দাম?

কালু। [জিহ্বা কামড়াইয়া] ঔষধেব তো কোনও দাম নেই। শুধু খরচা বাবদ সোওয়া পাঁচ আনা চেয়ে নিচ্ছি।

প্রথম সহকর্ম্মী পয়সা দিয়া ঔষধ লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় সহকর্ম্মী। আমার স্ত্রীব ব্যামোটা একদিনেই ভাল হয়েছে। আজ আরও একটা নিয়ে যাই, সব সময় তো আপনাকে পাওয়া যায় না।

পয়সা দিয়া ঔষধ লইয়া দ্বিতীয় সহকর্ম্মীর প্রস্থান। জনতার মধ্যে ঔষধ লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। এ বলে "আমার একটা" ও বলে "আমার দুইটা"—ইত্যাদি। দূরে দাঁড়াইয়া বিশু লক্ষ্য করিতেছিল। জনতার ভীড় ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। কালু সুটকেসে সমস্ত দ্রব্যাদি তুলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেই বিশু বাধা দিল।

বিশু। ওহে কালু, বেড়ে কারবার ফাঁদিয়েছ ভায়া—ধর্ম্মে সইবে তো ?

কালু! [এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিয়া] রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম। [পেট দেখাইয়া] ধর্ম্ম এখন এখানে সেঁধিয়েছে। ওদিয়ে জগতে আর সব চলে—পেট চলে না।

বিশু। কেন, অন্য ব্যবসা করতে পার না ?

কালু। অন্য ব্যবসা! ব্যবসা কি আর আছে! যাই করতে যাও সব ব্ল্যাক মার্কেট। হোয়াইট মার্কেট করে কোনও লাভ নেই।

বিশু। তাই একেবারে রেড্ মার্কেট আরম্ভ করেছ। যাগ গে—এখন আমার বখরা বাবদ টাকাটা সিকেটা দাওতো দেখি, নইলে পুলিশে খবরিয়ে দেবো।

কালু হাসিয়া চারি আনা পয়সা বিশুর হাতে দিয়া চলিয়া গেল।

একজন অন্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

অন্ধ ভিক্ষুক। অন্দ মিছকিনকে এডা পয়সা দ্যাওনা বাবা। খোদা তোমার—

বিশু। তকে তকেই ছিলে নাকি ? সময় মতই জুটেছ দেখছি। নাও, পাপের পয়সায় কিছুটা পুণ্য করা যাক্।

বিশু ভিখেরীর হাতে একটা পয়সা দিল।

অন্ধ ভিক্ষুক। আল্লা তোমার মনের মোক্‌চেদ—

ভিক্ষুক চক্ষু মেলিয়া পয়সা দেখিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

বাবা, এযে ছ্যাঁদা পয়সা!

বিশু। ব্ল্যাক মার্কেটের পয়সা বাবা ছ্যাঁদাই হয়। মানে মানে সরে পড়।

অন্ধ ভিক্ষুক। আল্লা, দাতার মনের মকচেদ পুরা কৈরো। ব্যাটা বেটীর জান সালামতে রাইখো—হায়াত দারাজ কৈরো—ইয়া রাব্বেল আলামিন! দাতার নিয়াত পুরা কৈরো আল্লা—

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

একটী ঝোলা হাতে, একজন সহরবাসী প্রৌঢ়ের প্রবেশ।

বিশু ডাকিল।

বিশু। কি মশাই, কি কিনলেন ?

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। কিচ্ছু না মশাই। দেশের হাট বাজার গুলোর যে কি হয়েছে—কিচ্ছু পাবার উপায় নেই। না মাছ—না তরি-তরকারী। যুদ্ধের অশান্তির জন্য দেশে এলাম, এখন দেখছি শরীর টেকানই দায়। দুটো বেগুণ কিনেছি,—তাই নিয়ে বাড়ী যাই।

প্রস্থানোদ্যত।

বিশু। ও মশাই, দেশলাই আছে ?

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। [পকেট বাজাইয়া] হ্যাঁ—আছে।

বিশু। দিন বিড়িটা ধরিয়ে নি।

সঃ বাঃ প্রৌঢ় দেশলাই দিলে বিশু বিড়ি ধরাইয়া তাহা নিজের পকেটে রাখিয়া দিতেছিল।

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। আহা-হা, পকেটে রাখবেন না, ওটা ব্ল্যাকের মাল—নগদ ছ'পয়সায় কেনা। আপনিও শেষে ব্ল্যাক করছিলেন ?

বিশু। [হাসিয়া] এটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে দাদা !

হাসিতে হাসিতে উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

ভুতমল ও কমর উদ্দীনের প্রবেশ।

কমর। ধানের বাজার অনেক চড়া। বাজারে 'কেনাল'ও নেমেছে অনেক। শশীবাবুর দালাল একটাকা দর চড়িয়ে দিয়ে ধান কিনছে—কিনছেও বেমালুম। এতোদরে ধান কিনবো শেঠজী ?

ভুতমল। ছিছি বাবু মনে করিয়াছে—খুউব চোলাক আছে। আর হামি লোক চোলাক নাই আছে। আচ্ছা, হামাকেও দেখাতে হোবে। তোমি ওহার ওপরে দাম দিয়ে ধান কিনিয়ে ফেলো, যাও।

কমর উদ্দীনের প্রস্থান।

দেছকা অবস্তা বহুৎ খারাপ হোবে। ধান চাওয়াল বাজারে মিলবে না। হামি তোখন ছছি বাবু, ছখনমল, দৌলতরাম, দিগু বাবুকে দেখিযে দেবে, কার ঘরে কেতো টকা আছে। সোব কারবার ছোড়িয়ে লাগিলাম, দেখি কেয়া করিতে পারি।

কমরের প্রবেশ।

কমর। বাজার থেকে একটাকা দর বেশী দিলে, একজন লোক দু'হাজার মন ধান দিতে স্বীকার কচ্ছে।

ভূতমল। [চিন্তা করিয়া] দেখো কমর ভইয়া! হামি ভবিয়া দেখিলো এতো দরে ধান কিনিয়ে ছেশে লাল বাত্তি জ্বোলাতে হবে না তো! নেহি নেহি কমর ভাইয়াঁ, তোমি ছোড়িয়ে দেও, হামি ধান কিনবে না।

কমর। কিন্তু শশীবাবুর সাথে পাল্লা দিয়ে ধান না কিনলে শেষে আফসোস্ করবেন শেঠজী। এখন ধানের মরশুম—এখন না কিনলে পরে আর ধান পাবেন না।

ভূতমল। জোহাজ ভর্ত্তি হোয়ে হোয়ে পরদেশ হোতে বহুত বহুত ধান আসিলে বহুত লোকসান দিতি হোবে।

কমর। বাজার দেখে মনে হয় দর পড়বে না। আমি না হয় বেপারীকে বলে ধান আপনার গুদামে পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি,—কিন্তু দর ঐ এক টাকা বেশী।

ভূতমল। অচ্ছা—অচ্ছা কোতা যখন দিয়াই ফেলাইছি, তোখন কোপালে যা হবার হোবে। হ্যাঁ,—তোমি ঠিক করিয়া হামার গদীমে আইসো, হামি বায়নার টকা দিতাইছি।

প্রস্থান।

কমর। এবার মাড়োয়ারী যাবে কোথায়? তবুও মনকে আট আনা ব্ল্যাক করবো।

প্রস্থান।

সেহাব ও পরাণের কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ। পরাণের হাতে তেলের বোতল, ঢাকি ও একগোছা পাট।

সেহাব। তারপর, কমর প্রেসিডেণ্ট কি বললো ?

পরাণ। কি আর কইবো বাপে। পনারো দিনের মৈদ্দে চৌহিদারী ট্যাক্সো না দিলি নিলাম কৈরবো। সেও না হয় পনারো দিন। কিন্তু কাইলকাই তো কাচারীর নায়েব, বরকন্দাজ পাঠাইবো খাজনার লাইগ্যা —তারেই বা কি কইরা বিদায় করমু, কও ?

সেহাব। তোমার দুঃখের কথা তো তারা শুনবেনা। যদি ধান পাট কিছু ঘরে থাকে, তাই দিয়ে শোধ কর।

পরাণ। ধান পাট কি আর ঘরে আছে বাপে। এমন আমার সোনার মতন ধান,—সবই বানে খায়া গ্যাছে—এক গোটাও ডোলে তুলতি নারলাম। মাত্তর এই এ্যাক গোছা পাট ছেলো, তাই নিয়া হাটে আইছি। এই বেইচ্যা আইজক্যার সদাই। মহাজনের দ্যানা, ট্যাক্সো আর খাজনা—মনে হলিই বোকের পাঁজরা দুমড়্যা ওটে।

সেহাব। চাচা—আচ্ছা তুমি কি একলাই দুঃখী ?

পরাণ। তা ক্যানে বাপে। খালি কি আমি ! এ গেরদো ধইরাই এই অবস্তা। আচ্ছা, এই দ্যাহো, দীঘলকান্দির ছমির হরকার। তার খ্যাতে যা ধান হইতো বচরের খরচ যায়াও বাঁইচ্যা যাইতো, আইজ তার কি অবস্তা ! মহাজনের দেনার দায়ে ঘর বাড়ী জমি জেরাত সব গ্যাছে। দ্যাহো নাই, হাটের মৈদ্দে কানা সাইজা ভিক্ষা কইর‍্যা খায়। কত আর কই।

সেহাব। বুঝলাম। কিন্তু চাচা এর মীমাংসা তো এ ভাবে হবেনা। যদি তোমরা সকলে আলাদা আলাদা থাকো, তবে কারো দুঃখ দুর হবে না। সকলে একজোট হও— একজোট হও ; তারপর গিয়ে জমিদারকে

খর। যেদিন গোলাভরা ধান তুলেছো, গুদাম জেতে পাট তুলেছো, সেদিন তো ভাগ কম দাওনি। আজ দুঃখের দিনে সে কথা ভুললে চলবে কেন।

পরাণ। তাতো বুজল্যাম কিন্তু জমিদারের সামনে যায়া কতা কওয়া কেডো সাহস কৈরবো!

সেহাব। পারতেই হবে। এ তোমাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন।

পরাণ। বুজচি—বুজচি। কিন্তু বাপে তুমি যদি এ্যাল্লা সাতে যায়া কয়া দিলানে······

সেহাব। চাচা,—এই তো চাই। আমি নিশ্চয়ই যাবো। তুমি সকলকে খবর দাও। দীঘলকান্দিতে কালকেই আমি যাব। চাচা, পথ আছে—কিন্তু আসল কথা এক জোট হও—এক জোট হও। আচ্ছা এখন আসি। তুমি বাজার সেরে খবরটা দিতে দিতে যাও।

প্রস্থান।

পরাণ ধীরে ধীরে দোকানের সামনে গেল।

পরাণ। বাবা মাণিক। খানিক ত্যাল দ্যাওয়া নাগে যে—আছে?

মাণিক। কিসের ত্যাল?

পরাণ। কেরাছিনির।

মাণিক। [ইসারায় কাছে ডাকিয়া] আছে—স্যার কিন্তু দুই ট্যাহা।

পরাণ। দুই টা—হা! কম হোবো না?

মাণিক। [জোর গলায়] না ত্যাল ট্যাল নাই।

পরাণ। বুজ্‌চি। ন্যাওয়াই যহন নাইগবো, দর দস্তর কৈরা কি করমু। [বোতল রাখিয়া] চাইর আনার দ্যাও। আমি পাটের গোছাডা বেইচ্যা আসি।

প্রস্থানোদ্যত।

সমবেত কণ্ঠে দূরে শোনা গেল 'আলী আহসান জিন্দাবাদ'। আলী ও তাজমুলের প্রবেশ। আলীর মাথায় টুপী, মুখে দাড়ী। তার পরনে ঢোলা পাঞ্জাবী ও পায়জামা।

আলী। [পরাণের প্রতি] আচ্ছালামো আলায়কুম।

পরাণ। [বিস্ময়ে] আলায়কোম সালাম !

তাজ। দেখুন, আপনি দেশের একজন গণ্যমান্য লোক। [আলীকে দেখাইয়া] ইনি হলেন প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক হাতেম দেল জনদরদী আলী আহসান সাহেব। আপনাদের খেদমত করবার জন্য দশজনের কাছে এসেছেন।

পরাণ। ছাহো, আমি হলাম গরীব গরবা লোক। আমারে অমন কতা কও ক্যানে বাপে। আমারে ক্যান নজ্জা ছাও !

আলী। ঠিকই বলেছে, আমি আপনাদের খাদেম। আমার নিপীড়িত নির্য্যাতীত ভাইদের সেবা করে নিজেকে ধন্য করতে চাই। আমাকে সেই আকাঙ্খা হতে বঞ্চিত করবেন না।

তাজ। তাই আগামী ইলেক্‌সনে ভোট্‌টা দিয়ে বুঝলেন কিনা একটুখানি……[কৃতজ্ঞতার হাসি]

পরাণ। ভোট আমি ওনারেই দেবো। উনি হৈলেন আমাগোরে সম্মানের পাত্তর।

আলী। আমি অবশ্য দাঁড়াতাম না। ভেবেছিলাম—নিঃস্বার্থ ভাবেই দেশের সেবা করে যাব। কিন্তু জনসাধারন আমায় ছাড়ছে না। তাদের ইচ্ছা আমিই দাঁড়াই। এক আমি ছাড়া নাকি—

তাজ। হ্যাঁ উনি যেমন অক্লান্তভাবে দেশের ও দশের সেবা করেছেন তার পুরস্কার আমাদের দেওয়া উচিত।

আলী। দেখবেন, আমার প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি রাখবেন।

পরাণ। আ-হা-হা অমন কতা কও ক্যানে ? আমি হৈলাম……

আলী। আচ্ছা তাহলে এখন আসি। আচ্ছালামো আলায়কোম।

পরাণ। ওয়ালায়কোম সালাম।

তাজ ও আলীর প্রস্থান।

নিদান বখদের প্রবেশ। সে অত্যন্ত পান খায় ও যেখানে সেখানে পিক্ ফেলানোই তার অভ্যাস।

নিদান। কি গো মণ্ডলের পো—বাড়ী যাইবানা ?

পরাণ। যাওয়ার পতেই মোলবী সাব ; তবে কিছু সদাই এহুনো নাজাই আছে।

নিদান। [পিক্ ফেলিয়া] তাড়াতাড়ি কর। ইয়ানে—হাটের নোকজন সবাই চৈল্যা গ্যাছে। তুমি আর বইসা থাইকা কি কৈরবা। আচ্চা মণ্ডলের পো, এহুনি না ধানের বাজার আগুন। পেরেতেক হাটে দাম বাইড়্যাই যাইত্যাছে,—মনে কয় যান্ বাইন্সার পানি।

পরাণ। কোন্ জিনিষের দাম বাড়ে নাই কও! সবই যান্ পিল্ পিল্ কইর‍্যা বাইড়্যাই যাইত্যাছে। দোহানে খুইজা কিচুই পাইবানা, কিন্তু হ্যাহো বেলাকে সবই পাওয়া যাইবো।

নিদান। [পিক্ ফেলিয়া] ইয়ানে—হালার দালাল ফৈড়্যা সব লুট কৈর‍্যা তবে ছাইড়বো। ইস্, আল্লা যদি একটা গজব নাজেল কৈর‍্যা এদের বরবাদ কৈর‍্যা দিতো, আমি দুই রাকাত নকল নামাজ পৈরতাম। যাইগ্‌গ্যা সে কতা,—হ্যাঁ, সামছুর মাতাজানের ফয়তাডা শ্যাষ করাই ভালো। সেদিন খোয়াবে দেইখলাম বেচারীর জান—ইয়ানে বড়ই পেরেসানে আছে। [দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে] আল্লা মাবুদ করিম।

পরাণ। কি কৈরতে কও ? যে মইর‍্যা গ্যাছে তার জান পেরেসানের কতা ভাইব্যা আর কি করমু। আমাগোরে বাইচ্যা থাইক্যাই জান পেরেসান, সে কতা কেডো ভাবে কও! এহোকালই যাগোরে নাই, তাগোরে আবার পরকাল!

নিদান। 'নাউজুবিল্লাহ' ! দুনিয়া নিয়াই ইয়ানে মাইত্যা থাকি, একবারও আখেরাতের কতা ইয়াদ করি না।

পরাণ। তুমি খাড়া হও, আমি সদাইডা নিয়া আসি ; চলো একসাতেই যাই।

নিদান। না, আমি খাড়া হমুনা। আমি ইয়ানে আলী সাহেবের সাতে নামাজডা পইড়্যা আসি। আহা ! ইয়ানে কেমন খোদাভক্ত পরহেজগার আদমী ! কি নূরানী চেহারা ! দেখলেই দেলে ফয়েজ আইস্যা যায়।

পরাণ। উনি ভোট দিতে কইলো।

নিদান। বেসক্—বেসক্ ! ইয়ানে উনি হৈলেন আমার পীর সায়িবের মোরিদ। পীরের হুকুম, ওনারেই ভোট দিতি। নইলে রোজ হাসরে সাফায়ত থাইক্যা খারিজ হমু যে !

পরাণ। তাহলে তুমি যাও, আমি ঘুইর্যা আসি।

প্রস্থান

নিদান। [দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে] আল্লা মাবুদ করিম !

পিক্ ফেলিয়া প্রস্থান।

ভূতমল ও কমর উদ্দীনের প্রবেশ।

ভূতমল। ছছি বাবু কেত্তো মণ কিনিল কোমার মিয়া ?

কমর। তা প্রায় দশহাজার মণ ত হবেই।

ভূতমল। [বিস্ময়ে] দছ হাজ্জার !

কমর। বাজার একেবারে লুটে নিচ্ছে। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই। শেষে লাল বাতি না জ্বালাতে হয়।

ভূতমল। দেখো কমর ভাইয়া,—তোমি লোক বেবোসার কিছু না জানে। যোখন দেছমে চাওয়াল মিলবে না, তোখন গুপ্তী চালানি মে দেখো কেত্তো রুপাইয়া ঘরে আসবে।

কমর। তা অবশ্য ঠিক—আমরা ব্যবসার কি বুঝি ! দেশে এবার খাদ্যের অভাব হবেই। সবাই যখন বেঁধে রাখছে, ধান চাউল পাবে কোথায় ? মণকে আট আনা বাঁধলেই তো হাজার হাজার······

ভূতমল। আরে নেহি নেহি ভাইয়াঁ, হাজার হাজার নেহি, বোলো লাখো লাখো, বোলো লাখো লাখো, হঃ—হঃ—হঃ—হঃ·········

হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যস্থিত পথ। মাঠ হইতে গ্রাম্য রাখালেরা গরু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। পিছনে পিছনে সেহাব ও যতীনের প্রবেশ। সেহাবের হাতে সাইকেল ও কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলানো।

সেহাব। তুই চেষ্টা করলিনে যতীন ?

যতীন। চ্যাষ্টা আর কি কৈরা করমু মাষ্টার দা! দুই বিঘে জমি ছিলো ; বর্গা দিয়া বিড়ি বানাতি লাইগলাম ট্যাহা পামু বৈলে। সেই বিড়ি বাইধ্যা দিন যা পাই তাদিয়া একস্বার চাইলের দামও জোটেনা। তা আবার ডাক্তোর ডাকমু। এ্যাতোদিন ডাক্তোরগোরে ফিস্ ছিলো দুই ট্যাহা এহন চাইর ট্যাহার কমে কতা কইবারই উপায় নাই। ডাক্তোররাও কুমিটী কৈরছে মাষ্টারদা।

সেহাব। গাঁয়ে কি মানুষ ছিলোনা। কাউকে গিয়ে একটু বললি না কেন ?

যতীন। মানুষ! মানুষতো হাজার হাজার আছে, কিন্তু কে কার খোঁজ ন্যায় মাষ্টার দা!···ঘরে কুপি জালাতি এক ফোঁটা কেরাছিন ছিলোনা, কত জনের দুয়ারেই না গেছি! নকীর শ্যাষ নিশ্বাষের সমায় দিয়াশলাই জ্বালায়া আমি শ্যাষ দ্যাখাটাও দেখতি পারল্যাম্ না মাষ্টারদা!

কপালে করাঘাত করিয়া যতীন কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সেহাব। কাঁদিস্‌নে, চুপকর। যা—বাড়ী যা।

যতীন। এই ছেলো আমার কপালের লেখন মাষ্টারদা—আমার কপালের লেখন।

সেহাব। লেখন…লেখন ;—পথ হলো কি জানিস্ ?—ওদের ঐ আঘাতকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেওয়া !

যতীন সেহাবের কথা বুঝিল না, সে সেহাবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেহাব আত্মস্থ হইয়া যতীনের দিকে চাহিয়া তার বিস্ময়ভাব লক্ষ্য করিল।

যা,—বাড়ী যা।

যতীন চলিয়া গেল। সেহাব ভিন্ন পথে সাইকেলে উঠিতেই মাধবের কণ্ঠের গান শুনিয়া থামিল।

গাহিতে গাহিতে মাধবের প্রবেশ।

মাধব।

মাঠে মাঠে ফিরিস্ নে কানাই।
গোচারণে রাখাল সনে আনন্দ যে নাই।
গাঁয়ের মুখে নাইরে হাসি
আর বাজেনা প্রেমের বাঁশি
আর বলে না গাঁয়ের বধু
জলকে চল যাই।
মন খুলে কেউ কয়না কথা নিত্য তরাস প্রাণ,
বারো-ভূতে খেয়েছে ভাই, মাঠের সোনার ধান।
ফসল হারা ঐ না মাঠে
গাঁয়ের চাষী মিছেই খাটে
বাঁচতে যদি চাস্‌রে রাখাল
মানুষ হ'রে ভাই।

সেহাব। মাধু।

মাধব। দাদাবাবু! পেন্নাম।

সেহাব। ভাল আছিস্ ?

মাধব। আপনার ছি চরণের কেরপায় দিন যায় রাইত আইসে এই যা।

সেহাব। তা হলে লোকে এখনও ভিক্ষে দেয়, না ?

মাধব। আগের দিন কি আছে বাবু। এহন আর কেউ ভিক্ষা দিতি চায় না। সকলেই বলে চাইল বাড়ন্ত। কয়ডা গাহান শিখায়া দিছিলেন ; তাই গায়া ঘুইর‍্যা বেড়াই। কোনদিন খাওয়া জোটে, কোনদিন জোটে না।

সেহাব। ভিখেরীর দেশে ভিক্ষে কে দেবে বল ?…এই নে…

সেহাব পকেট হইতে চারিটী পয়সা বাহির করিয়া মাধবের হাতে দিল।

মাধব। এ্যাতো কাট ফাটা রৈদে কোতায় গেছিলেন দাদাবাবু ?

সেহাব ঐ নলডাঙ্গা আর দীঘলকান্দিতে।

মাধব। আমি না হয় দশ গাঁয়ে ঘুরি অদেষ্টের ফ্যারে। আপনার আবার কিসের এত তাড়াহুড়া।

সেহাব। [হাসিয়া] আমার অদেষ্ট যে তোর চেয়েও খারাপ।

মাধব। বাবুর যে কি কতা !

সেহাব। এই পাড়া গাঁ ! যেখানে একদিন ছিল গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা দুধেল গাই। আনন্দ কোলাহলে সারাক্ষন ভরেই থাকতো……এখন সেখানে ভিক্ষাও মেলে না।

মাধব।

গাঁয়ের মুখে নাইরে হাসি
আর বাজেনা প্রেমের বাঁশি
আর বলেনা গাঁয়ের বধূ
জলকে চল যাই।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

নেপথ্যে সামছু। পাগলা ভাই—পাগলা ভাই।

সামছুর প্রবেশ।

সেহাব। তুই কোত্থেকে ?

সামছু। আমি ঘরের মৈদ্দে বইসা পোড়তেছিলাম। দেহি তুমি পথ দিয়া যাইত্যাছো, তাই দৈড়্যা আইলাম।

সেহাব। কেন রে ?

সামছু। আমার বইডা ?

সেহাব। ওহ্ হো! ...এক্কেবারে ভুলে গেছি।

সামছু। খালি কও ভুইল্যা গেছি। দিবা না তো তাই কও।

সেহাব অভিমানী সামছুর মাথায় হাত বুলাইল।

সেহাব। বই তোকে নিশ্চয়ই দেবো। সাত কাজে থাকি তাই ভুল হয়ে যায়।

সামছু। আমার বাড়ীতে একবার নও যাই।

সেহাব। কেন ?

সামছু। [সেহাবের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে] নও না একবার।

সেহাব। বল্‌না কেন ?

সামছু। আছে, কাম আছে।

সেহাব। সে কাজটা কি ?

সামছু। এডা বই দিছ না! তাতে ল্যাহা আছে—না তুমি চলো। যায়া কয়াই চৈল্যা আইসো।

সেহাব। আমার সময় নেইরে—তুই এখানেই বল্।

সামছু। কব ?—তাতে ল্যাহা আছে বিল্‌পোবীর আত্মকাহিনী।

সেহাব। বিল্‌পোবীর আত্মকাহিনী [বলিয়াই হাসিয়া উঠিল]

সামছু। আমি পড়ছি সেডা—কিন্তু বুঝল্যাম না।

সেহাব। কি বুঝলিনে ?

সামছু। ঐ যে কি বিল্‌পোবী!—ওই তাই বুঝল্যাম না।

সেহাব। বিল্‌পোবীটাই বুঝলিনে—তাহলে তো কিছুই বুঝিস্ নি।

সামছু। না—আমি সব বুঝছি, কিন্তু—বিল্‌পোবীটা কি, কয়া দ্যাওনা।

সেহাব। [হাসিতে হাসিতে] আচ্ছা দাঁড়া।

সেহাব একটী গাছের সাথে সাইকেল রাখিয়া আসিল।

কথাটা বিল্‌পোবী নয়রে……বিপ্লবী। ওর মানে তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

[মাষ্টারী ভঙ্গিতে পায়চারি করিয়া] হু—বিপ্লবী…বিপ্লবী। আচ্ছা, ধর্ তোর এক ভাই আছে।

সামছু। [হাসিয়া] বারে—আমার আবার ভাই কোনে! আমি যে বাপের এ্যাক ছাওয়াল।

সেহাব। আচ্ছা ধরই না কেন।

সামছু। ধরছি।

সেহাব। সেই ভাই খুউব বড় লোক। সে তিন তলা দালানে থাকে রোজ ভাল ভাল খাবার খায়। কিন্তু তোকে একটুও দেয় না। তোকে শুতে দেয় কুঁড়ে ঘরে, খেতে দ্যায় পোড়া ভাত। যদি না খেতে চাস্—চীৎকার করিস,—দুগালে দুচড় বসিয়ে দেয়। তখন তোর কেমন লাগবে? কি করবি তখন?

সামছু। পেরতেকদিন এমনি কৈরবো?

সেহাব। প্রত্যেকদিন।

সামছু। ইস্ কল্লিই হৈলো। তার খাওয়া কাইড়্যা খামুনা! জোর কইর‍্যা তার বাড়ী যায়া শুমুনা!

সেহাব। হাঃ হাঃ হাঃ—এইতো তুই বিপ্লবী। এমনি যারা দেশের মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে তোর সেই ভাইয়ের মত ব্যবহার করে; তাদেরকে সরিয়ে যারা সকলকে সমান অধিকার দিতে চায় তারাই বিপ্লবী,—বুঝলি?

সামছু। [চিন্তা করিয়া] হ্যা—বুঝছি।

সেহাব। বেশ, খুব ভাল লাগ্‌লো তোর কথা শুনে। ভাল করে পড়াশুনা করবি কেমন ?

সামছু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কি বই পড়ছিলি ?

সামছু। স্বাস্থ্যরক্ষা।

সেহাব। বলিস্ কিরে! তোদের আবার স্বাস্থ্যও আছে নাকি যা রক্ষা করতে হয়! বই মুখস্থ করে কি স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। রীতিমত সারযুক্ত খাদ্য খাওয়া চাই, তবে তো। আচ্ছা, দিনে ক'বার খাস্ ?

সামছু। ক্যানো,—দুইবার। সকালে আর সেই রাইতে। কোনদিন খাই কোনদিন এমনি থাকি।

সেহাব। হুঁ—দুধ-খাস্ ক'বার ?

সামছু। দুধ পামু কোনে! বারো আনা স্যার দুদ তাও আবার পানি দেওয়া।

সেহাব। হুঁ—আচ্ছা বল্‌তো আহার কেমন করে করতে হয় ?

সামছু। খুউব ভালভাবে চিবিয়া না খাইলে হজম হয়না—অসুখ হয়।

সামছুর পাঠ পড়ার মত উত্তর শুনিয়া সেহাব হাসিতে লাগিল।

হাইসত্যাছো ক্যান ?

সেহাব। উঁহু—হলোনা। আমি মাষ্টার হলে নাম্বার দিতাম···

সেহাব হাত দিয়া শূন্যের উপর একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া দেখাইল।

সামছু। মোলোবী সাব তাই যে পড়ান।

সেহাব। তোদের মৌলবী সাহেব জানেন্ না। আজকাল আহার গিলে খেতে হয়। নইলে সহজে হজম হ'য়ে আবার খিদে লাগতে পারে।—বুঝলি ?

সামছু। [দুরে দেখিয়া] ওরে বাপ্পুরে ·····মোলবী সাব, আমি যাই।

সামছু দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

নিদান বথসের প্রবেশ।

নিদান। আচ্ছালামো আলায়কুম।

সেহাব। ওয়া আলায়কুম অচ্ছালাম। ও—আপনি বুঝি ঐ মক্তবের মৌলবী সাহেব ?

নিদান। [পিক্ ফেলিয়া] জ্বী হাঁ।

সেহাব। [ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া] মৌলবী সাহেব যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

নিদান। জ্বী হাঁ,—পুছিয়ে।

সেহাব। মৌলবী সাহেবের এলেমটা কতদুর ?

নিদান। [ঈষৎ রাগত ভাবে] ইয়ে সওয়াল হরগেজ বেয়াদবী।

সেহাব। এলেমের দৌড়টি খুব বেশীদূর নয় বলে মনে হচ্ছে কিনা।

নিদান। কি আমি এলেম জানিনা! ঢ্যাওবোন্দে জামাআ'তে হাফ্‌খোম পোরযন্ত কোশেস্ কোরচি, একি সোজা কতা! ইয়ানে—আমি এলেম জানিনা! যতসব না হক্ কতা কইবেন না সাব।

সেহাব। [সহাস্যে] কোশেস্ করেছেন! বেশ, বেশ। ছেলেদের কি কি বই পড়ান ?

নিদান। সে বহুত! ভুগোল, সাহিত্য বাংলা, ইয়ানে—ইতিহাস

সেহাব। কিন্তু, দেশভক্তদের জীবন কাহিনী পড়ান কি ?

নিদান। ঢ্যাশ ভক্‌তো! ইয়ানে—সেডা কি ?

সেহাব। ধরুন, শহীদ ইসমাইল, তিতুমীর বিপ্লবী সূর্য্যসেন,—এদের জীবনী।

নিদান। কি যে কন, ইয়ানে—ওসব লোক তো ঢ্যাশের দুষমুন্।

সেহাব। দুষমন্! তারা দুষমন নয় মৌলবী সাহেব। তারাই সত্যিকারের মানুষ—জাতির পথপ্রদর্শক। আপনারা শিক্ষক; কি

পবিত্র দায়ীত্ব আপনাদের হাতে। ছেলেগুলোকে শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করে তুলবেন, জাতির কথা ভাবতে শিক্ষা দেবেন—

নিদান। [পিক্ ফেলিয়া] চুপ করেন, ইয়ানে—ওগুলো শিক্ষার বিষয় নয়, আর ক্যান তা পড়াতে যামু'কন্। গবরমেন্টো স্থায় মাসে পনারো টাহা মায়না, তাও আবার বছরে নয় মাস থাহে বিল বন্ধ। প্যাটের ক্ষিদায় ঘোম আইসেনা আবার তালবেলেম গড়মু। হুঁ— আমাগোরেও সোজাপথ, মক্তবে যাওয়া আর চৈল্যা আসা। আচ্ছালামো আলায়কুম্।

পিক্ ফেলিয়া প্রস্থান।

সাইকেল সহ তাজমুলের প্রবেশ। সে সাইকেল হইতে অবতরণ করিল।

তাজ। হ্যাল্লো সেহাব! খোস খবরটা জানো নিশ্চয়ই। আমরা ইলেক্‌সনে জিতেছি। তুমি যাকে সাপোর্ট করেছ তার জামানত বাজেয়াপ্ত। তোমার খাটনিটা বৃথাই গেল ব্রাদার।

সেহাব। বৃথা! না, কোন চেষ্টাই বৃথা যায়না তাজমুল। আজ জয়ের আনন্দে যা ইচ্ছে বল্‌তে পার, দুঃখ করবার কিছু নেই। কিন্তু যেদিন বুঝ্‌বে, এই জয় জাতির জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে; স্বার্থে অন্ধ আলী আহসান সিন্দবাদের দৈত্যের মত জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে, সেদিন আর বাঁচার পথ পাবেনা। সেদিনে সেই দুঃখের খবরটাও দিয়ে যেও।

তাজ। হাঃ হাঃ হাঃ, এত দুঃখেও সান্ত্বনার চেষ্টা। ভাল, 'ভরাডুবির মুষ্টিলাভ'। আচ্ছা চলি,—জেল-পচা লোকের সাথে আলাপ শোভা পায় না। গুড্ বাই।

প্রস্থান।

সেহাব। ইডিয়েট—রাস্কেল!

নিজের সাইকেল লইয়া বিপরীত দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালুর গৃহ। কালুর স্ত্রী তরু প্রসাধন লইয়া ব্যস্ত। কালু চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে বসিয়া রহিয়াছে।

তরু। [মুখে পাউডার মাখিতে মাখিতে] উঁহ্—কি বিশ্রী গন্ধ! ক'দিন থেকে বলছি একটা ভাল পাউডার এনে দিতে······

কালু। [বিরক্তি সহকারে] হুঁ!

তরু। হুঁ—কি! শুঁকে দেখ কি বিট্‌কেলে গন্ধ। এ মুখে মাখা যায়!

কালু। ও মুখে মাখতে বলে কে? বলি পেটের কুড়কুড়ি না যৌবনের কুড়কুড়ি।

তরু। হারে আমার কপাল।

তরু রাগে কাঁদিয়া ফেলিল।

কালু। কপাল তোর, না আমার।

তরু। বিয়ে করেছিলে কেন? একখানা মনের মত গয়না, কি একখানা ভাল সাড়ী, কোনদিন পরেছি তোমার ঘরে এসে? একটু স্নো পাউডার··· ··

কালু। স্নো—নো পাউডার! দু'বেলা দুটো পেটের ভাত জোটাতে পারি নে,—স্নো—নো পাউডার।

তরু। কেন, দিনরাত গাছ গাছড়া পিটে দাসী বাঁদীর মত খেটে ওষুদ বানাই সে ওষুধের পয়সা যায় কোথায়? কার কাছে যায়?

কালু। ফাঁকী কয়দিন চলে? জোচ্চুরী সবাই ধরে ফেলেছে। সারাদিন চীৎকার করে গলাদিয়ে রক্ত তুলে আট গণ্ডা পয়সাও হয় না; তার উপর মাঝে মাঝে পুলিশের ডাণ্ডাও পিঠে পড়ে। এই ছাখ্ সেদিন ·····

কালু তরুকে পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখাইল।

তরু। ওগো, এ যে একেবারে কালশিরে পড়ে গ্যাছে!······

কালু। বড় লোক যাদের হাজার হাজার আছে, তাহা লাখ লাখ টাকা লোককে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে ব্ল্যাক করে নিচ্ছে, সেখানে পুলিশের নজর যায় না। দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য আমরা কিছু করতে গেলেই……

তরু। তুমি ও কাজ আর তাহলে করোনা।

কালু। তোমার স্নো—স্নো পাউডার আসবে কোথা থেকে ?

তরু। আর আমি স্নো পাউডার মাখতে চাই না। আ-হা-হা পিঠটা কি হয়ে গেছে, ও কাজ ছেড়ে দাও।

কালু। ছেড়ে বাধ্য হয়েই দিতে হবে। কিন্তু করবো কি ?

তরু। যাই কর—অধর্ম্মের কাজে আর যেয়ো না।

কালু। অধর্ম্ম ! ক্ষিধেয় যখন পেট হু হু করে জ্বলে ওঠে তখন খোদার নামও মনে আসে না, ভগবানের নামও মনে আসে না। ছিয়াত্তরের আকালের কথা শুনেছ ? গাছে পাতা পর্য্যন্ত ছিল না। মানুষের গোস্‌ত মানুষ খেয়েছে। তেমনি বোধ হয় তার চেয়েও বড় আকাল আসছে। ধর্ম্ম অধর্ম্মের বুলি আর আউড়িয়োনা,—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ও কেতাবের কথা কেতাবেই থাক। ধর্ম্ম !… ..

তরু। যা ভাল বোঝ তাই কর…আমি আর কি বলবো।

নেপথ্যে একটী ছোট ছেলে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কালু। যাও ছেলে কাঁদছে। ঘুম থেকে উঠলো এখন কি খেতে দেবে দাও গে।

তরু ভিতরে চলিয়া গেল। কালু মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভিতরে শোনা গেল "আমি খাব না, ও আমি খাব না—দুধ ভাত দে।" কালু অস্থির হইয়া উঠিল। তরুর প্রবেশ।

তরু। কইগো আজ এখনো যে দুধওয়ালা দুধ দিয়ে গেলনা। ঐটুকু ছেলে কি শুধো ভাত খেতে পারে !

কালু। দুধ—দুধ! দুধ আর দেবে না। আমি মানা করে দিয়েছি।

তরু। মানা করে দিয়েছ!

কালু। পয়সা কোথায়? বাপের জমিদারী সাথে করে এনেছিলে? দুটো ধর্ম্মের কথা শোনাও গে। পেট ভরে যাবে। ধর্ম্ম···ধর্ম্ম!

কালু অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। তরু ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল।

খোদা-খোদা!

কালু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

নেপথ্যে দেরাছ। কালু ভাই—কালু ভাই। কালু ভাই বাড়ীতে আছ?

কালু। [ধরা গলায়] কে?

নেপথ্যে দেরাছ। আমি দেরাছ।

কালু। ভিতরে এস, ভিতরে এস।

দেরাছের প্রবেশ। দেরাছ একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

দেরাছ। তোমার চোকমুক ও রকম লাইত্যাছে ক্যান, কি হৈছে?

কালু। আমি তামুক লাগায়া নিয়া আসি।

প্রস্থানোদ্যত।

দেরাছ। [হাত ধরিয়া বসাইয়া] থাক্—থাক্ আমার ঠাঁই বিড়ি আছে।

দেরাছ দুইটা বিড়ি বাহির করিলে দুইজনে ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

তোমার কি হৈছে কও দেহি। আইজ যে তোমার মেজাজ ঠাওর কৈরতে পাইরত্যাছিনা।

কালুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। সে দেরাছের দুইটাহাত জড়াইয়া ধরিল।

কালু। একটা উপায় করে দাও ভাই—একটা উপায় করে দাও।

যে কোন কাজ—পেট পুরে যাতে দুবেলা খেতে পারি। ছেলের দুধের যোগাড় করতে পারি, পরিবারের সাড়ী গহনার ব্যবস্থা করতে পারি।

দেরাছ। আমি কি কোরবার পারি ?

কালু। সবাই মিলে ভোট দিলাম, এম, এল, এ করে দিলাম। অত বড় লোক ! একটা কাজ দিয়ে···

দেরাছ। আরে এই কতা ! এ্যাতেই তুমি মন খারাপ কৈর‍্যা বৈসা আছো ! সাহেব হেদিন একটা ভাল নোকের কতা কৈছিলো।

কালু। সত্যি ?

দেরাছ। আরে দ্যাহ দেহি, আমি কি মিছা কতা কৈলাম ?

কালু। দেরাছ ভাই !

দেরাছ। যাইব্যা তো নও যাই। আরে দ্যাহো দেহি, তোমার এমুন বেহাল আগে কও নাই ক্যান ; এই···

কালু। [আনন্দে] 'শাহমা স্থলতানে আলম'—তরু ! ছাতিটা দে। দেরাছ ভাই, কি উপকারটা যে করলে ! দে—দে ছাতিটা দে।

তরু ছাতি আনিয়া দিল।

কিচ্ছু ভাবিস্‌নে তরু, টাকা কত খাবি খানা এবার। 'শাহমা স্থলতান'—দেরাছ ভাই, এসো !

দেরাছ। চলো !

চতুর্থ দৃশ্য

আলী আহসানের বাড়ী। আধুনিক কায়দায় সাজানো কক্ষ। আলী, কমর ও ভূতমলজী বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

আলী। ভূতমলজী, কত ধান মজুদ করেছেন ?

ভূত। আরে রামরাম—এ সব কি কতা কহিতেছেন !

আলী। বুঝতেই পারছেন না, হঃ হাঃ হাঃ ! কমরমিয়া কি বলেন ?

কমর। দেখুন, ভূতমলজীর খবর আমি কি করে বলবো ?

আলী। উঁ তাই নাকি ! কিন্তু আমার statistics কি বলে জানেন ?

ভূত। সেটো আবার কি কোতা আছে ?

আলী। statistics মানে…হুঁ-হুঁ-হুঁ ভূতমলজী, আমি একটা হিসেব সংগ্রহ করেছি।

কমর। হিসেব ! কিসের ?

আলী। ভূতমলজীর গুদামে একলাখমণ চাল, আর পঞ্চাশ হাজার মণ ধান…এঁ্যা হা-হা হা…আর কমর মিয়া ?

কমর। আলী সাহেব কি…

আলী। হঁ্যা আপনার গুদামের পঞ্চাশ হাজার মণ চালের খবর আমি পেয়েছি।

ভূত। হাপনি কি করিতে চাহেন ?

কমর। বলুন আলীসাহেব, কি করতে চান ?

আলী। হুঁ-হুঁ-হুঁ কি করবো !—আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, নিজেরা চিন্তা করে দেখুন কি করা উচিত। আমি একটু আসি।

আলী ভিতরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় ইসারায় কালুকে ইঙ্গিৎ করিল।

কালু। কি ভাবছেন আপনারা বলুন তো ?

কমর ও ভূতমল তেমনি বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একটা বুদ্ধি আছে।

উভয়ে কালুর দিকে চাহিল।

ভূত। কেয়া, সাফা করিয়ে বোলো কালু মিয়া।

কমর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটু পরিষ্কার করে বলো।

কালু। আলী সাহেবকে একটা বখরা দিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়।

কমর। ও !—

ভূত। উনি কি রাজী হোবেন ?

কালু। কেন হবেন না। এম, এল, এ হয়েছেন, এখন তার টাকার দরকার। ওকালতি ব্যবসা তো আর নেই, বুঝলেন। আচ্ছা, সাহেবকে আমি ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু বকসিস্‌টা ?

সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ভূত। আরে ঘাবড়াইয়ে মৎ।

কালু। আচ্ছা ! 'শাহমায়ে সুলতানে আলম সৈয়দে মৎকবীর।'

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

কমর। দেখলেন, জোঁকের রক্তও···

ভূত। চুপ !···আসছে।

আলীর প্রবেশ।

আলী। কিছু কি স্থির করলেন ?

কমর। ভূতমলজী বলছিলেন যে···

আলী। কি,—কি, বলুন !

কমর। একটা মাসিক নজ্‌রানা।

আলী। হা হা হা ! আচ্ছা ঠিক আছে—তাই হবে। সিকি ভাগ আমাকে মাসে মাসে পাঠিয়ে দেবেন। কি বলেন ভূতমলজী ?

ভূত। তাই হবে হুজুর।

আলী। কমর মিয়া ?

কমর। আমি রাজী।

আলী। দেখুন একটা কথা কি জানেন…

কমর। বলুন।

আলী। আরো কিছু কাজ আপনাদের করতে হবে। রিলিফের জন্য চাল কাপড় আমার কাছে আসবে। সেগুলোর…বুঝলেন, সেগুলোর ব্যবস্থাও আপনাদের করতে হবে।

ভূত। হুজুরের মর্জ্জি !

আলী। মর্জ্জি ! না-না, সে কথা কেন হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু বখরা আধা আধি।

কমর। এ প্রস্তাব ঠিক।

আলী। আচ্ছা আজ তা হলে,…

কমর }
ভূতমল } আমরা উঠি।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আলী। কোন চিন্তা নেই। আমি থাকতে পুলিশের ভাবনা !… এঁ্যা—হা হা হা হা !

অভিবাদান্তে ভূতমল ও কমরের প্রস্থান। ভিন্নদিকে আলী চলিয়া গেল। গুনগুন্ করিতে করিতে হাসিনার প্রবেশ। সে এটা ওটা সাজাইতে লাগিল। তাজমূলের প্রবেশ। সে এক দৃষ্টে হাসিনাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

হাসিনা। [সহসা ফিরিয়া] কখন এলেন ?

তাজ। একটু আগে।

হাসিনা। সাড়া দেননি কেন ?

তাজ। সাড়া! না, মগ্ন হয়ে দেখছিলাম—একটা মূর্তিময়ী সৌন্দর্য্য; সেই শ্রীমুখ থেকে গুন্‌গুন্ ধ্বনি—Oh wonderful!

হাসিনা। থামুন। কেন এসেছেন তাই বলুন।

তাজ। বল্‌বো বলেই তো এসেছি; কিন্তু গলাটা, মানে···শুকিয়ে···

হাসিনা। দেরাছ।

দেরাছের প্রবেশ।

দেরাছ। বুজি আমায় ডাকতিছো [জিহ্বায় কামড় দিয়া] বুল অয়াছে, মিম সায়েবা।

হাসিনা। যা, চা নিয়ে আয়।

দেরাছের প্রস্থান।

তাজ। দেখ, আমি ভাবছি আলী সাহেবকে কথাটা বলেই ফেলবো।

হাসিনা। কোন কথা?

তাজ। আমাদের সম্বন্ধটা পাকা করার কথা।

হাসিনা। কি যা তা বলছেন!

তাজ। মানে,—Election এর আগে সেই কথাই ছিল।

হাসিনা। কি কথা?

তাজ। election এ win করলে, হাসিনাবানুর হাত আমার হাতে—

হাসিনা। চুপ করুন। যাক, আমার আব্বা কথা দিয়েছিলেন, আমিতো দেইনি।

তাজ। ও! যাক্ কথাটা আমার জানা ছিলনা।

হাসিনা। কি জানা ছিল না?

তাজ। তুমি যে Flirt করছো।

হাসিনা। হা হা হা—একটু হেসে কথা বললেই বুঝি—

তাজ। ধন্যবাদ!

প্রস্থানোদ্যত।

হাসিনা। চা খেয়ে যাবেন না ?

তাজ। দরকার নেই।

হাসিনা। এই শ্রীমুখের...

তাজমুল বিরক্তি সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। হাসিনা হাসিতে লাগিল। পরে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিল।

চা লইয়া দেরাছের প্রবেশ।

দেরাছ। মিম সায়েবা, চা।

হাসিনা। রেখে দে। দেরাছ, এক কাজ কর। যে সাহেব চলে গেলেন, তাকে এই চিঠিখানা দিয়ে আয়।

দেরাছের চিঠি লইয়া প্রস্থান। বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ।

come in.

সেহাবের প্রবেশ।

কি চাই ?

হাসিনা মুখ তুলিয়া চাহিল। সেহাবকে দেখিয়া সহসা দাঁড়াইল।

সেহাব !

সেহাব। তুমি ! এখানে !

হাসিনা। কারন এটা আমার বাড়ী।

সেহাব। তা হলে আলী আহসান সাহেব—

হাসিনা। আমার আব্বা।

সেহাব। বটে !

উভয়ে বসিল।

হাসিনা। অনার্স পরীক্ষার আগে কলেজ থেকে কোথায় যে ডুব দিলে।

সেহাব। জেলে।

হাসিনা। কেন ?

সেহাব। সে অনেক কথা। হ্যাঁ তোমার আব্বা বাড়ী আছেন কি ?

হাসিনা। আছেন।

সেহাব। তার সাথে দেখা করতে চাই।

হাসিনা। বেশ তো। দেরাছ।

দেরাছের প্রবেশ।

আব্বাকে বল্ মিঃ সেহাবুদ্দীন দেখা করতে এসেছেন !

দেরাছ। যাই বুজী—বুল অয়াছে গিম সায়েবা।

দেরাছের প্রস্থান।

হাসিনা। তারপর কি করছো আজকাল ?

সেহাব। কিচ্ছু না—বেকার।

সেহাব টেবিলের উপর হইতে একখানা Film India তুলিয়া লইয়া পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিল।

এটা পড়ছিলে বুঝি ?

হাসিনা। হ্যাঁ।

সেহাব। তাহলে এখনো তেমনি আছো।

হাসিনা। কী রকম ?

সেহাব। সিনেমা, থিয়েটর আর পিক্‌নিক্—চমৎকার জীবন।

হাসিনা। তাতে দোষ কি ?

সেহাব। কিছু না। কিন্তু এটা আর সাজে না। জীবনের বুনিয়াদই গেছে ভেঙ্গে। সুখের স্বপ্নে পাখা মেলে উড়ে চলা আর সাজে না।

হাসিনা। তুমি ও দেখ ছি তেমনি আছো।

সেহাব ! কী রকম ?

হাসিনা। সেই রকম egoatic. তুমি যেমন বোঝ—আর কেউ বোঝে না।

সেহাব। That's a lie. তবে চোখ আমার পরিষ্কার। তোমরা যেখানে চাঁদ দেখ আর ভাব বুড়ি চরকা বুনছে—আমি কিন্তু তা ভাবতে পারি না। মনে হয় "একখানা ঝল্সানো রুটী" ঝক্মক্ করছে। শুধু দৃষ্টি ভঙ্গীর তফাৎ মাত্র। যাক্—বেনোবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই। তোমার আব্বাকে একটু তাড়া দাও, আমার সময় নেই।

হাসিনা। তুমি কি ঠাট্টা করছো?

সেহাব। বিন্দু মাত্র না।

আলীর প্রবেশ।

আলী। Hallow Shehab!

সেহাব ও হাসিনা দাঁড়াইল।

কি খবর? take your seat!

সেহাব। Thanks.

সকলের উপবেশন।

দীঘলকান্দি থেকে আসছি।

আলী। দীঘলকান্দি! Whats the matter?

সেহাব। দেখুন, এ বছরে একে তো অজন্মা, তারপর যা বা ধান হয়েছিলো তাও বানে ভেসে গেছে।

আলী। তারপর—

সেহাব। প্রজারা খাজনা দেবে কোত্থেকে।

আলী। I See.

সেহাব। যখন সম্ভব ছিল, প্রজারা খাজনা দিয়েছে। এ দুর্গতির দিনে, শস্তের এত বিপর্য্যয়ে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের খাজনা মাপ করে দেওয়া উচিত।

আলী। Well, it's very silly. তারা খাজনা না দিলে জমিদারী লাটে উঠবে। I can't help that.

সেহাব। সুখের দিনে প্রচুর অর্থ তারা সরবরাহ করেছে।

আলী। That I know. কিন্তু আজ ছেড়ে দিলে তারা সুযোগ পাবে—কোনদিনই খাজনা দেবে না।

সেহাব! হা-হা-হা আলী সাহেব, কথাটা ঠিক হলো না। তারা দিতে অপারগ—তাই দেবে না। ওমন বাঁকা মানে কেন করছেন ?

আলী। বাঁকা! No, you are wrong. খুব সোজা ব্যাপার। টাকা আমার চাই—সুতরাং প্রজারা টাকা দেবে।

সেহাব। না, টাকা তারা দিতে পারবে না।

আলী। What! I will make them pay. না দেয়—ভিটে মাটী হতে উচ্ছেদ করবো। But young man, why you are here? তোমার কি ?

সেহাব। সর্ব্বহারা প্রজাদের সেই কথাটাই জানাতে এলাম।

আলী। I see, তুমি উস্কানী দিচ্ছ!

সেহাব। তা জানিনা—তবে তাদের কথাটাই জানালাম।

আলী। জান এই অপরাধে, তোমাকে জেলে দিতে পারি।

সেহাব। জেল! হা-হা-হা···তাতে নূতন কি হলো!

আলী। Yes, that old process will be repeated.

প্রস্থান।

সেহাব। [আলীর উদ্দেশে] চেষ্টা করুন, কিন্তু কথাটা বিবেচনা করবেন।

হাসিনা। সেহাব।

সেহাব। কি।

হাসিনা। এ সব কি হচ্ছে। আব্বার সঙ্গে ঝগড়া না করলেই কি নয়।

সেহাব। ঝগড়া! না, এ মানুষের বাঁচার কথা। প্রজাদের খাবারের সংস্থান নেই, তারা মরতে বসেছে, আর উনি তাদের রক্ত চুষবেন। Hertless brute. যেদিন জমিদারী উচ্ছেদ হবে সেদিন কি হবে! থাক, তোমরা সুখী মানুষ এসব বুঝবে না। চলি।

প্রস্থান।

হাসিনা দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

গোকুলের প্রবেশ।

গোকুল। কি মা দাঁড়িয়ে যে?

হাসিনা। ও! না, এমনি। আপনি বসুন কাকা। আব্বাকে ডেকে দিচ্ছি।

হাসিনার প্রস্থান।

আলীর প্রবেশ।

আলী। দেখুন গোকুল বাবু। দীঘলকান্দির প্রজারা একজোট হয়েছে, তাদের নেতা সেহাবুদ্দীন। আমি দেখতে চাই সমস্ত খাজনা মায় হালতক্ আদায় হয়েছে। আর····· ঐ সেহাব! Give him a lesson--এমন শিক্ষা দেবেন, যাতে আর মাথা তুলতে না পারে। যান—

গোকুল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আলী বসিয়া কি যেন লিখিতে লাগিল।

পঞ্চম দৃশ্য

পরাণ মণ্ডলের বাড়ী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সামছু কুপি বাতির আলোয় মনোনিবেশে একখানা বই পড়িতেছে। নিদান ও হাতেম সরকারের প্রবেশ।

নিদান। সামছু, তোর বাপ কোনে রে?

সামছু। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া] মৌলবী সাব! আইসেন মোলবী সাব। [মোড়া আগাইয়া দিয়া] বৈসেন এহানে। বাজান এহুনি আইস্‌পো। মানুষ ডাকৃতি গ্যাছে।

নিদান মোড়ায় বসিয়া পড়িল। সামছু পুনরায় তেমনি পড়িতে লাগিল।

নিদান। কতাডা ক্যামন হয় হরকারের ব্যাটা?

হাতেম। কামডা করাই লাগবো মৌলবী সাব।

নিদান। নছিম স্যাখের আবার জামা'আতে ওঠা……ওকে যে শরিয়তে বন্দো থুছি, ইয়ানে—শারিয়ত উল্টাই কি কইর‍্যা?

হাতেম। মুস্কিলডা কোনে?

নিদান। তোলা যাইতো কিছু কাফফারার ব্যবস্থা কৈল্লে। তবে মুসকিলডা…মোনাম স্যাকের ব্যাটা রিয়াজ স্যাকের……ওই যে বিবি তালাকের ফতোয়ায় যারে বন্ধ থুছি, হেই রিয়াজের সাতে হালে উঠ বৈস্‌ কৈরত্যাছে।

হাতেম। তা না হয় কাফফারা বাবদ কিছু বেশী ধইর‍্যা…

নিদান। আচ্চা দিমু।

হাতেম ট্যাঁয়ে হাত দিতেই নিদান তাহা দেখিল।

বাপে সামছু, বেজায় পানি ঠিসা লাইগছে আনচেন এক গেলাস।

সামছু উঠিয়া পানি আনিতে চলিয়া গেল। হাতেম টাকা বাহির করিয়া নিদানের হাতে দিল।

নিদান। [পকেটে টাকা রাখিতে রাখিতে] আ-হা-হা এহুনি কিসের ঠেকা আছিলো।

হাতেম। তা হোক—তা হলি এহন আসি মৌলবী সাব। সালামালেকোম।

নিদান। ওয়া আলায়কুম ওচ্ছালাম।

হাতেমের প্রস্থান।

পানি লইয়া সামছুর প্রবেশ।

পানি আনছিস্ দে। নে, নে—পড়, পড়।

পানি পানাস্তে গেলাস রাখিল।

কি বই পৈড়ত্যাছ্যাস্?

সামছু। [ভয়ে ভয়ে] বি—বি—বিপ্লবীর······

নিদান। এ্যাই—এ্যাই কি পৈড়ত্যাছাস্! দেহি······[কাড়িয়া লইয়া দেখিয়া] এ্যাই—এই সব নাফরমানি এলেম শিক্ত্যাছাস্! এ্যা!···দিছে কেডা?······কস্ না ক্যান!

সামছু। সেহাব ভাই।

নিদান। সেহাবুদ্দি। ইস্ রে··সারা ত্মাশটা ইয়ানে জ্বালায়া খাইলো। এ্যাই—পৈড়ত্যাছাস্ তো এডা, ইয়ানে কাইলকার ছবকটা পৈড়ছ্যাস্? এ্যাই—'সিগা' ইয়াদ কৈরছ্যাস?

রিয়াজের প্রবেশ।

রিয়াজ। মৌলবী সাব—মৌলবী সাব!

নিদান। কেডা—রিয়াজ।

রিয়াজ। আপনারে বহুত খুঁজ্‌চি। হুনলাম এহানে আইছেন। আমারে বাঁচান লাইগবো। তালাকের ফত্তোয়াডা পাল্টায়া দেওয়া লাইগবো।

নিদান। তৌবা। শরিয়ত বরখেলাফী কাম আমি পারমু না। কেতাবমে ফরমায়া······

রিয়াজ। [টাকা বাহির করিয়া] হুজুর এই ক্ষান্ আপনার নজরানা।

টাকা নিদানের হাতের মধ্যে গুজিয়া দিয়া মুঠ বন্ধ করিয়া দিল।

নিদান। ইয়ানে শরিয়ত……

রিয়াজ। কুলসুম রে ছাইড়্যা আমি বাচমুনা। হুজুর তো জানেন আমার শাদীর বৌ…এক বছর পার হয়া যায় নাই।

কাঁদিয়া ফেলিল।

নিদান। আহা কাইন্দোনা। তা হৈলে কেছাস্……ইয়ানে শরিয়ত মাফিক কেছাস্ করা লাইগবো।

রিয়াজ। কেছাস্?

নিদান। ইয়ানে সঙ্গেসার।

রিয়াজ। সঙ্গেসার!

নিদান। ইয়ানে [কোমর দেখাইয়া] কোমর তক্ জমিন মে ডাল্কার,—সঙ্গ, ইয়ানে পাথর—পাথর মার্কে খতম কার্না!

রিয়াজ। খ—খ—খতম!

নিদান। [হাসিয়া] মগর ইয়ানে ইয়ে সঙ্গেসার চৈলবোনা। এডা "দার-উল হরব।" ইয়ানে ইস্লামী কানুন হু-বহু চৈলবোনা। ইয়ানে ইছি লিয়ে খাজানা কা সঙ্গে সার কারনে হোগা।

রিয়াজ। খাজানা কা সঙ্গেসার!

নিদান। ইয়ানে, ধন দৌলত কা।

রিয়াজ। মৌলবী সাব।

নিদান। [ভ্রূক্ষেপ না করিয়া] ইয়ানে একটা খানার এন্তেজাম করা লাইগবো। নেক্ পরহেজগার আলেমদের দাওয়াত দিয়া জামাতের লোকগুলো খাওয়ান লাইগবো। তা হলিই শরিয়তের সঙ্গসার হয়া যাইবো।

রিয়াজ। হুজুর আমার আর ট্যাহা নাই।

নিদান। এ্যাই!……

রিয়াজ। হুজুর—

নিদান। জমি জেরাত আচে?

রিয়াজ। তা পোয়াটাক্—

নিদান। 'আলহামদোলিল্লাহ'—ওতেই হবে। বন্ধুক থুইয়া কিছু ট্যাহা ন্যাও। নও, এহুনি যাই। সাক্ষী টাকি ঠিক কৈন্যা রাখা লাইগবো। ওবে সামছু · ···তোব বাপেরে কৈস্ এহুনি আইসত্যাছি—ইয়ানে লোকজন তো আইসে নাই এহুনো। শরিয়তের কামডা শ্যাষ কইব্যা আইস্ত্যাছি।

রিয়াজকে লইয়া নিদানের প্রস্থান।

সামছু আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। একটু পরে দলবল সহ পরাণ ও যতীনের প্র'ব'

যতীন। আমাগো মাষ্টার দা দেইখো কাম ঠিকই কৈরবো।

পরাণ। জমিদার আলী সাহেবও আমাগো হাতেম দেল্ লোক ছ্যাহো নাই সেই বোটের সমায়।

যতীন। কিন্তু মাষ্টারদার সাতে এক জাল্লাও মিল নাই।

পরাণ। তা হলিও আমাগোরে ছ্কের কতা সে হুনবই।

ধর্ম্ম। আমাগোরে পেছিডেন সায়েবের সাতে আলী সায়েবের বেজায় খাতির। সেহাবুদ্দির কতা না হুন্লি তাকেই আমরা ধরমু যায়া।

পরাণ। পেছিডেন! ও এক নম্বরের শয়তান।

২য় চাষী। সবাই মিলা যামু—না হুইনা কি পাইরবো।

পবাণ। অর কাছে আমি যামুনা যতীন। ইবলিছটা আমার সব্বোনাস্ কৈবছে।

যতীন। ঐ যে মাষ্টারদা আইসত্যাছে।

পরাণ। বাপে,—কি হৈলো বাপে।

সেহাব উদ্দীনের প্রবেশ।

যতীন। জমিদার রাজী হইচেন মাষ্টারদা?

সেহাব। রাজি!—কঞ্জুস, এক পয়সাও ছাড়তে রাজী নয়।

পরাণ। এঁ্যা এহুন উপায়?

যতীন। তাও কি কইলো মাষ্টারদা।

সেহাব। কি আর বল্‌বে। খাজনা সে আদাই করবেই···যেমন করেই হোক। তোমরা মর আর বাঁচো।

৩য় চাষী। তা হলি!

হাতেম ও নিদানের প্রবেশ।

সেহাব। তা হ'লে কী? বল, তোমরা খাজনা দিতে পারবে?

সকলে। না।

সেহাব। খাজনা না দেওয়ায় যদি জমিদার অত্যাচার করে।

যতীন। সওয়াই লাগবো আমাগোরে।

সেহাব। বেশ, তাহলে তোমরা এক কাজ কর। কিছু টাকা জোগাড় করো—সেই টাকা দিয়ে বেছন ধান কেনো। ফসল যদি ধদি ভাল হয়, তবে আসছে বছর হাল-বকেয়া এক সঙ্গে ওয়াশীল করে করে দিও।

সকলে। এডা হাঁচা কতা।

সেহাব। তোমরা সকলে একমত?

সকলে। সকলেই একমত।

সেহাব। ভাল করে ভেবে দেখ। যতীন বল্‌ছিলো 'সওয়াই লাগবে'। কিন্তু কতকাল সহ্য করবে? তোমাদের সহিষ্ণুতার সুযোগে তাদের দাবীর খাই বেড়েই যাবে সুতরাং, যাক্, তোমরা যখন সাহস করছনা তখন—আচ্ছা ঐ কথাই থাকলো। চাচা উঠি—অনেকদুর যেতে হবে। সামছু!·· ···

সামছু। পাগলা ভাই।

সেহাবের কাছে আসিল।

সেহাব। আমায় একটু এগিয়ে দিবিনে।

সামছু। নও যাই।

সামছু সেহাবের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চলিয়া গেল।

হাতেম। বুচ্‌চি, জমিদারের খাজনার ট্যাহা ও দেওযাই লাগবো।

পরাণ। দেওযাই লাগবো। তুমি গাঁয়ের টুইনক্যা মুক্তার। তোমার ট্যাহা আছে তুমি দিতে পার,—আমরা ?

নিদান। আলী সাহেবের সাতে ইহানে ফসাদ করা 'গুনাহে কবিরা'। উনি এছলামের জন্য জান কবুল কৈরত্যাচেন।

হাতেম। হে কতা আমি কি জানিন' মোলবীসাব।

ধর্ম্ম। নও যাই সব। ওই টুইনকা মুক্তার আর ইযানে মোলবীর সাতে ফসাদ কইর‍্যা কাম নাই।

২য় চাষী। সেহাবুদ্দি যা কইচে ওই হাঁচা। তাই করমু, নও যাই।

৩য় চাষী। হ—হ—তাই তাই। যাই পরাণ ভাই !

গ্রামবাসী, ধর্ম্ম ও যতীনের, বিপরীত-দিকে পরাণের প্রস্থান।

নিদান। দেইখ্‌চো, দেইখ্‌চো—সব নাদান বেতমিজের কতাবাত্তার ডিল ? নাযেব নবীর সাতে দিল্লেগী। ইযানে জাহান্নাম জাহান্নাম।

হাতেম। ছোটলোক কিন। বডই বাইড বাইড্যা গ্যাছে। শারিযতের প্যাঁচ ফালাযা এ্যাক জাল্লা আক্কেল দিযা ছ্যান না।

নিদান। যতসব বে আক্কেলের দল। আল্লা গজব নাজেল কৈরবো।

উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হাতেম। (চারিদিকে চাহিযা) গোকুল বাবুর সাতে আমার রফা হৈছে—যে সব জমি নীলাম হৈবো সব আমি পত্তনি নিমু। আপনি যদি ওদের সাতে না থাকেন…

নিদান। তৌবা তৌবা, ওদের সাতে আমি ! তৌবা তৌবা।

হাতেম। তা হলে চলেন যাই। গোকুল বাবুকে চুপ কৈর‍্যা খবরটা আপনিই না হয দিযা আইসেন।

নিদান। আলবৎ। এই সব নাফরমানি কাম। আল্লা মাবুদ করিম।

উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নরহরি দেবশর্ম্মার বাড়ী। বিশু বসিয়া খাতাপত্র দেখিতেছে। নরহরি হুকা টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল। তার পরনে ময়লা আটহাতি একখানা ধুতি। সে চৌকির উপর বসিল।

নরহরি। বিশু ওটা কি পেয়েচ ?

বিশু। আজ্ঞে ! হ্যাঁ কোনটার কথা বলছেন কত্তা ?

নরহরি। সেই হিসেবটার কথা।

বিশু। [খাতা উল্টাইয়া] বত্রিশ টাকা তের আনা দুইপয়সা।

নরহরি। গহনাগুলো আর ধরে রাখা যায় না। আজকের দিনটা গেলেই ষাট সত্তর টাকা বেচে ফেলতে পারবো। হ্যাঁ, আজকের বাজার খরচটায় বেগুন লিখেচ আধসের ছ'পয়সা। আমার সাত পুরুষেও আধসের বেগুন ছ'পয়সায় খায়নি। গত হাটেই তো দু'আনা সের কিনেচ হে।

বিশু। প্রত্যেক হাটেই দাম বেড়ে চলেছে। সামনের হাটেই ছ'আনা সের খেতে হবে।

নরহরি। ও বেগুন টেগুন আর এনোনা। তার চেয়ে কচু তরকারীটা না হয় নিয়ে এসো। খেতেও বেশ। দামেও সস্তা।

বিশু। তা যা বলেছেন। অমন তরকারী আর হয় না। খেতেও বেশ দামেও সস্তা। এখন থেকে না হয় কচুই খাবেন।

নরহরি। আচ্ছা বিশু, পটল তরকারীটা ওঠেনা ? গিন্নি মারা যাবার পর পটলের দম খাইনি।

বিশু। আট আনা সের।

নরহরি। ওরে বাপরে,—থাক্ থাক্। কাজ নেই আমার পটলের। এমনি তুমি বেশী খরচ কর।

বিশু। বেশী খরচ করি।

নরহরি। বেশী নয়তো কি! আমি হিসেব করে চলিহে। সারা জীবনে আমি ছ'আনার বেশী বাজার করিনি, তুমি সেখানে সাড়ে ছ'আনা খরচ করেচ, বেশী নয়তো কি? হাতটা একটু খাটো কর নইলে অসময়ে কুলোতে পারবোনা।

বিশু। আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহেরপুরের আবদুল সেখের জমিটার কি হবে? সে নাকি আসাম চলে গেছে।

নরহরি। *অন্যকে বর্গা দিয়ে দাও।*

বিশু। *বর্গা দিলে কি শস্য পাওয়া যাবে। চাষীরা যেন কি করেছে?*

নরহরি। ও! তেভাগা! তার দফা ঠাণ্ডা। আমার চৌদ্দ পুরুষ জমির ভাগ নিয়েছে আধাআধি; এখন কি সব রব উঠেছে তেভাগা! উঁ এ যেন লুটের মাল। আকাল এলে হয়, দেখবো সব ব্যাটাদের। আমার কাছে আসতেই হবে।

বিশু। গোবিন্দের ইচ্ছায় আকাল এলেই সব এসে ধন্না দেবে।

বলিতে বলিতে গোকুলের প্রবেশ।

গোকুল। আকালের কি কথা হচ্ছে নরহরি?

নরহরি। আরে গোকুল যে। এস,—এস ভায়া?

গোকুল। [বসিয়া] বড্ড হাঁফিয়ে গেছি ভায়া। ওরে বাবা বিশু, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকিনি।

বিশুর প্রস্থান।

আর বল কেন ভায়া। দিনকাল বড্ড খারাপ। এদিকে অজন্মা প্রজারা খাজনা দেবেনা। জমিদারের হুকুম যেমন করেই হোক খাজনা আদায় কর। ঘর বাড়ী উচ্ছন্ন করতে হয় তাই কর। কিন্তু কাজটা করতে হবে তো এই গোকুলেশ্বরকেই! যদি লাঠি সোটা মারে তো এই মাথাটাই তো ভাঙ্গবে।

নরহরি। কেন—কেন, হলো কি···হলো কি?

বিশু জল লইয়া আসিল। গোকুল তাহা পান করিয়া গেলাস বিশুর হাতে ফিরাইয়া দিল।

গোকুল। হ'লো কি! বল্লি হয়নি কি! ঐ যে সেহাবুদ্দি, ব্যাটা নষ্টগুড়ের খাজা। জমিদারকে গিয়ে লাগিয়েছে, প্রজারা খাজনা দেবে না। জমিদারও বল্লে, শুনবোনা ; খাজনা দিতেই হবে। সেও চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লে কিছুতেই খাজনা দেবো না। অমনি ঝাড়া হুকুম হলো, যেমন করেই হোক খাজনা আদায় কর।

নরহরি। ঐ ছোড়াটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দাওনা। ল্যাঠা চুকে যাক।

গোকুল। দেখো ভায়া কথাটা আমি ভাবছি বটে। চেষ্টাও করছি। তবে কি জান কেউ রাজী হয় না। দেখা যাক্ ভগবান মুখ রাখেন্ কিনা!

নরহরি। গোবিন্দ! [উদ্দেশে প্রণাম]

পরাণের প্রবেশ। সে গোকুল ও নরহরিকে আদাব জানাইল।

কি হে মণ্ডল নাকি? আজকাল যে দেখা পাওয়াই ভার।

পরাণ। অভাবের জন্যি বাবু কহন আসি কও। খালি ছুটাছুটি কৈরা ব্যাড়াই।

নরহরি। দিনপাত বোধ হয় ভালই চলে···না?

পরাণ। বাবু যে কি কয়। আমাগো আবার চলাচলি। আমাগো দিন যান এভ্ডা বচ্ছর। সে কি যাত্তি চায় বাবু। আইজ আমার কয়ডা ট্যাহা স্থাওনা বাবু।

নরহরি। টাকা! টাকার জন্য আসতে লজ্জা করেনা। যাও তোমাদের সেই ঋণ শালিসীই ঠেকা চালাবে। তোমরা জাত সাপের গুষ্টি কিনা, সময় আসলেই ছোবল মার। টাকা টুকা আর হবে না। ও আর মুখেও এনো না।

পরাণ। এমনি কি চাই বাবু!

পরাণ গহনা বাহির করিয়া নরহরির সামনে রাখিল।

এইডা রাইখ্যা আমারে কয়ডা ট্যাহা স্থাও।

নরহরি। বন্ধকী কারবার কিছু কিছু রেখেছি। তোমাদের মত গরীবের দুঃখ দেখলে প্রাণেও মায়া হয়। দেখ তো বিশু এর ওজনটা।

নরহরি বিশুর হাতে গহনা দিল। বিশু ওজন করিতে লাগিল।

দেখ, ভায়া গোকুল; আমি অসময়ে টাকা দিয়ে বাঁচাই অথচ এরা লোক চিন্‌লো না এই দুঃখ।

গোকুল। যার উপকার করবে—সেই তোমার সর্ব্বনাশ করবে।

বিশু। বারো আনি।

নরহরি। তা কুড়িটা টাকা দিয়ে দাও। কম দিয়ে আর কি হবে। অনেক দিনেব কারবার।

পরান। আর পাঁচটা ট্যাহা দিবে না বাবু?

নরহরি। যাও—যাও, আর আপত্তি করোনা। যা দিলাম তাই কপাল ঠুকে নিয়ে যাও। দেখ্‌চনা সোনার দর নেই।

বিশু পরাণের হাতে টাকা দিলে পরাণ তাহা গুনিয়া লইল।

পরাণ। বাবু সুদটা?

বিশু। সুদটা কত লিখে রাখবো?

পরাণ। তা ও আর কত দেবে। টাকায়—দু' আনাই ধর। বেশী তো আর নেওয়া যায়না।

পরাণ চলিয়া যাইতেছিল। গোকুল উঠিয়া পরাণকে ডাকিল।

গোকুল। পরাণ মণ্ডল।

পরাণ। [ফিরিয়া] কি বাবু?

গোকুল। বলি—চিনতেই পারছো না যে। এখনো চোরাশী টাকা খাজনা বাকী, মনে আছে?

পরাণ। তাকি মনে না থাইক্যা পারে বাবু। আমাগোরে দশাডা তো বাবু নিজের চোকেই দেখ্‌ছো। এ্যাক গোটা ধানও ঘরে তুলতি পাইরলাম না। এবারের বেচন ধান কিনতি এই টাহা কয়ডা নিলাম। খাজনা তোমার বাবু যেমনে পারি শোদ করমুই।

গোকুল। একটু এদিকে এস তো মণ্ডল।

গোকুল পরাণকে একটু দূরে লইয়া গেল।

তোমার সমস্ত খাজনা মাপ করতে পারি, যদি আমার একটা কাজ করতে পার।

পরাণ। কি কাম বাবু—কও। এট্টা ক্যান দশডা কাম তোমার করমু।

গোকুল। সেদিন সেহাবুদ্দিন কি বলেছে?

পরাণ। আমরা ক্যামনে বাঁচতি পারমু তাই কয়?

গোকুল। কিন্তু ঐ লোকটি শুধু লোকের সর্ব্বনাশ করে, তা জান?

পরাণ। অমন কতা কইয়োনা বাবু। ওর মতন ভাল মানুষ দ্যাশে আর কয়তা আছে? আমাগোরে কত উপকার করে। রাইতে রাইতে ছাওয়াল পড়ায়, ব্যামো হলি ওষুদ আনি দ্যায়। এ কেডা করে কও?

গোকুল। থামো, যা বলছি শোনো। ঐ সেহাবুদ্দিনকে যদি সড়কির ঘায়ে সাবাড় করতে পারো, তবে খাজনা দিতে হবেনা। যদি আরও কিছু চাও তো তাও পাবে।

পরাণ। আমি গরীব হতি পারি বাবু, কিন্তু লোবী নই। আলীহাসান সাহেব আমাগোরে জমিদার আর তুমি তার নায়েব! কিন্তু ঐ সেহাবুদ্দি আমাগোরে কেউ না। আমাগোরে উপুর দিয়া কত দুক্কু কত কষ্ট বয়া গ্যালো, তহন তো তোমরা কেউ আইসো নাই। এইতো গ্যালো বারের বাইশ্যার পানিতে ঘরদুয়ার ভাইস্যা গ্যালো সেদিন ঐ সেহাবুদ্দি ছাড়া, তোমাগোরে তো কাউকে চোকে পৈরলোনা। সেহাবুদ্দি কিছু না করতি পারুক চৈকের পানিতো মুছায়া দিছে। তার বিরুদ্ধে লাঠি আমি ধরতি পারমুনা বাবু।

প্রস্থান।

গোকুল। ওহ্! যাকেই বলি সেই বলে সেহাবের বিরুদ্ধে লাঠি ধরতে পারবেনা। যত সব শয়তান। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

নরহরি। কি হে গোকুল! পরাণকে কি বললে হে?

গোকুল। ব্যাটার স্পর্দ্ধা দেখ তো ভায়া। এত টাকা খাজনা বাকী এক পয়সাও ওয়াশীল নেই, তার কি ভীষন দর্প! বলে পারবেনা। কালই যখন ভিটেমাটী হতে ব্যাটা উচ্ছেদ হবি, তখন বুঝতে পারবি কেমন মজা।

নরহরি। আর বলোনা ভায়া, সবই সমান।

গোকুল। ছিঃ—তুমি কেন এদের সাহায্য কর ভায়া। তার চাইতে টাকাগুলো জলে ফেলে দিও।

নরহরি। সাহায্য কোথায় ভায়া—এ ব্যবসা।

গোকুল। আচ্ছা যাই—কমর প্রেসিডেন্টের সাথে আবার পরামর্শ করতে হবে। উচ্ছেদ ব্যাপারটা একসঙ্গে গিয়ে সারা দরকার, কি বল? এ্যা হা হা হা—আচ্ছা চলি।

প্রস্থান

নরহরি। গোবিন্দ! [উদ্দেশে প্রণাম] বিশু!

বিশু। আজ্ঞে।

নরহরি। এবারের কারবারটা ভালই হবে—কেমন?

বিশু। সোনায় দানায় ঘর ভরে যাবে।

নরহরি। [আহ্লাদে] সত্যিই বল্‌চো।

বিশু। আকাল এলো বলে!

নরহরি। তাই যদি হয় তবে সামনের মাস থেকে তোমার...... চার আনা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

বিশু। চার আনা! বাবুর যেমন দয়া, তেমনি আমরাও-কপাল!

কপালে করাঘাত করিল।

সপ্তম দৃশ্য

পরাণ মণ্ডলের বাড়ী। পরাণ সবেমাত্র মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল। গরু দুইটা বাধিয়া রাখিয়া দাওয়ায় বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহ গামছা দ্বারা বাতাস দিতেছে। সামছু বাটুল হাতে ঘর হইতে বাহিরে যাইতেছিল।

পরাণ। বাপে—গরু দুডোরে একমুট খ্যাড় দিয়া যা। আমি এ্যাল্লা জিরাই।

সামছু খড় লইয়া গরু দুইটাকে দিয়া আসিল।

সামছু। বাজান, একটা প্যান কিনা দাওনা। দ্যাহোনা এডা ছিড়্যা গ্যাছে।

পরাণ সামছুর মাথায় হাত বুলাইল।

পরাণ। হাতে টাহা কড়ি নাই বাজান, সময় আসলি এট্টা ক্যান দুইড্যা কিনা দিমু।

সামছু। কাইল যে ট্যাহা নিয়া আইল্যা আমি—আমি তা দেখছি—হুঁ।

পরাণ। ও টাহা বিচন ধান কিন্‌তি। ধান না বুন্‌লি খাবি কি?

সামছু মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্যাবল কুড়িডা ট্যাহা।

কি যেন মনে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

আঙ্গিনায় কমরউদ্দীনের প্রবেশ।

কমর। পরাণ মণ্ডল বাড়ী আছ?

পরাণ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরাণ। পেছিডেন! সামছু—ও সামছু—টুলডা দিয়া যা বাপে।

কমর। আমি বস্‌তে আসিনি। পাওনাটা দাও তো দেখি।

পরাণ। সে কতা তো আপনারে কইচি, কয়ডা দিন আমারে সময় দ্যান।

কমর। যথেষ্ট সময় দিয়েছি। আর হবেনা। জমিদারের খাজনা বাকী। কখন ভিটে মাটী হতে উচ্ছেদ হবে বলা যায় না।

পরাণ। কোত্তা থাইক্যা দেই—কও। তুমি দশ গাঁয়ের হাকিম। আইজ আমার অবস্তা দেইখ্যা যা তোমার বিচার হয়—কর। গয়না বন্ধক থুইয়া কুড়িডা টাহা আন্‌ছি—বিছন ধান কিনতি। এই ন্যাও—খোদায় দিন দিলে বাকীডা শোদ করমু।

কমর। কোথায় একশো আর কোথায় কুড়ি। আবার বুঝি মামলায় পড়তে চাও।

পরাণ। পেছিডেন! সেদিনের কতা ভুইল্যা গ্যাছো! ভাইব্যা ছাখো ছ্যাহোড়া যখন সবল ছিলো—তোমার জন্যে কিনা করছি। গহরআলীর মাতা ফাটাইছি, চরের জমি দখল কইর‍্যা দিছি—সব তোমারি জন্য। শ্যাষে মামলার খরচা বাবদ টাহার থাঁই তুল্ল্যা। যাক্ সে কতা ভাবিনা। কতা যহন দিছি তখন সোদ করমুই। যদি না মরি, বাকী ট্যাহা তুমি ঠিকই পাইবা।

কমর। ওহ—বড় বড় কথা শিখেছ। সমসের—গরু দুটো খুলে নে।

সমসের গরুর দড়ি খুলিতে লাগিল।

পরাণ। পেছিডেন—পেছিডেন। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতি চাও! আবাদ করার সম্বলডা তুমি কাইড়্যা নিওনা। রহম কর—রহম কর পেছিডেন।

কমর। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? যা, নিয়ে যা।

সমসের গরু লইয়া যাইতেই পরাণ গরুর দড়ি ধরিল।

পেছিডেন—পেছিডেন।

কমর। ছেড়ে দাও মণ্ডল!

পরাণ। তোমার পায়ে পড়ি পেছিডেন, গরু তুমি নিওনা।

সমসের পরাণ কে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া গরু লইয়া চলিয়া গেল।

আচ্ছা—এট্টা না হয় ন্যাও—ছাওয়ালের বকনাডা ফিরা ভাও। পেছিডেন তুমি রহম কর।

কমর। দয়া রহম আমার নেই।

পরাণ। রহম নাই! তুমি কি মানুষ না! তুমি কি পাখোর! গ্যালো সনের মড়কে হালের গরু মইর‍্যা গ্যালো। একখান ঘর বেইচ্যা ঐ গরু কিন্‌ছি। তাই তুমি নিয়া গ্যালা। তার চাইতে আমায় তুমি মাইর‍্যা ফ্যালাও। ঘরছাড়া পতের কাঙ্গাল কইরোনা পেছিডেন!

কমর। হা-হা-হা। মণ্ডল, ভালই হ'ল। দেনাটা শোধ হ'ল। দায়ে পড়ে থাকলে হাসরে আবার হিসেব দিতে হ'ত—রেহাই পেলে।

প্রস্থান।

সামছুর প্রবেশ।

সামছু। বাজান—বাজান। আমার ধলাডা কারা যান ধইর‍্যা নিয়া গ্যালো, তুমি শিগ্‌গীর যাও।

পরাণ। নিয়া গ্যালো। যাইক বাজান। আজরাইলেরও দেলে রহম আছে কিন্তু ওদের দেলে তা নাই। তুই সবুর কর। খুউব ভালো দেইখ্যা—এট্টা বক্‌না আবার কিনা দিমু। তুই কান্দিস্‌ না—সবুর কর!

দূরে বহু লোক জনের কোলাহল শোনা গেল।

অতো গোলমাল কিসের বাপে।

সামছু। ও পাড়ায় জমিদারের লোক আইছে। ফকির চাচার ঘর ভাইঙ্গ্যা নিল।

পরাণ। ক্যানে—ক্যানে?

নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে। এইডা পরাণ মণ্ডলের বাড়ী।

গোকুলের প্রবেশ।

গোকুল। এই যে মণ্ডল। খাজনাটা ফেল।

পরাণ। কইছি ত টাহা নাই।

গোকুল। তার আমি কি জানি।

পরাণ। তা তুমি জাইনবা ক্যান।

গোকুল। ভাল কথা তো তোমার কানে লাগে না।

পরাণ। অন্যায় কাম আমি করতি পারমুনা।

গোকুল। বেশ তো খাজনা দাও, ল্যাঠা চুকে যাক্।

পরাণ। কিন্তু দিমু কোন থাইক্যা, গরু দুইডা পেছেডেন নিয়া গ্যালো। তুমি আমারে সময় ছ্যাও বাবু।

গোকুল। থাক্ থাক্—সময়! রাম সিং, বাহাদুর! ঐ চালের টিনগুলো খুলে নাও।

পরাণ। বাবু—তুমি কর কি! কর কি!

গোকুল। কেন খাজনা শোধ হচ্ছে।

পরাণ। জোর কইর‍্যা ভাইঙ্গ্যা নিবা। সামছু—সামছু, আমার লাঠি গাছ—লাঠি গাছ নিয়া আয়। যতই সয়া যাই ততই জোর পাইছে। দেহি লাঠিয়াল পরাণ মণ্ডল আবার লাঠি ধৈরতে পারে কিনা।

সামছু ঘর হইতে লাঠি আনিয়া পরাণের হাতে দিল।

আয় সামনে কে আসবি আয়।

রাম সিং। এই বুড্ঢা হট্ যাও।

পরাণ। হেঁই (হাঁক দিয়া লাঠি মারিল) ইয়া আলী।

রাম সিং ও বাহাদুর পরাণের সে আঘাতে পড়িয়া গেল। হঠাৎ পশ্চাৎদিক হইতে অন্য একজন পরাণের মাথায় লাঠি মারিলে পরাণ আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। সামছু 'বাজান' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

পরাণ। আল্লাহ্!

সামছু। বাজান—বাজান! [কাঁদিতে লাগিল]

লোকজন ঘর ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরাণ সামছুর সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল।

পরাণ। [ঘর ভাঙ্গার শব্দ আর সেইসাথে] আহ্! আহ! আল্লাহ! তুমি না মালেক—বিচারের হাকিম! এই কি তোমার বিচার। যারা রক্ত চুইষ্যা খায় তাগোরেই পেয়ার কর।

সামছু। বাজান!

পরাণ। নাহ্! তোমার বিচার নাই—তোমারও রহম নাই! তুমিও পাখোর—তুমিও পাথোর!

পরাণ মাথা চাপড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলী আহসানের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ। সামনে গেট। গেটের সঙ্গে লেখা রহিয়াছে 'আলী আহসান এম, এল, এ'। মাধব পথ দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

ভাগে আইলোরে আকাল।
সাবধান ওরে জীবন মাঝি
শক্ত কৈরে ধরিস্ হাল।
পুত্র বলে মা জননী,
জীবন আমার যায় এখুনি গো
বৌয়ের গলায় দড়ি দেইখে
স্বামী ফেলায় চোখের জল।
রাস্তা ঘাটে মরার মাথা
শিয়ালে শকুনে গাঁতারে—
হায় নিদারুণ ও বিধাতা
এই কি জীবের কর্ম্মফল।
আইলো আকাল আইলো বন্যা
ফেলে পলায় পুত্র কন্যা গো—
জীবন বাঁচান দায়রে এখন
এমনি যে পোড়া কপাল।
মাঠের সোনা ধানের তরে
তারাই আজি পথে মরে রে
ভিখারী মাধবের তরে
সহায় মাধব চিরকাল।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

গেটের সামনে নিদান, যতীন, হাতেম ও বহু অভাব গ্রস্থ লোক আর্দা. সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এবং নিজেদের মধ্যে নানা প্রকা. আলাপ করিতেছে।

রিয়াজ। সাপ্লাই অফিসের হাতে ধান চাইল দেওয়ার ব্যবস্থা না কৈর‍্যা নেতাদের হাতে বিলির ব্যবস্তা কৈর‍্যা গবরমেণ্টো ভালই কৈরছে কি কন মোলবী সাব।

নিদান। যতসব নালায়েক বেতমিজ! সাপ্লাই অফিস, ওতো ইয়ানে চোরের পাঠশালা। ওদের জাহান্নামেরও ভয় নাই। গরীবের হক্ মাইর‍্যা খাইতে ওদ্দের দেল এল্ল্যাও কাঁপেনা। তার চায়া এই মোতাবেক সহিহ্ হৈছে। আমার তো বাবাজী বিবিজানদিগকে শরিয়ত বরখেলাপী চালাইতে হৈত্যাছে—ইয়ানে পরনের কাপড় নাই।

রিয়াজ। মৌলবী সায়েবের তো আর এড্যা নয়?

নিদান। হ্যাঁ বাবাজী! চার চাইরড্যা বিবি আমার ঘাড়ে।

রিয়াজ। ওটা ভাল হয় নাই মোলবী সাব। কন্ট্রোলের যুগে ওটাও কন্ট্রোল রেটে হওয়াই উচিৎ ছিলো।

নিদান। ইয়ানে কেতাবমে ফরমায়া, আমাদের জন্য ওটা বেসক জায়েজাত্ত।

যতীন। এহনো খবর আইসেনা ক্যানো!

সকলে। ও ও ও—কালু মিয়া।

কালুর প্রবেশ।

কালু। আপনারা এত চীৎকার করছেন কেন? এটা সাহেবের বাড়ী। হল্লা করবেন না।

যতীন। সাহেবরে আইস্তে কও।

কালু। থাম। বলেছিতো চাল সব ফুরিয়ে গেছে। যান্ যান দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভিড় পাতলা করুন—ভিড় পাতলা করুন।

প্রস্থান।

যতীন। ক্যামন হৈলো মোল্‌বী সাব।

নিদান। তখন হুজুগে পইর‍্যা পীর সায়েবের কতামত ইয়ানে—এই কলাগাছকে ভোট দিতে জরুরাত হৈছিলো।

যতীন। কিন্তু এডা জাইত কলাও নয়, এহেবারে অজাত।

নিদান। কেয়ামতে এর এনসাফ্‌ হোবো। ইয়ানে আল্লারে তো আর ফাঁকি দিতে পাইরবোনা।

রিয়াজ। মৌল্‌বী সাব এরা আল্লারেও ফাঁকি দ্যায়। হুনছি কোরাণ মাতায় নিয়া কছম কৈরা আবার তা ফস্‌ কৈর‍্যা না করে।

নিদান। ইস্—আমি দিব্বি দেইখ্যাছি—ইয়ানে ঐ হাবিয়া দোজোখ ঐ হাবিয়া দোজোখ—হুঁ।

বিশুর প্রবেশ

বিশু। আপনারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে কি পেলেন?

যতীন। কিছুই না, খালি হাতে ফির‍্যা যাইত্যাছি।

বিশু। আমি ধান চাউল দিতে পারি তবে চেষ্টা করে নিতে হবে, পারবেন?

সকলে। খুউব পারমু—কোনে?

বিশু। ভুতমল বাবুর গুদামের তালা ভেঙ্গে লুট করতে পারবেন?

সকলে মাথা নীচু করিল।

জানি পারবেন না। তাহলে এবার থেকে লাইন ধরে মরতে শিখুন।

প্রস্থান।

নিদান। কেতাব মে ফরমায়া, যে কাইড়্যা খাওয়া হারাম।

পিক্‌ ফেলিয়া প্রস্থান।

রিয়াজ। ঐ কেতাব নিয়েই থাকা লাইগবো মোলবীসাব।

সকলের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

সদর গেটে অন্দর হইতে আলী ও গোকুলকে দেখা গেল।

আলী। যান্ তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে আমাকে খবর দেবেন।

গোকুল। সে জন্যে ভাববেন না হুজুর। পুলিশ দিয়ে সেহাবুদ্দিকে ধরিয়ে দিয়ে তবে আসবো।

আলী। আঃ—আস্তে।

গোকুল। এ্যা—হে-হে-হে—আস্তে।

আলী। তাড়াতাড়ি যান। খবর পেলাম দলবল নিয়ে আবার আমার কাছেই আসছে। ঐ একটাকেই সরাতে পারলেই সব চাষারা ঠাণ্ডা হবে

গোকুল। সে ভাবতে হবে না হুজুর, ভাবতে হবেনা। এ পাকা হাতের কাজ। এইতো থানা—যাব আর আসবো।

প্রস্থান।

আলী গেট বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। দুই একজন পথচারী পার হইয়া গেল। পরাণ ও সামছুর প্রবেশ। অনাহারক্লিষ্ট পরাণ অবসন্নতায় বসিয়া পড়িল। সামছু উঁকি মারিয়া ভিতরে কি যেন দেখিল। ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া ঢুকিতে পারিল না। সহসা ড্রেনের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। তারপর সেইপথে ফিরিয়া আসিল হাতে ভাতের থালা

সামছু। [চাপা গলায়] বাজান—বাজান, ঐ হোতায় বাসার মৈদ্দে এই ভাত কয়ডা পৈড়্যা আছিলো—আমি নিয়া আইল্যাম।

পরাণ। ভাত! ভাত! এ্যাতো ভাত! আয় বইস্যা খায়া নেই।

উভয়ে বসিয়া খাইতে লাগিল।

কালুর প্রবেশ।

কালু। এইয়ো শালার চোরেরা। ভাত চুরি করে খাওয়া হচ্ছে! শালারা চুরি করবার জায়গা পাওনি।

কালু সামছুর গালে একটা চড় মারিল। সদ্য মুখে দেওয়া ভাত ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল।

পরাণ। ওকে মাইরোনা বাবা! আইজ তিনদিন ওর প্যাটে দানা পানি পড়ে নাই। তোমার ভাত তুমি ফিরা ন্যাও। তোমার পায়ে পড়ি বাবা। ওকে মাইরোনা।

গেটে আলীর প্রবেশ।

। কিরে, কি হয়েছে? এত চেঁচামেচী কিসের?

কালু। কুকুরটার জন্য ভাত রেখেছি, শালারা কোথাদিয়ে ভেতরে ঢুকে চুরি করে এনে বসে বসে খাচ্ছে। শালাদের পুলিশে দিয়ে দেই।

আলী। যতসব চোর বদমায়েস এসে জুটেছে। এদের জ্বালায় রাস্তাঘাটে চলাই দায়। বেশ ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দে। পুলিশে দিয়ে আর কি হবে। ভেতরে নিয়ে আয়।

আলী গেট খুলিয়া দিল। কালু সামছুকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

। বেশ করে পিটে ছেড়ে দে।

কালু। [ইতঃস্তত করিয়া] হুজুর!

আলী। নিয়ে আয়।

কালু। আচ্ছা।

কালু সামছুকে হেঁচরাইয়া অন্তঃরালে লইয়া গিয়া মারিতে লাগিল। সামছু 'বাজান' 'বাজান' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পরাণ 'সামছু সামছু' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সহসা আলীর পদতলে পড়িয়া গেল।

পরাণ। ও কে মাইরোনা বাবা ও কে মাইরোনা। সামছু—সামছু। তোমার পায়ে পড়ি ওরে ছাইড়্যা দ্যাও ছাইড়্যা দ্যাও।

আলী পরাণকে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া দিল।

হাসিনার প্রবেশ।

হাছিনা। কি হয়েছে আব্বা!

আলী। কাজ করে খেতে পারোনা। চুরি করতে আস। যত সব চোর বদ্‌মায়েস!

হাসিনা আলীকে বাধা দিতে লাগিল। কালু সামছুকে হেঁচ্‌রাইয়া গেটের বাহিরে আনিতেই হাছিনা সামছুকে ধরিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

হাসিনা। ওহ!

পরাণ। সামছু—সামছু।

মূর্চ্ছিত ও রক্তাক্ত সামছুকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। জনতা আসিয়া ভিড় করিল। ভিড় ঠেলিয়া সেহাবের প্রবেশ।

সেহাব। কি হলো। ইস্! কে মারলে এমন করে! ও—আপনি! জন-দরদী আলী আহসান সাহেব।

আলী সেহাবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

আলী। কালু লোকজন সব ভাগিয়ে দে।

কালু। তোমরা সব ভাগো। নইলে হুজুর পুলিশ ডাকবে।

পুলিশের ভয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল। সামছুর দুইপাশে হাছিনা ও সেহাব। হাছিনা অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া সেহাবের দিকে চাহিল।

সেহাব। একে মারলেন কেন? কি অধিকার আছে আপনার?

আলী। Shut up রাস্কেল। বড্ড বেড়ে গেছো—না?

সেহাব। বাড়ার প্রশ্ন নয়। একটা ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে মারবার অধিকার কে আপনাকে দিলে?

আলী। Will you stop? না পুলিশ ডাকতে হবে?

সেহাব। পুলিশ।

পুলিশ ও একজন দারোগা সহ গোকুলের প্রবেশ। আলীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আলী চোখের ইসারায় সেহাবকে দেখাইয়া দিল।

দারোগা। Are you shehab uddin?

সেহাব। প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন!

দারোগা। Sorry—আপনাকে থানায় যেতে হবে।

সেহাব। থানায়! আমার অপরাধ?

দারোগা। আলী সাহেবের প্রজাদের প্রথমতঃ বিদ্রোহী করেছেন দ্বিতীয়তঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করে শান্তিভঙ্গ করেছেন।

সেহাব। বটে! হু-হু-হু চমৎকার! o. c. সাহেব একটু অপেক্ষা করুন! এই ছেলেটাকে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দারোগা। Excuse me—একাজে অন্য লোক আছে,—চলুন।

সেহাব। না—না o. c. সাহেব, আপনি বুঝতে পারছেন না।

হাছিনা। সেহাব! তুমি চিন্তা করোনা; তোমার কাজের ার আমি নিচ্ছি।

সেহাব। হাসিনা! তুমি!

হাছিনা। হ্যাঁ আমি। এতদিন যে তোমাকে ভুল বুঝেছি, আজ তা বুঝতে পারলাম। সত্যিই সেহাব জীবনের বুনিয়াদ ভেঙ্গে গেছে।

সেহাব। ধন্যবাদ হাসিনা। না, আজ ধন্যবাদে তোমাকে ছোট করবোনা। তবে এ সংগ্রাম চলুলে আমি খুসী হবো। পরাণ চাচা! তোমাকে কি বলবো, আচ্ছা চলি।

পরাণ। সেহাবুদ্দি! বাপে, আমার সামছু···

পরাণ কাঁদিতে লাগিল। দারোগা ও পুলিশ সেহাবকে লইয়া চলিয়া গেল। হাছিনা সামছুর দেহ তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

আমার সামছুরে কোনে নিয়া যাও মা?

হাসিনা। নিরন্ন হাঁসপাতালে।

আলী। কোথায় যাচ্ছ?

হাসিনা আলীর দিকে কঠোরভাবে চাহিয়া চলিয়া গেল।

পরাণ। নও মা, আমিও যামু আমিও যামু!

পরাণ হাসিনাকে অনুসরণ করিল। আলী হাসিনার গন্তব্য পথে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলী আহসানের কক্ষ। কমরউদ্দীন ভূতমল বসিয়া রহিয়াছে।
কমরের হাতে একটী হিসাবের খাতা।

কমর। আলী সাহেবের হিস্যায় তো বিশ হাজার পড়েছে দেখছি। নজরানাটা এনেছেন ?

ভূত। চিন্তা না করিয়ে কমর ভাইয়া, সেটো হামি আনিয়াছি।

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া দেখাইল।

কমর। ইস্ ! শেঠজীর কড়কড়ে টাকা পরের পকেটে যাচ্ছে। দুঃখ হচ্ছেনা শেঠজী ?

ভূত। আরে নেহি নেহি ভাইয়া। ইয়ে হইতেছে বেব্সা। বেব্সায় হিস্যা দিতে হোয়। বিশ দেনেছে পচাশ আসবে। হামি মাড়োয়ার কা আদমী। বচপন ছে এহি বেব্সার বাত হামি শিখিয়ে নিলাম। তোম লোক বাঙ্গালী, তোমহারা দিল্ ছোটা আছে—হ-হ-হ-হ।

কমর। শেঠজী, তা নয়। আমার ছোট ব্যবসা। লাভের টাকার ভাগ দিতে কষ্ট হয়।

ভূত। এ্যায়ছা কাম না করিয়ে ভাইয়া। হুজুর গোস্বা হইলে তোমহারা কুইনাইন আওর কাপড়াকা ব্যবসা বরবাদ হোবে।

কমর। সেইতো হয়েছে মুস্কিল। এ জোঁক যে বড় কড়া জোঁক কিছুতেই ছাড়বেনা। না ছাড়তে পারি, না রাখতে পারি।

ভূত। আলবৎ রাখতে হোবে। আলী সায়ের কা বাগায়ের ফাটক জানা হোগা।

কমর। সেই জন্যই তো চুপ করে আছি। দেখি এবার চালের ডিলটা কেমন হয়।

ভূত। আচ্ছাই হোগা, মগর—

কমর। ওইতো হলো আসল কথা শেঠজী। গভরমেণ্ট যদি দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষনা করে তবে আর ব্ল্যাক করতে হবে না।

ভূত। সেইঠো হুজুরকে ভাল করিয়ে সমঝাইয়া দিতে হোবে।

কমর। বলেছি। আর চেষ্টাও করেছেন আলী সাহেব খুব।

ভূত। দেখো ভগবান কি করে।

আলীর প্রবেশ।

হাতে খবরের কাগজ। সকলের অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন।

আলী। শেঠজী, জবর খোশ খবর! আপনার সেই পাঁচ'শ মন ধান, যা সেদিন দান করলেন—কাগজে উঠেছে। হু-হু-হু—লাভও করলেন নামও কিনলেন।

ভূত। আপ্ কা মেহের বাণী।

আলী। মেহের বাণী। হা-হা-হা!

ভূত। ইয়ে আপকা নজরানা।

একটি কাগজের মোড়ক সামনে রাখিল।

আলী। কত?

ভূত। বিশ হাজার।

আলী। ঠিক আছে।

ভূত। গিনিয়ে নিন।

আলী। আরে না—না, শেঠজীর টাকা কম হয় না সে আমি জানি। হ্যাঁ কমর সাহেব বড্ড চুপচাপ যে!...

কমর। না, ভাবছি আমার চালের ডিলটা—

আলী। ঠিক আছে এক কাজ করুন.....আজ রাত্রে পাচার করতে পারেন?

অমর। সবই প্রস্তুত, তবে পুলিশের দিকটা—

আলী। সে আমি ঠিক করে রাখবো।

কমর। তা হলেই ভরসা পাই। হেঁ-হেঁ-হেঁ—আলী সাহেব না থাকলে কি যে হ'তো, কি বলেন শেঠজী ?

ভূত। জরুর—জরুর।

কমর। আচ্ছা আলী সাহেব, দুঃভিক্ষ এলাকা ঘোষণার কি হ'লো ?

আলী। দেখুন, চেষ্টা আমি করছি। উপর ওয়ালাদের সাথে এ নিয়ে আমাদের অনেক ডিস্‌কাসন হয়েছে—বুঝলেন। দুর্ভিক্ষ এলাকা গভরমেণ্ট ঘোষনা করতে চান না। তাতে অনেক অসুবিধা। সমস্ত জনসাধারনের লালন পালনের ভার গভরমেণ্টের ঘাড়ে চাপে। ও সব কিচ্ছু হবেনা। দুঃভিক্ষে কিছু লোক মরে গিয়ে দেশটাও পাতলা হবে, সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে।

ভূত। ইয়ে আস্‌লি খোশ খবর।

কমর। একটা কাজের কাজ করেছেন।

আলী। তাই নাকি ! হা-হা-হা......

কমর। কিন্তু পুলিশের লোকেরা...

আলী। আহা বোঝেন না কেন ; তাদেরও টাকার দরকার। কিছু দিয়ে দেবেন। আমি আর সব ব্যবস্থা করে রাখবো।

ভূত। ইয়ে কাম সহি—বিলকুল সহি। কমর ভাঁইয়া ; ইয়ে খোশ খবরি মে থোড়া স্ফুর্ত্তিকা এস্তেজাম করিলে ক্যায়ছা হোয়।

কমর। এইতো শেঠজীর মাথা খুলেছে।

আলী। Good proposal. কালকেই করুন।

ভূত। কিন্তু হোবে কোতায় ?

আলী। কেন—এখানেই ! আমি ম্যানেজ করবো।

ভূত। ঠিক হ্যায়—ঠিক হ্যায়। আচ্ছা আজ তা হলে উঠা করছি।

আলী। আচ্ছা আসুন।

কমর ও ভূতমল উঠিয়া দাঁড়াইল

কমর। আদাব।

আলী। আদাব।

ভূত। রাম—রাম!

আলী। [হাসিয়া] রাম—রাম।

কমর ও ভূতমলের প্রস্থান।

কালু!

কালুর প্রবেশ।

কালু। হুজুর।

আলী। নিয়ে আয়।

কালু মদের বোতল, গেলাস ও সোডা লইয়া আসিল।

ঢাল্।

গেলাসে কালু মদ ঢালিল। আলী তাহা পান করিল।

আরো ঢাল্!

কালু ঢালিল। সেটুকু পান করিয়া আলী নিজেই বোতল লইয়া ঢলিতে লাগিল ও খাইতে লাগিল এবং কথা বলিতে লাগিল।

কালু!

কালু। হুজুর!

আলী। একটা বাইজী যোগাড় করতে পারিস্?

কালু। হুজুর,—বাইজী?

আলী। [আমেজের সঙ্গে] হ্যাঁ—হ্যাঁ বাইজী। শুন্‌তে পাস্‌নে।

কালু। পাই হুজুর।

আলী। পাস্? আচ্ছা তবে যোগাড় কর। বেশ নাচ্‌তে গাইতে পারে—এঁ্যা।

কালু। হ্যাঁ হুজুর।

আলী। এই তো চাই—সাবাস্। কালকেই চাই, বুঝলি।

কালু। তাই হবে হুজুর।

আলী। কোথায় পাবি ?

কালু কি যেন ভাবিতে লাগিল। আলী তেমনি মদ খাইয়াই চলিয়াছে। কালু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কালু। তরুই সই।

আলী। কি হলো ? কিসের সই হে ?

কালু। না হুজুর পেয়েছি। মানে—আমার একজন জানা শোনা—মানে খুব আপনার……

আলী। আপনার !

কালু। না হুজুর, মানে খুব চেনা শোনা আছে।

আলী। তুই এখন যা—সব ঠিক করে রাখিস্—কাল রাত্রে।

কালুর প্রস্থান।

মদ শুধু মদ ! হেঁ-হেঁ-হেঁ—এর সাথে আরও একটা কিছু চাই।

মদ পান করিল। হাছিনার প্রবেশ। গায়ে সামছুর রক্ত লাগিয়া আছে। হাছিনা দেখিল। ঘৃণার আভাষ তার চোখ মুখে ফুটিয়া উঠিল।

হাছিনা। আব্বা ! একি তুমি মদ খাচ্ছো !

আলী। এই একটু। সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। খেলে শরীরের ম্যাজ ম্যাজানিটা কমে।

হাছিনা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি এতদুর নেমে গেছো।

হাছিনা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আলী। হাসু—শোন্ ! হা-হা-হা……

আলী মদের পাত্রগুলি তুলিয়া আলমারীতে রাখিয়া আলমারী বন্ধ করিল। পরে একটী পাত্র হইতে এলাচ প্রভৃতি মশলা মুখে দিল। এমন সময় তাজমুলের প্রবেশ।

Hallow Tajmul, কেমন আছো ? বসো।

তাজ। বস্‌তে আসিনি।

আলী। উঁ—*Then what ?*

তাজ। রিলিফের টাকার কি হলো জানতে এলাম।

আলী। রিলিফের টাকা! ও আর আদায় হয় না। লোকে টাকা দেবেই বা কোথেকে। গোকুল বাবু শুধু রসিদ বই ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ধরো—

তাজ। যাক্, আমার ইউনিয়ন হ'তে পাঁচ হাজার টাকা কমর উদ্দীন তুলে দিয়েছেন তার কি হলো?

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হাসিনা প্রবেশ করিতেই তাজমুলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আড়ালে দাঁড়াইল।

আলী। How Silly সে কবে খরচা হয়ে গেছে!

তাজ। কিসে খরচা হল?

আলী। আমি বলছি খরচা হয়েছে।

তাজ। না, খরচ হয়নি।

আলী। What do you mean?

তাজ। সব টাকা আপনি আত্মসাৎ করেছেন।

আলী। তাজমুল! This inpartinance, অসহ্য!

হাসিনা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।

হাছিনা। বেশ তো, বলোই না কিসে খরচ করেছো।

আলী। হাসিনা—তুমিও!

হাসিনা। হ্যাঁ আমিও। বলো, কিসে খরচ করেছো?

আলী। তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।

তাজ। কৈফিয়ৎ থাকলে তো দেবেন।

আলী। Shut up fool.

হাসিনা। ও না হয় চুপ করলো। বলো, কেন তুমি রিপোর্ট দিয়েছো, যে এখানে দুঃভিক্ষ হয়নি।

আলী। বেশ করেছি; আমার খুসী আমি দিয়েছি।

হাসিনা। বেশ—চলো তাজমুল, ঝগড়া করে লাভ নেই। আমাদের অনেক কাজ বাকী।

তাজমুলকে লইয়া হাসিনা প্রস্থানোদ্যত।

আলী। হাসিনা!

হাসিনা ও তাজমুল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় যাচ্ছ?

হাসিনা। বাইরে।

আলী। কেন?

হাসিনা। কাজ আছে।

আলী। বাইরে তোমার কি কাজ?

হাসিনা। রিলিফ সেণ্টারে যেতে হবে—লঙ্গরখানায় যেতে হবে নিরন্ন হাসপাতালে যেতে হবে···

আলী। না, তুমি যেতে পাবে না।

হাসিনা। কেন?

আলী। আমি তোমার বাপ, তোমাকে যেতে দেবোনা।

হাসিনা। ও—এই কথা। কিন্তু আমি যাবো।

আলী। What? সেহাব কে জেলে দিয়েছি, দরকার হলে তোমাদেরও পাঠাবো। মেয়ে বলে ক্ষমা করবোনা।

তাজ। সেই জন্যেই ত আমাদের যেতে হবে। সেহাব জেলে গেছে সেই সাথে আমাদের চোখও গেছে খুলে।

হাসিনা। তোমার রক্ত চক্ষুকে আর ভয় করিনা। তুমি আমার আব্বা। তোমাকে ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি; কিন্তু ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে।

আলী। বেশ—যাও, বাধা দেবো না। But the door closed for ever. ফিরে আসতে তুমি পাবে না।

হাসিনা। এক'শো বার আসবো। প্রয়োজন হলেই আসবো।

আলী। No, it is closed for good.

হাসিনা। আসবো আমার খুসী। আমার বাড়ীতে আমি ফিরে আসবো আবার ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে যাবো। চলো তাজমুল। অনেক দেরী হয়ে গেল।

আলী। [অনুযোগ কণ্ঠে] তাজমুল! ওকে নিয়ে যেয়ো না।

তাজ। আচ্ছা চলি, আবার আসবো।

উভয়ের প্রস্থান।

আলী। অসহ্য! অসহ্য!!

পায়চারী করিয়া আলমারী হইতে পুনরায় মদের বোতল বাহির করিয়া খাইতে লাগিল। মদ খাইতে খাইতে সে বলিতে লাগিল।

না, কেউ নেই—Only you dear wine. হাসিনা, হাসু! তুই কি বুঝবি—ওহ্, কতবড় আঘাত দিয়ে গেলি। [মদ্যপান] তুই মেয়ে তাই বুঝলিনে। কিন্তু আমি বাপ্ [রুদ্ধকণ্ঠে] না ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মদের গেলাস হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"মন-মোহিনী দ্রাক্ষালতা
আত্মাকে মোর জড়িয়ে আছে
অসাধু কোন—"

হোচট খাইয়া একটা সোফার উপর পড়িয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

আলী আহসানের কক্ষ। নাচগানের জন্ত ফরাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
কালু ও তরুর প্রবেশ। উৎসবের উপযোগী সাজে তরু সজ্জিতা।

কালু। খবদ্দার! যা বলেছি—ভুলিস্‌নে যেন!

তরু। স্তাও—অতো শেখাতে হবেনা

কালু। না একটু শিখিয়ে রাখা ভাল। হ্যাঁ, শোন্—তুই যে আমার বউ একথা সাহেব জানে না। সকলের সামনে তোকে বেশ সম্মান করে কথা বলবো, বুঝলি? দেমাগে যেন ফুলিস্‌নে।

তরু। কেন? [হাসিয়া] তোমার কি ভয় করছে?

কালু। ভয়! ছ্যাঃ—কিসের ভয়।

তরু। ওগো আমার কিন্তু ভয় করছে।

কালু। ভয়! নারে তরু, ভয় লজ্জা কিছুই নয়—আসল কথা এই পেট। সুখের দিনে লজ্জা ভয় আসতে পারে, কিন্তু দুঃখের দিনে ও কিছুই নয়। মনকে ঠিক কর। সাহেবরা সব এখুনি আসবে। তুই চুপ করে বসে থাক। আমি সাহেবকে খবর দেই।

কালু চলিয়া যাইতেই আবার ফিরিল।

দেঁখিস্, বাগুন ব্যাচা মুখ করে থাকিস্‌নে যেন।

তরু। নেক্‌চার রেখে এখন যাও।

তরু হি হি করিয়া হাসিয়া সহসা হস্ত দ্বারা মুখ চাপিয়া হাসি বন্ধ করিল। কালু চলিয়া গেলে তরু উঠিয়া এটা ওটা দেখিতে লাগিল। পরে আলী ও কালুর প্রবেশ।

আলী। কই, [তরুকে দেখিয়া] ও—তুমি বুঝি?

তরু। নমস্কার!

আলী। কি নাম তোমার?

তরু। সরসী।

আলী। চমৎকার নাম। বেশ [ফরাসে বসিয়া] বসো!

তরু বসিল।

কালু! ও ঘরে প্রেসিডেণ্ট আর ভূতমলজী আছেন—ডাক।

কালুর প্রস্থান

তারপর সরসী, তুমি নাচতে পার?

তরু। পারি।

আলী। গাইতে পার?

তরু। পারি।

আলী। আর কি পার?

তরু। [হাসিয়া] কি আপনার চাই?

আলী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুর প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিল। কালুর সঙ্গে কমর ও ভূতমলের প্রবেশ।

আলী। আসুন।

ভূত। রাম রাম।

আলী। ইনি ভূতমল শেঠ। [কমরকে দেখাইয়া] আর ইনি হলেন, দিষলকান্দির প্রেসিডেণ্ট কমর উদ্দীন সাহেব।

পরিচয়ের সময় সরসীর সাথে নমস্কার বিনিময়। সকলের উপবেশন।

ভূত। তা হলে সুরু হোক হুজুর!

তরু। কি হবে?

ভূত। একটা—একটা...

কমর। একটা নাচ হোক আগে। কি বলেন আলীসাহেব?

ভূত। হাঁ হাঁ, হামি নাচনাই দেখবে।

আলী। বেশ তাই হোক।

তরু। কালু মিয়া। তবলচী ও হারমনিয়ম ওয়ালা বাইরে আছে, তাদের ডাকো।

আলী। কালু [ইঙ্গিতে কিছু আনিতে বলিল]

কালুর প্রস্থান। তবলচি ও হারমোনিয়ম ওয়ালার প্রবেশ। সকলে ঠিকঠাক হইয়া বসিল। কালু মদের সরঞ্জাম সহ প্রবেশ করিল। আলী গেলাসে মদ ঢালিল।

সরসী—চলবে ?

তরু। মাপ করবেন আমি খাইনা।

ভূত। হো-হো-হো জবর খরচা বাঁচিয়ে গেছে বিবিজান।

আলী। এদের সকলকে দে ?

কালু কমরকে গেলাস দিল। কমর গেলাস লইয়া ভূতমলের দিকে আগাইয়া দিল।

ভূতমল। রাম, রাম—নেহি নেহি কালু মিয়া, ও হামি—

আলী। হোক—হোক, ভূতমলজী আমোদে নিয়ম নাস্তি। এখানে আর কেউ ত দেখছে না।

ভূত। হাঁ হাঁ হুজুর যখন কহিতেছেন—

ভূতমলের অনভ্যস্ত হাতে হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিতে মদ্যপান।

আলী। এই তো ফাঁড়া কেটে গেলো।

ভূত। হুজুর ! চালের চালানটা কালকেই করতে হোবে।

আলী। হবে শেঠজী, এখন নাচ দেখুন।

তরু উঠিয়া নাচিতে লাগিল। কালু সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল।

কমর। বাহবা—বাহবা।

ভূত। সার্সী বিবি—হাম্‌কো মস্তান করিয়ে দিলো।

তরু নাচ থামাইল। সকলে নেশায় মাঝে মাঝে ঝুঁকিতেছে।

কমর। চলুক—চলুক।

ভূত। একঠো গাহনা গাও—সার্সী বিবি।

কমর। চলুক—চলুক।

আলী। বেশ, গানই একটা হোক তোমার সুধা কণ্ঠের সুন্দরী।

কালু। এই নাচের পর আবার গান! জিরিয়ে না নিলে…

কমর। জুড়িয়ে যাবে।

কালুর ইঙ্গিতে তরু মদের পাত্র লইয়া আলীর মুখে ধরিল।

তরু। [কটাক্ষ হানিয়া] গান কি এখন জমবে ?

আলী একহাতে পাত্র ধরিল। অন্য হাতে তরুর হাত ধরিল।

আলী। নিশ্চয় জমবে পিয়ারি।

কালু একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তরু কালুর দিকে চাহিল। তরু আলীর হাতের আঙুলের হীরার আংটীর পানে চাহিয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

আলী। ও—বুঝেছি!

আলী আংটী খুলিয়া তরুর হাতে পরাইয়া দিল।

এইবার গান জমবে ? উঁ—হুঁ-হুঁ-হুঁ…

ভূত। [পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া] লিজিয়ে হামারা নজরানা—সার্সী বিবি।

তরুর দিকে ছুড়িয়া দিল। তরু হাসিতে লাগিল।

কালু। [পাত্রে মদ ঢালিয়া] আওর একপাত্র লিজিয়ে শেঠজী।

তরু টাকা কালুর হাতে দিয়া মদের পাত্র লইয়া ভূতমলের মুখের কাছে ধরিল। ভূতমল খুশীতে তাহা পান করিল।

ভূত। অমৃৎ—অমৃৎ—

কমর প্রমত্ত অবস্থায় লক্ষ্য করিতেছিল। সেও পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তরুর দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

কমর আমারো নজরানা—স—স—র—সী!

তরু মদের পাত্র কমরের হাতে দিল। কমর পাত্র হাতে লইল।

শরাবন তহুরা।

মুখে তুলিয়া দিতেই হাত কাঁপিয়া পাত্রটী পড়িয়া গেল।

আলী। এইবার গান শুরু হোক। বি—বি……

ভূত। হাঁ-হাঁ আওর মিলেগা।

তরু মৃদু হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল।

আমি বসন্ত সমীরণ বইগো—
নব পল্লবে পল্লবে ফুল কলি অন্তরে
চুম্বনে কথা কইগো।
অলি সম গুঞ্জরী দলে যাই বন-মঞ্জরী
ফুলে ফুলে আমি সঞ্চরী পথে পথে পাতি সইগো।

হঠাৎ ভুখা মিছিলের 'ফ্যান দাও মা' মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ। তরুর গান বন্ধ হইয়া গেল। ইত্যবসরে মদের আমেজে আলী নেশায় বুঁদ হইয়া তাকিয়াতে এলাইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে খোঙানি আওয়াজ। কি বলিতেছে বোঝা যাইতেছে না। কমরের অবস্থাও তদ্রুপ। ভূতমলজী চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

ভূত। ক্যায়া হুয়া। ইয়ে কাল্লু মিয়া—জানালা বন্দ্ কারো।

কালু জানালা বন্ধ করিল। তরু পুনরায় গাহিতে লাগিল।

আমি উচ্ছল ঝরণা ধারা
কলকল্ ছল ছল্ ছন্দে।
[আমি] আকাশে আকাশে বাজাই বাঁশরী
নিঝুম নিশীথে আনন্দে।
আমি ছুঁয়ে যাই যাহা পাই
ভালবাসি তাই নিয়ে যাই
বিরহী বধুর অন্তরে আমি
মিলনের গীতি গাইগো।

গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে হাসিনার প্রবেশ। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণায় ও ক্রোধে সকলকে একবার দেখিল! কালু ও তরু মাথা হেঁট করিল।

হাসিনা। কালু!

কালু। মেম্ সাব—মেম্ সাব!

হাসিনা। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, না আড্ডা খানা?

কালু। আমার অপরাধ নেবেন না। হুজুরের হুকুমেই—

হাসিনা। থাম্—উল্লুক। বাইরে না খেতে পেয়ে লোকে 'ফ্যান দাও' করছে—এদিকে স্ফূর্ত্তি জুড়েছে।

মদের তীব্র গন্ধ হাসিনা সহ্য করিতে না পারিয়া নাকে কাপড় দিল যেন গন্ধে বমি আসিতেছে।

উঁহ! এদেরকে বিদেয় করে দে। [আলীর কাছে যাইয়া] আব্বা—আব্বা।

আলী। উঁ—উঁ—

হাসিনা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—তুমি এত নেমে গেছো! বাইজী নিয়ে…

হাসিনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

আলী। দিক্ করিস্‌না মাইরী।

হাসিনা আলীর কথায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ঘৃণায় চলিয়া গেল। কালু কমরের নিকটে গেল। তাহাকে তুলিয়া বসাইল।

কালু। উঠুন!

কমর। হামি নেহি জায়েগা।

কালু। এক শ' বার যায়েগা।

কমর। ওহ্!—অপমান!

কালু। ঘাড় ধরে মেম সাব বের করে দেবে।

কমর। ঘাড়! [ঘাড়ে হাত দিল] ও হ্! আমার জুতা!

জুতা পরিয়া টলিতে টলিতে কমরের প্রস্থান।

কালু। শেঠ্‌জী!

ভুত। এ্যাই।

কালু। উঠিয়ে।

ভুত। কেনো?

কালু। চলো—বাহার চলো　মেমসাব চটে গেছেন

ভুত। হামাকে অপমান!

কালু। [টানিয়া তুলিয়া] সোঝা পথ দেখ।

ভূত। এই বিবিকে ছোড়িয়ে চলিয়ে যেতে হোবে।

ভূতমল কাঁদিয়া ফেলিল। তরু হাসিতে লাগিল।

কালু। আর একদিন হবে।

ভূত। ক্যায়ছে।

কালু। দোস্‌রা জায়গা ফিন্‌ এস্তেজাম।

ভূত। হোগা ?

ততক্ষণে কালু তাহাকে বাহির করিয়া দিল। এমন সময় কতকগুলো টাকা হাতে হাসিনার প্রবেশ। একখানা খামে টাকা পুরিতে লাগিল।

হাসিনা। যা, আব্বাকে ঘরে পৌছে দে। [তরুকে] কি সঙের মত দাঁড়িয়ে কেন ?

কালু। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হাসিনা। আমি ফিরে এসে যেন দেখি সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

প্রস্থান।

কালু আলীর কাছে গেল।

কালু। হুজুর—হুজুর।

আলী। আঃ!

কালু। ঘরে চলুন।

আলী। ঘরে ? কিন্তু বিবি কই!·· ···এদিকে এস—সুন্দরী!

তরু সঙ্কোচে কাছে আসিল।

আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।

কালু। ধর্‌না—হুঁস্‌ তো আর নেই।

তরু। কিন্তু!······

কালু। ধর্‌, ঘরে শুইয়ে দেইগে।

আলী। কই বিবি আমি তোমার কাছে যাব।

কালু ও তরু আলীকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিল।

তুই ছাড়্‌—উল্লুক।

আলী কালুর হাত টিপিয়া দেখিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল।

হাঁ-হাঁ-হাঁ—চ—লো—বি—বি!

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের পর্দা পড়িতেই দুর্ভিক্ষের বিষাদময় আবহ সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভুখা মিছিলের 'ফ্যান দাও অন্ন দাও—বস্ত্র দাও' সমবেত স্বর শোনা যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহা মিলাইয়া গেল। আবার আবহসঙ্গীত বাজিতে লাগিল। মাধবের কণ্ঠে 'স্বাশে আইলোরে আকাল' গানটী শোনা গেল। গানের এক-তৃতীয়াংশ গাওয়া হইলে পর্দা উঠিল। ছিন্ন-মলিন বেশে মাধব গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। দৃশ্যটী পথের। একদিকে একটী ডাষ্টবিন। পথচারীরা পথ অতিক্রম করিতেছে। অর্থবান, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সব শ্রেণীর। রাস্তার একপার্শ্বে গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা বসিয়া বিড়ি ফুকিতেছে আর পথচারীদের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

সহরবাসী প্রৌঢ় তার যুবতী মেয়েকে লইয়া প্রবেশ করিল। মলিন, ও জীর্ণ তাহাদের বেশ। একটি গুণ্ডা তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইল।

গুণ্ডা। এই বুড়ো।

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। এ্যাই! [হাত পাতিয়া] বাবা!

গুণ্ডা। খেতে চাও?

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। আজ চারদিন খাইনি। আমার মেয়েটী……

গুণ্ডা। এদিকে শোন। [মেয়েটীকে] তুমি একটু দাঁড়াও।

গুণ্ডাটী লোকটীকে দূরে লইয়া গিয়া কানে কানে কি যেন বলিল। লোকটি ঘাড় নাড়িয়া তাহার কথায় সম্মতি দিতে লাগিল। অন্য গুণ্ডাটি মেয়েটীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। মেয়েটী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কথাবার্ত্তার পর গুণ্ডাটী কতকগুলি টাকা লোকটির হাতের মধ্যে গুজিয়া দিল। টাকা লইয়া লোকটি অভিভূতের মত মেয়েটির কাছে আসিল।

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। এই বাবুর সাথে যাতো মা।

মেয়ে। কেন বাবা ?

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। যা—সাথে যা !

মেয়ে। তুমি ?

সঃ বাঃ প্রৌঢ়। আমি ! আমি······ঘুরে আসছি। যা—দেরী করিস্‌নে।

মেয়েটি ইতঃস্তত করিয়া গুণ্ডাটির সাথে চলিয়া গেল। সেইদিকে সজল চোখে লোকটি চাহিয়া রহিল।

বেচে দিলাম ! ওহ্—ভগবান !

লোকটি যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই চলিয়া গেল। একটি কুকুর ডাষ্টবিনের দিকে অগ্রসর হইল। একজন দুঃভিক্ষ পীড়িত লোকের প্রবেশ। সে ডাষ্টবিন হইতে একটি টিনের কৌটা ভর্ত্তি মাংস পাইল। চুপি চুপি সে দূরে যাইয়া উৎসাহে খুলিয়া খাইতে গিয়াই থামিয়া গেল।

দুঃ পীঃ লোক। [আপন মনে] গরুর মাংস নাতো ?

কি যেন চিন্তা করিয়া কৌটাটি ফেলিয়া দিতেই অন্য একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া তুলিয়া লইল। সেও উৎসাহে খাইতে গিয়াই থামিয়া গেল।

দ্বিতীয় লোকটী। [আপন মনে] শূয়্যারের গোস্ত নাতো ?

কি যেন চিন্তা করিয়া সেও ফেলিয়া দিল। রাস্তার কুকুরটি তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া শুঁকিতেই উভয়ে একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া কৌটাটি উভয়েই তুলিয়া লইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিল। ম্লান খিন্ন হাসি হাসিয়া উভয়ের সে মাংস খাইতে খাইতে প্রস্থান। ভিন্নদিক দিয়া একটি পুলিশের প্রবেশ। গুণ্ডাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুলিশ। এই—কেয়া ?

একজন গুণ্ডা সহাস্তে একটি টাকা বাহির করিয়া পুলিশের হাতে দিল।

গুণ্ডা। ভালো তো চোবে বাহাদুর ?

পুলিশটি গোঁফে হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কথা বলিতে বলিতে স্বামী স্ত্রীর প্রবেশ। গুণ্ডারদল শিকারী ব্যাঘ্রের মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিল।

স্ত্রী। আর যে চৈল্‌ব্যার পারি না।

স্বামী। তা পাইরব্যা ক্যান? খালি খাইব্যার পারো।—নও এই আইস্যা পোরছি। নঙ্গরখানা কাছেই।

স্ত্রী। গেরাম থাইক্যা এ্যাতো দুরে সহর। একি সোজা পথ? ওহ্‌!

একজন গুণ্ডা অগ্রসর হইয়া লোকটির সামনে আসিল।

গুণ্ডা। ও মশায়! লঙ্গরখানায় যাবেন?

স্বামী। হয়।

গুণ্ডা। শোনেন।

গুণ্ডাটি লোকটিকে একটু দূরে লইয়া গেল। স্ত্রীটি ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। গুণ্ডাটি লোকটির কানে কানে কি যেন বলিল।

স্বামী। তা না হয় বুঝ্‌ল্যাম। কিন্তু ট্যাহাতে তো খাওয়া হয় না।

গুণ্ডা। আহা! খাওয়াই মিল্‌বে। এখন টাকাটা রাখুন। [লোকটীর হাতে টাকা দিয়া] আসুন আমার সঙ্গে। [অন্য গুণ্ডাটীকে] এই ছকু! এই বাবুর বৌকে ভূতমলজীর লঙ্গরখানায় নিয়ে যা। [চক্ষু দ্বারা ইসারা] আমি বাবুকে নিয়ে এখুনি আস্‌ছি।

স্ত্রী। মানিকের বাপ! তুমি যাইবানা?

স্বামী! যামু, তুমি যাও, আমি আইসত্যাছি।

স্ত্রী ও গুণ্ডার প্রস্থান।

গুণ্ডা। চলুন, আপনার চালের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

স্বামী। একমণ চাল আর একখানা কাপড়।

গুণ্ডা। তাই হবে।

উভয়ের প্রস্থান।

অন্য একজন দুঃভিক্ষপীড়িত লোকের প্রবেশ। তাহার অবস্থা এত শোচনীয় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে পড়িয়া মরিয়া যাইতে পারে। সে কোন-ক্রমে আসিয়া খাদ্য খুঁটিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক ডাষ্টবিনের দিকে অগ্রসর হইতেই নেপথ্যে চীৎকার। যেন একটি শিশু মোটর চাপা পড়িয়াছে। স্ত্রীলোকটি 'বাজান' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন প্রবেশ করিল তখন দেখা গেল তাঁর বাহুর উপর একটি রক্তাক্ত মৃত শিশু। শিশুটির মুঠার মধ্যে একখানা রুটি। অন্তরালে মাধবের কণ্ঠে গান।

অন্ন দাও গো—অন্ন দাও গো
মানুষের ভগবান।
ফিরিছে জননী হাহাকার ক'রে
কোলে লয়ে সন্তান।
যে দেশ দিয়েছে অন্ন সবার
সে দেশে একি রে ওঠে হাহাকার
ওঠে চারিদিকে মৃত্যুর ওঙ্কার
সোনার বাংলা হ'ল শ্মশান।
সারা দেশ জুড়ে নাইরে মানুষ
আছে শুধু কঙ্কাল
পথে পথে তাই ফিরিছে আজি রে
নাচিছে মহাকাল।
দেশজুড়ে ওঠে রোদনের ধ্বনি
অন্নদা মা হয়েছে পাষাণী
শূন্য পাত্র হাতে লয়ে কাঁদে
মৃত্যুর বাজে বিষাণ।

গানের মধ্যেই স্ত্রীলোকটি চলমান মূর্ত্তির মত ডাষ্টবিনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ছেলেটির হাত হইতে রুটি মাটিতে পড়িয়া গেল। দুঃভিক্ষ-পীড়িত লোকটি রুটি দেখিয়া তাড়াতাড়ি রুটিখানি তুলিয়া মুখে দিতেই একটি কুকুর আসিয়া তাহার মুখ হইতে রুটি কাড়িয়া খাইয়া ফেলিল।

কুকুরের মুখ হইতে লোকটি রুটি কাড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি মৃত শিশুটিকে ডাষ্টবিনে রাখিয়া দিয়া ধীরে চলিয়া গেল। মাধবের গান শেষ হইয়া গেল। বিকৃত মস্তিষ্ক পরাণের প্রবেশ। ছিন্ন মলিন তার বেশ।

পরাণ। ভাত চুরি কৈর‍্যা খাইছে।······মারো—খুউব মারো।·· না-না-না···ওরে মাইরো না বাবা, ওরে মাইরো না।···তিনদিন ওর প্যাটে দানা পড়ে নাই। সামছু······আয়···আয়—দ্যাখ্ কত ভাত আনচি আয়।······হা-হা-হা··· না না ভয় পাইচে।······এঁ্যাঃ! ভাত চুরি কইর‍্যা খাইচে! সামছু···সামছু···ডাকত্যাছিস্? হেঃ হেঃ হেঃ······ আইসত্যাছি···এই দ্যাখ্ তোর জন্যি কত ভাত আনচি। আয়—খাবি আয় [দীর্ঘস্বরে] সামছু—বাজান এই দ্যাখ কত ভা-আ-ত!

পতন ও মৃত্যু।

Loud music বাজিতে লাগিল। যেন বহু নরনারীর মিলিত আর্ত্তনাদ। 'ফ্যান দাও—ফ্যান দাও—একটু ফ্যান।'

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যতীনের বহির্ব্বাটী। স্বাধীনতা লাভের পর দেশত্যাগের হিড়িক। বাস্তুত্যাগ সমস্যা লইয়া আলোচনারত যতীন ও ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্ম। না, যতীন, এ দ্যাশে থাকা যাইবো না।

যতীন। তোমার মাতাডা এহেবারে খারাপ হৈছে।

ধর্ম্ম। খারাপ হৈবোনা? চৈকের উপুর সবই ত দেখত্যাছো। সক্কলেই পরাণডা নিয়া পলাইত্যাছে।

যতীন। পলাইবো ক্যানে সেইডাই বুঝাও দেহি।

ধর্ম্ম। এর আবার বুঝাবুঝি কি! পাকিস্তান হয়া গ্যাছে। এহন কি এ দ্যাশে থাকা যাইবো!

যতীন। যাইবো না ক্যান, এ্যাদ্দিন থাহি নাই?

ধর্ম্ম। আছিলাম তো। মোচলমানরা কি এহন থাইকবার দিবো? সকল হিন্দুদেব এহন শ্যাষ কৈরা ফেলাইবো না?

যতীন। ধম্মদা! এসব কতা পাইছো কোনে?

ধর্ম্ম। শর্ম্মা ঠাহুর কৈলো যে—

যতীন। কোন শর্ম্মা—নরহরি শর্ম্মা?

ধর্ম্ম। হ।

যতীন। অ—তাই কও। শালার অজাত, আমাগো ট্যাহা পয়সা গেরাস তো কৈরছেই আবার দ্যাশ ছাড়া কৈর‍্যা এহেবারে শ্যাষ কৈরবার চায়।

ধর্ম্ম। ক্যামনে—ক্যামনে?

যতীন। ক্যামনে! আচ্ছা, ভাইবা দ্যাহো পাকিস্তান যহন হয় নাই তহন এই শর্ম্মা ঠাকুর আমাগো কি কৈরছে! যত কিয়েন কামলা

ঠ্যাহায় পৈড়্যা গয়না জিরাত বন্দক রাখছিলো, ফিরা পাইছে তারা? সুদের ট্যাহায় সব খায়া যায় নাই ?

ধর্ম্ম। হ—তা তো খাইছে।

যতীন। আহালের সমায়, এই হাড়গুলি ছাড়া সবই তার প্যাটে যায় নাই ?

ধর্ম্ম। যায় নাই তো কি।

যতীন। তয় ? ডর হৈচে এহন অগোরে। সেই সব ট্যাহা পয়সা না দিয়া হেন্দুস্তানে যাইতে চায়।

ধর্ম্ম। গেরামের সকলেই যাইবার জন্যি উদ্‌বাই তুইলছে। গ্যাছেও ত কিছু।

যতীন। সেডা তরাসে। তরাসে বাপ দাদাঠাহুরের ভিটা ছাইড়্যা যামু ধন্মদা!

রিয়াজের প্রবেশ।

কে ? ও রিয়াজ ভাই।

রিয়াজ। হয়। এই যে ধন্মদা তুমি এহানে ; দ্যাহত—

যতীন। বইসো রিয়াজ ভাই।

রিয়াজ। [বসিয়া] তুমি বইস্যা বইস্যা কৈরত্যাছ কি ? বটতলার খ্যাতে নিড়ান লাইগবো মনে আছে ?

যতীন। আর তা মনে আছে! এহন তরাস লাইগছে।

রিয়াজ। তরাস! ক্যান ? দ্যাশ ছাড়ার বুদ্ধি আঁটত্যাছো ?

ধর্ম্ম। বুদ্দি আঁটমু ক্যান। শর্ম্মা ঠাহুর কইছিলো কিনা।

রিয়াজ। কি কইছিলো ?

ধর্ম্ম। কইছিলো মৌল্‌বীসাব নাকি কইচে পাকিস্তান হয়া দারুল ইস্‌ নাকি হইচে তাই এহানে হিন্দুগোরে থাহা চৈলবোনা।

যতীন। আমার কতা ত কইছি। এসব হৈলো শর্ম্মা ঠাহুর

টুইনক্যা মুক্তার, ইয়ানে মোলবী, আর পেছিডেনের কাম। গুজব রটায়া দ্যাশ থাইক্যা তাড়ায়া দিতে চায়।

ধর্ম্ম। [অবিশ্বাসের সুরে] হয়!

যতীন। তারা দ্যাশের বড়মোক, মাতব্বর, জমিদার—

রিয়াজ। জমিদার যহন আমাগো ভিটামাটী উচ্ছেদ কৈরছে তহন সক্কলে জোট বাইন্দা ঠ্যাকাতি চ্যাষ্টা করি নাই? কমর পেছিডেন শর্ম্মা ঠাহুর বন্দকি সুদের দায়ে জমি জিরাত খায়া নিছে; এক সাতে তার দুখ্‌খু বাইট্যা নিছিনা? আহালের সময় তোমার কষ্ট আর আমার কষ্ট কি আলাদা ছিলো? আমরা থাকতি তরাসডা কিসের? জাত ধর্ম্মের ফারাগ আমরা করতি পারি! আমরা যে গরীব চাষা।

যতীন। দ্যাশ ছাইড়্যা যায়া খাইব্যা কি—উপায়ডা কি—ভাবছো একবার?

ধর্ম্ম। উপায়! তাই তো—

যতীন। থ্যাও হইছে, এসব বদচিন্তা রাইখ্যা দিয়া কাইল কামে যাইও। হ্যাঁ রিয়াজ ভাই, আইচো যহন তহন এ্যাল্লা বইসো। বিশুর আসার কতা আছে।

রিয়াজ। বিশু! শর্ম্মা ঠাহুরের গোমস্তা?

যতীন। হয়, শর্ম্মা ঠাহুর আইজ রাইতেই পলায়া নবদ্বীপ যাইবো।

রিয়াজ। আইজ রাইতে? আমাগো বন্দকি জিনিষ এহুনো খালাস করা হয় নাই যে!

যতীন। খালি কি তোমার! এ গেরদো ধইরা সক্কলেরি।

রিয়াজ। য্যামনেই হোক শালারে ঠ্যাকান লাইগবো।

যতীন। ব্যবস্তা তাই হৈছে। বিশু কায়দা কৈর‍্যা ঠাহুরকে এহানে নিয়া আইসপো।

রিয়াজ। তা হলি ভাল কৈর‍্যা বসি। তামুক দ্যাও তো যতীন;

যতীনের প্রস্থান

শালায় জবর চাল চাইলছে তো!—যাক্, ধর্ম্ম, এবার খ্যাতের ফসল ক্যামন হৈবো মনে হয় ?

ধর্ম্ম। ভালই ত দ্যাহা যায়। ধান পাট যান্ ফোঁপায়া উঠ্ত্যাছে।

রিয়াজ। এহুন নিড়ায়া খ্যাত আল্গা করা দরকার, আর তুমি ঢিল দিলা!

ধর্ম্ম। আর ঢিল দিমুনা। দিশা আমি পাইছি রিয়াজ ভাই।

যতীন তামাক লইয়া আসিল। রিয়াজ তামাক খাইতে লাগিল।

নেপথ্যে নিদান। বুঝল্যা হাতেম, ইয়ানে, এ গেরদোর কয়েক ঘর ক্যাবল গ্যাছে। আর সব যাই যাই কৈরত্যাছে।

রিয়াজ। ইয়ানে মোল্বীর গলা যান্!

যতীন। তাইতো মনে হয়।

নিদান বখস ও হাতেমের প্রবেশ। হাতেমের হাতে হ্যারিকেন।

নিদান। ধর্ম্ম, যতীন, তা হৈলে ইয়ানে—তোমরা কবে যাইত্যাছো ?

যতীন। না, আমরা যামু না।

নিদান। এডা এহন পাকিস্তান, ইয়ানে—দারুল এসলাম। বোত পোরস্ত ইয়ানে তোমাগো জিম্মা—

রিয়াজ। ইস্! ভারি আমার জেম্মা নেওয়ার মালিক আইচে।

নিদান। কি কইলি! ও—তুই মোনামের ব্যাটা রিয়াজ না ?

রিয়াজ। হয়, যারে সঙ্গেসার কৈরছিলেন।

নিদান। ইয়ানে এহন আসলি সঙ্গেসার হৈবো। এডা দারুল এসলাম।

রিয়াজ। থামেন—দারুল এসলাম! সঙ্গেসার! হা—হা—হা......

নিদান। বেতমিজ, নালায়েক!

রিয়াজ। গালিই দ্যান আর যাই করেন সঙ্গেসার আর হৈবো না। কি দিয়া সঙ্গেসার কৈরবেন মৈল্সাব ? তালাক ত আর দিমুনা—বিবি শ্যাষ্—নাই।

নিদান। আল্লা গজব নাজেল কৈরবো—গজব। ইয়ানে হাবিয়া দোজখ।

সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

আবার হাসত্যাছো—আমারে তাম্‌সা! আচ্ছা দেহি কি করা যায়। চলো হাতেম রাইতেই পেছিডেনরে খবরটা দিয়া আসি। আল্লা মাবুদ করিম।

হাতেমের পিছনে পিছনে নিদানের প্রস্থান।

রিয়াজ। শালার ইবলিস্। কায়দা কৈর‍্যা সলিমের মায়েরে তালাক দ্যাওয়ায়া শালা সঙ্গেসার করে। আমার এ্যাক পোয়া জমি ঐ ছ্যাদোরের প্যাটে গ্যাছে।

ধর্ম্ম। গাঁয়ের ছাওয়াল পাওয়াল ওরে খ্যাপায়—ধুয়া বান্দিছে

ঠক্-ঠক্-ঠক্—তিন ঠকের ম্যালা।
নিদান বখস্ ঠকের গুরু হাতেম তার চ্যালা।

রিয়াজ বাদে সকলে হাসিতে লাগিল।

যতীন। ছ্যাও ছাড়ান ছ্যাও, এহন ঘরে চলো। বিশুর আসার সময় হৈছে।

সকলে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

নরহরি ও বিশুর প্রবেশ। বিশুর মাথায় একটি বিরাট তোরঙ্গ

নরহরি। তুই এ পথে এলি কেন?

বিশু। এই পথটাই সুবিধা। সোঝা সড়ক দিয়ে গেলে সন্দেহ হতে পারে।

নরহরি। তাহলে বাক্সটা একটু লুকিয়ে নে—কেউ দেখবে।

বিশু। দেখে দেখবে। আপনি ত পরের জিনিষ চুরি করে পালাচ্ছেন না।

নরহরি। আস্তে বল বাবা আস্তে। যদি কেউ কেড়ে নেয়?

বিশু। গোবিন্দ যদি আপনার ভাগ্যে না রাখেন তবে উপায় কি?

নরহরি। একি সর্ব্বনেশে কথা বলছিস্ বাবা। আমার রক্ত জলকরা টাকা।

বিশু। তা হলে ফিরে চলুন কত্তা। পাকিস্তান হলো তাতে কিহলো?

নর। কি হলো। হিন্দুর ছেলে হয়ে তুই এই কথা বলছিস্! এ যে মুচলমানের রাজত্ব হয়ে গেল।

বিশু। না কত্তা, এটা স্বাধীন গনতন্ত্র—হিন্দুরও না মোসলমানেরও না—জনসাধারণের রাজত্ব।

নর। সে আবার কি বিশু?

বিশু। মানে, যেখানে আপনার আর মহাজনগিরি চলবে না।

নর। তাহলে হিন্দুস্থানে যাওয়াই ভালো বাবা।

বিশু। সেখানেও তাই, টাকায় দু'আনা সুদ অচল।

নর। এঁ্যা তাহলে উপায়?

বিশু। উপায় গোবিন্দ।

নর। গোবিন্দ তুমিই ভরসা। [কপালে হাত ঠেকাইল] না বিশু চল্ এখানে ধম্ম কম্ম করা দায় হবে।

বিশু। ধম্ম কি আর আছে কত্তা ও সুদ খেতে খেতেই গেছে।

নর। তুই আমায় নবদ্বীপে রেখে আয় বাবা।

বিশু। আমি যেতে পারব না কত্তা। গিয়ে কি হবে?

নর। কি হবে! হিন্দুস্তানে গিয়ে যদি মরি তবে গঙ্গাটা পাবতো!

বিশু। তা যত শীঘ্র পান ততই মঙ্গল! কিন্তু আমি কি পাব! আমার কাছে এ্যাও যা অও তাই। ঢেকি স্বর্গে গেলে বাড়াই বানবে। সোয়া তেরো টাকা মায়না আমায় ছাড়বে না।

নর। না বাবা সঙ্গে চল্, তোকে আরও চার আনা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

বিশু। আহা-হা কত্তা আমার দয়ার সাগর।

নর। [এদিক সেদিক চাহিয়া] আর দেরী করিস্‌নে বাবা গাড়ীর সময় হয়ে এলো।

বিশু। কত্তা—গোবিন্দের কৃপায় আপনার ছেলে পেলে তো নেই এতো সোণা দিয়ে কি করবেন ? আমি এগুলো……

নর। আস্তে কেউ শুন্‌বে।

বিশু। এগুলো দেশের গরীবদের বিলিয়ে দি।

নর। বিশু!

বিশু। তারা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবে।

নর। না বাবা আশীর্ব্বাদের আমার দরকার নেই।

বিশু। তা কি হয় কত্তা! দেখবেন আপনার ভাল হবে। আমি দিয়েই আসি।

প্রস্থানোদ্যত

নর। আমার সর্ব্বনাশ করিস্‌নে বাবা তোর পায়ে পড়ি।

বিশু। বেশী চেঁচামেচি করবেন না কত্তা! চাষীদের গলাটিপে সুদ আদায় করেছেন। বেশী চেঁচামেচি করলে চাষীরা একজোটে এবার আপনার গলা টিপে ধরবে।

নর। এঁ্যা—গলা টিপে মারবে! ওরে বাবারে বাবা—

বিশু। তা হলে ঘরে ফিরে চলেন। সকলের বন্দকী জিনিষ না দিয়ে পালাবেন, তা কি হয় কত্তা।

রিয়াজ ধর্ম্মদাস ও যতীনের প্রবেশ।

সকলে। কি হৈচে, কি হৈচে--

বিশু। কত্তা পালাচ্ছেন।

রিয়াজ। কিগো শর্ম্মা ঠাহুর যাও কনে ?

নরহরি সকলকে দেখিয়া ভীত হইল।

নর। বিশু! ফিরেই চল্‌ বাবা।

বিশু। কত্তার চৈতন্য হয়েছে!

ধর্ম্ম। ঠাহুর আইজ খুব জব্দ হৈছে।

যতীন। ধর্ম্মদা রিয়াজ ভাই, ঠাহুররে বাড়ীতে রাইখ্যা আইস।

রিয়াজ। চলো ঠাকুর—চলো।

যতীন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যতীন দাওয়ায় শুইয়া পড়িল। হ্যারিকেনের আলো কম করিয়া দিল। একটু পরে সেহাবের প্রবেশ। সেহাব ধীরে ধীরে যতীনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সেহাব। [চাপা গলায়] যতীন—যতীন!

যতীন। কেডা!

যতীন শঙ্কিত মনে উঠিয়া বসিল। হ্যারিকেনের আলো বাড়াইল। হ্যারিকেনটী তুলিয়া সেহাবের মুখের সামনে ধরিল।

যতীন। [সোল্লাসে] মাষ্টারদা!

সেহাব। হ্যা। বড্ড খিদে—কিছু খাবার দিবি?

যতীন। তুমি বইসো—আমি আইনত্যাছি।

যতীন মুড়ি লইয়া আসিয়া সেহাবের হাতে দিলে সেহাব খাইতে লাগিল।

জেল থাইক্যা কবে আইল্যা।

সেহাব। দিন পনরো।

যতীন। দিনের বেলায় আসলে ত খাওয়ার কষ্ট পাইত্যানা। যাক্, এহন ত ভ্যাশ স্বাধীন......

সেহাব। [পানি পান করিতে করিতে] দেশ স্বাধীন হয়েছে—তবে মন স্বাধীন হয়নি। সুযোগ পেলে আবার ওই আলী আহসানের দল—

জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিল

যতীন। তাই বুঝি রাইতে রাইতে ঘোরো?

সেহাব। হ্যা—জেলে যাওয়া চলবেনা যতীন, এখনো আমার অনেক কাজ। তারপর খবর কি?

যতীন। কিসের?

সেহাব। তোদের—হাছিনার, তাজমুলের, আর চাষীদের?

যতীন। তাজমুলদার কতা কৈয়ো না। আহালের পরেও

আমাগোরে সাতে ছিলো। এহন হুন্‌ছি, আলী সাহেবের সাতে বেজায় খাতির।

সেহাব। হাসিনা?

যতীন। হাসিনাদি এহনো আমাগোরে ছাইড়্যা যায় নাই। তবে সময় অভাবে আসতি পারে না—প্যাট চালাতি হবে তো!

সেহাব। বলিস্ কিরে! তার আবার টাকার অভাব।

যতীন। আলী সাহেব মদ আর মাইয়া মানুষ নিয়া পইড়্যা থাকে তাই হাসিনাদি রাগ কইর‍্যা বাড়ী ছাইড়্যা চৈল্যা গ্যাছে। সহরে মাইয়া স্কুলে মাষ্টারি নিছে।

সেহাব। ও! তোদের খবর?

যতীন। চাষীরা তো এ্যাক পাও পাকিস্তানে এ্যাক পাও হিন্দুস্থানে দিয়া খাড়া হইচে।

সেহাব। যতীন! চাষীদের এই হলো সব চেয়ে কঠিন সময়। বাস্তুত্যাগী হয়ে চলে গেলে না পাবে খেতে, না পাবে থাকবার জায়গা। সে এক ভীষণ দুরাবস্থা! এদের বোঝা—

যতীন। চেষ্টা আমি খুউব কোরছি। দীঘলকান্দির সকলকেই কোন রকমে ঠেকায়া রাখছি—কিন্তু নলডাঙ্গার লোকেরা......

সেহাব উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠ্‌ল্যা যে!

সেহাব। চল্।

যতীন। কোনে?

সেহাব। নলডাঙ্গায়।

যতীন। এ্যাতো রাইতে!

সেহাব। হ্যাঁ—হ্যাঁ যতীন, এত রাত্রেই! বাস্তু ত্যাগ আমি তাদের কিছুতেই করতে দেব না।

যতীনকে লইয়া সেহাবের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলী আহসানের কক্ষ। দেৱাছ কাজ করিতেছিল। তরু গুন গুন সুরে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।

দেৱাছ। [দেখিয়া] তোমার চিক্‌নাইডা বাইড়্যা যাইত্যাছে তরু।

তরু। মরণ! চিক্‌নাই দেখলে কোথায়?

দেৱাছ। চিক্‌নাই নয়। সাহেবের সাতে তোমার এ্যাতো পীরিত কিসের?

তরু। পীরিত! ছিঃ—তোমার মুখে কিছু আটকায় না দেখছি। ফের ওসব কথা বলবেতো—

দেৱাছ। এ্যাকশোবার কমু। ট্যাহার লোভে সোওয়ামীরে ভুইল্যা গ্যালা।

তরু। বেশ করেছি। সে আমাকে কি দিয়েছে? না একটা ভাল গয়না—না ভাল সাড়ী কাপড়! স্বামী! লজ্জা করেনা স্বামী সাজতে।

দেৱাছ। অয়! বিয়ের সওয়ামী এহন হৈলো সাজা সোয়ামী! কত রং তামাসাই না গ্যাকপো! যেদিন দুই ব্যালা ভাত জুইটতোনা, ছাওয়ালে দুধ ব্যাগোর মাতা কুইটতো সে সমায় সারা দিনমান চ্যাঁচায়া গলায় রক্ত তুইল্যা যে মানুষডা তোমার প্যাটের আর সখের খাঁই মিটাইতো সে এহন তুচ্ছ! আশ্‌নাই কইর‍্যা ট্যাহা কৈরছো, তারই গ্যামাগে মাটীতে পা পড়েনা বিবির।

দেৱাছ অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া পুনরায় কাজে মন দিল।

তরু। গ্যাখ্ দেৱাছ! ফের যদি এইসব বলবি তবে সাহেবকে বলে দেবো।

দেৱাছ। [ফিরিয়া] কও, আমিও বুজির কাছে যাইত্যাছি।

নেপথ্যে আলী। দেৱাছ।

দেরাছ। সায়েব আইসত্যাছে।

দেরাছ কাজে মন দিল।

আলীর প্রবেশ।

আলী। দেরাছ—গোকুল বাবুকে খবর দে। বল্‌বি খুউব জরুরী কাজ—যা।

দেরাছের প্রস্থান।

[তরুকে দেখিয়া] কিগো আজ যে বড় মুখ ভার।

তরু। কই নাতো! [হাসিয়া] এইত আমি হাস্‌ছি।

আলী। এইতো আমি চাই। কখ্‌খনো মুখ গোমরা করবেনা বুঝলে! তরু, তোমার মদেই আমি ডুবেছি—যদি ওই মিষ্টি মুখের হাসি মিলিয়ে যায় এ বুকখানা হবে শুষ্ক মরু—ওহ্‌ অসহ্য!

তরু। [হাসিয়া] বুকের ব্যথাটা কি বাড়লো; হাত বুলিয়ে দিই?

আলী। ঠাট্টা হচ্ছে? দুষ্টু কোথাকার!

তরুর মুখে মিষ্টি করিয়া চড় মারিল।

তুমি আমাকে ঘিরে থাকবে, সব সময় আনন্দ বিলাবে, আর আমি—সেই আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাব।

উভয়ে হাসিতে লাগিল। কালুর প্রবেশ। সে তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করিল।

কালু। তরু!

আলী। Scoundrel! আবার এসেছিস্‌?

কালু। কেন আসবোনা? তরু আমার বউ, একশোবার আসবো।

আলী। বউ—বউ! বউ হলে কেউ তাকে পরের হাতে তুলে দেয়! সুন্দর মুখখানা দেখে তোর প্রেম উথলে উঠেছে। উঃ—বামুন হয়ে চাঁদে হাত! বউ!—...যা, থানায় গিয়ে বলগে যে ..

কালু। সে পথ ত খোলা রাখেন নাই। দারোগা যে আপনার হাতের মুঠায়।

আলী। হা-হা-হা—তবে!......আর কি করবি?

কালু। লজ্জা করেনা আপনার—

আলী। ল—জ্জা… !

কালু। পরের বউকে জোর করে আটকে রাখতে—তাকে নিয়ে…

আলী। আমোদ করতে—স্ফূর্ত্তি করতে। এ নীতিজ্ঞান কবে হল !—যা—ভাল ছেলের মত বাড়ী ফিরে যা— ।

কালু। যাব, তবে তরুকে নিয়ে।

আলী ! তরুকে নিয়ে !

কালু। বাড়ী চল্ তরু।

তরু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কি ভাবছিস্ কি ?……আয়……

তরু। কিসের জোরে শুনি ?

কালু। এ কি বলছিস !

আলী। তরু ঠিকই বল্‌ছে—কিসের জোরে ?

কালু। কিসের জোরে ! তুই আমার—

আলী। বউ ! হুঁ হুঁ-হুঁ-হুঁ !

কালু। তোকে যে এখনো কত ভালবাসিরে তরু !

তরু। অমন ভালবাসার মুখে আগুন। একটা পয়সা বের করবার ক্ষমতা নেই—বুকভরা প্রেম !

কালু। গরীব হ'তে পারি, তাই বলে ভালবাসাটাও মিথ্যে ! আর বড় লোক শয়তান—

আলী। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

আলী কালুর গণ্ডে চপেটাঘাত করিল।

কালু। খুব শিক্ষা দিলিরে তরু খুউব শিক্ষা দিলি। একদিন তোকে আমি এখানে এনেছিলাম ! পেটের দায়ে না এনে উপায় ছিল না বলে। ভেবেছিলাম একটু নাচ গান ওতে আর কি হবে—খুব শিক্ষা হয়েছে।

আলী। Shut up rascal. ফের যদি কথা বল্‌বি তো মুখ ছিড়ে দেব।

কালু। ভুল আমারি তরু! তোরা সাপের জাত, সুযোগ পেলেই ছোবলাস্‌।

আলী। কথা শুন্‌তে পাস্‌নে? বেরো, Get out.

কালু। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] ছেলেটার কি হবে তরু?

আলী। Get out.

কালু। সে দিন রাত মা মা করে কাঁদে!

আলী। বেরো—হারামজাদা।

কালু। হুজুর—আপনার অনেক কাজেই লেগেছি। কোনদিন কিছু চাইনি। একটা ভিক্ষা আজ আমাকে দিন! তরুকে ফিরিয়ে দিন। হুজুর—

কালু আলীর পদপ্রান্তে নতজানু হইল।

আলী। তরু! ভিতরে যাও।

তরুর প্রস্থান।

কালু। তরু! তরু!

আলী কালুর বুকে লাথি মারিল। কালু পড়িয়া গেল।

আলী। Get out fool.

কালু। [উঠিতে উঠিতে] হ্যাঁ; আমারি ভুল, আমারি ভুল।

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

আলী। এই সমস্ত Nonsenceকে বাড়ীতে—...চাকর গুলোও হয়েছে যেমন?

দেরাছের প্রবেশ।

দেরাছ। হুজুর।

আলী। কোথায় থাকিস্‌?

দেরাছ। ভুতমল্লজী আর কমর সাহেব—

আলী। আহ্, আবার এ সময়ে—বলে দে, যাক্ আমিই বল্‌ছি। ভেতরে এনে বসা আমি আসছি।

আলীর প্রস্থান।

ভূতমল কমর উদ্দীনকে লইয়া আসিল। দেরাছ চলিয়া গেল।

ভূতমল ও কমর বসিয়া পড়িল।

ভূত। সার্সী বিবিকে বহু সাজিয়ে হিন্দুস্তানে সোনা চালান দেওয়া বহুত জবর কাজ হৈছে।

কমর। কি রকম—কি রকম, এটা তো জানিনা।

ভূত। কেয়া বাত!...ঠিক হ্যায় শুনিয়ে। বহুত সোনা হামার জমিয়ে গেলো। মানে কোথা হলো—হামি সোব টকা সোনা করিয়ে রাখিয়েছিলাম। হেন্দুস্তানে সোনা পাঠান কো দরকার পড়িল। হুজুর রাস্তা বাতলাইয়া দিলেন! সোব সোনার গহনা বানাইলাম। সার্সী বিবি এক একবার ঐ গহনা পরিয়ে হিন্দুস্তানে রাখিয়ে আসিতে লাগিল।

কমর। বাঃ বাঃ বাঃ!

ভূত। ইস্ রাস্তামে বহুত নাফা হলো।

কমর। কিন্তু শেঠজী, গেল কি করে?

ভূত। কেঁউ, দুস্‌রা আদমীকো বহু সাজিয়ে!

কমর। সাবাস্ সার্সী বিবি!

ভূত। হো-হো-হো·· ···

আলীর প্রবেশ

আলী নীরবে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিল।

কমর। নরহরিকে পার করে দিলাম, আধাআধি বথ্‌রা।

আলী। Excuse me কমর সাহেব। শেঠজী, I am awfully tired.

ভূত। মগর মেরা কামঠো—

আলী। বড্ড ক্লান্ত, দয়া করে অন্যদিন আসবেন।

ভূত। ঠিক হ্যায়—ঠিক হ্যায়। সব তবিয়ৎ খারাপ—রাম রাম !

ভূতমলের প্রস্থান।

আলী। আপনিও আসুন কমর সাহেব, শরীরটা ভাল নেই।

কমর। আচ্ছা—আচ্ছা।

কমর প্রস্থানোদ্যত, নিদানের প্রবেশ।

নিদান। হুজুর, এ্যার এনছাফ চাই, ইয়ানে এই দারুল এস্‌লামে—

আলী। আহ—তুমি কে ?

নিদান। এঁ্যা—আমি কে! আমারে চিন্‌তে পারলেন না ? আমি দিঘলকান্দি ইস্কুলের মৌলবী।

আলী। কি চাই ?

নিদান। ইয়ানে আমার চাকরী নাকচ হৈছে। হুজুর, দারুল এসলামে এমন বে-ইনসাফ্—

কমর। থামো, সাহেবকে বিরক্ত করোনা।

নিদান। হুজুর !

কমর। বলেছি তো তোমাকে কোনও সাহায্য করা হবে না। পেটে বিদ্যে নেই মুখে ফতোয়ার খৈ ফুটছে।

নিদান। হুজুর !

আলী। কথা শুন্‌তে পাওনা। যাও বিরক্ত করোনা।

নিদান। হুজুর আপনার জন্য এত কোরছি।

আলী। আঃ—বেরোও বলছি! দারোয়ান !

নিদান আলীর দিকে অসহায় ভাবে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নিদান্। যাইত্যাছি হুজুর ! দারোয়ান ডাকার আর কাম নাই। আল্লা মাবুদ করিম।......দারুল-এসলাম......দারুল এসলাম।

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

নিদানের শেষের কথার উপর আলী ও কমর হাসিয়া উঠিল।

কমর। আচ্ছা তা হলে চলি।

কমর চলিয়া গেল। ক্লান্তভাবে আলী বসিয়া পড়িল।
তাজমুলের প্রবেশ।

আলী। এসেছেন ?

তাজ। হ্যাঁ !

আলী। ভেতরে নিয়ে এসো।

তাজমুল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে লইয়া আসিল।

আসুন আসুন। তাজমুল যাও, চায়ের কথাটা বলে এসো।

পুঃ-ইন্। না-না দরকার নেই। চা খেয়েই এসেছি।

আলী। একটু—

পুঃ—ইন। That's all right. ব্যস্ত হওয়ার কোন দরকার নেই। কাজটা সেরে নিন্।

আলী। দেখুন, Inspector সাহেব, কতকগুলো point নোট করে নিন্।

পুঃ—ইন্। কি সম্বন্ধে ?

আলী। About Shehabuddin.

পুঃ—ইন্। সেহাব উদ্দীন ! I mean চার বছর আগে যে arrest হয়েছিলো ?

আলী। Exactly. আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের বিদ্রোহী করেছিলো, বাড়ীর সামনে লোক জড় করে সেই হল্লা—সবইতো আপনি জানেন।

পুঃ—ইন্। হ্যাঁ—আমি ত তখন এখানকার Officer In-charge.

আলী। জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার শুরু করেছে। এছাড়া most objectionable is this—সে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

পুঃ—ইন্। What do you mean ?

আলী। Simply a plain truth. সে···

পুঃ—ইন্। একটু—please one minute.

পুঃ ইন্—নোটবুক বাহির করিয়া প্রয়োজনীয় কথা নোট করিতে লাগিল।

আলী। সে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের বাস্তত্যাগ করতে বাধ্য করছে। you know—আমি জমিদার, প্রজাদের এ দুরাবস্থা আমি কিছুতেই হ'তে দিতে পারি না। তা ছাড়া পাকিস্তান গভরমেণ্টেরও সেটা আদর্শ নয়।

পু-ইন্। সে তো বটেই। আপনি একজন responsible person !

আলী। এই যে তাজমুল হাসান, এ সেহাবের বন্ধু—সহকর্মীও বটে। He tried his best, বহু চেষ্টা করেও সেহাবকে শোধরাতে পারেনি। আমার কাছে এসেছে, কি করে অন্যায় প্রতিরোধ করা যায়। well, I advised him not to set back—এ কাজে সেহাবকে বাধা দিতেই হবে।

পুঃ ইন্। Certainly ! আমি এখুনি তদন্তের ব্যবস্থা করছি।

আলী। No, you arrest him first, তদন্ত পরে করবেন।

পুঃ ইন্। বেশ দেখি।

আলী। That's good, হ্যাঁ আপনি transfer হবার পর থানায় কে যেন এসেছিল ?

পুঃ ইন্। সামছুল আলম সাহেব !

আলী। I think he is discharged now.

পুঃ ইন্। হ্যাঁ বেচারার চাকরী গেছে। He was very intelligent boy অল্প কয়েক বছর মাত্র চাকরীতে ঢুকেছিল।

আলী।. ছোকরার পুলিশের চাকরীতে join না ক'রে স্কুল মাষ্টারী নিলেই ভাল হ'ত। ছেলেদের কাছে হিতোপদেশের বক্তিমা ভাল মানাতো।

পুঃ—ইন্। ব্যাপার কি বলুন ত স্যার।

আলী। ব্যাপার এমন কিছু নয়। আমার সঙ্গে বড্ড গণ্ডগোল বাধিয়েছিলো। He didn't obey my instructions.

পুঃ ইন্। [শঙ্কিত হইয়া] বুঝেছি স্যার!

আলী। হা—হা—হা—don't be nervous. I will look after your case.

পুঃ ইন্। Thank you sir.

প্রস্থান।

আলী। আমার বুক থেকে আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নেবে—না, তা হবে না। আমি আমার মেয়েকে চাই! তাজমুল! এই জালটা গুটিয়ে তোলো তো দেখি—and Hasina will be yours.

তাজমুল। সেই চেষ্টাই তো করছি।

আলী। ভাল করে খাটো! সেহাবের সাথে সংযোগ রাখো। সেহাবকে সরাতে পারলে I will be free. তখন ঐ যতীন, রিয়াজ—আর সাঙ্গপাঙ্গ চাষীগুলো—ও তো চুনোপুঁটী।

তাজ। তা হ'লে চলি!

প্রস্থান।

আলী। Oh, this Shehab—this evil spirit haunts me.

গোকুলের প্রবেশ।

গোকুল। হুজুর।

আলী। ও—এসেছেন! শুনুন—পাটের গুদামটার যেখানে রিফিউজীরা জোর করে উঠেছে—

গোকুল। সেহাবই তো তুলেছে।

আলী। হ্যাঁ সে আমি জানি। ওই গুদামটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে।

গোকুল। আগুন! গুদাম তো আমাদের। অনেক টাকা ক্ষতি—

আলী। আহ্—সে আমি জানি। গুদাম insure করা আছে। টাকা ঠিকই পাবো। আপনি আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। যত টাকা লাগে খরচা করুন। তারপর থানায় ডায়রী করবেন, "ব্যক্তিগত ক্রোধে সেহাব গুদামে আগুন দিয়েছে"—বুঝলেন?

গোকুল। ব্যক্তিগত ক্রোধে—কাজটা কাঁচা হবে না?

আলী। আহ্, আজকেই পুলিশে ডাইরী করেছি—সেহাব জোর করে বাস্তুত্যাগ করাচ্ছে। এর পর পুলিশকে বোঝাতে কষ্ট হবে না। যে বিদেশ থেকে আগত বাস্তুত্যাগীদেরও সে সহ্য করতে পারে না। সেইজন্যে সে ক্যাম্পটা পুড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া Inspector আমার হাতের মুঠোয়।

গোকুল। কিন্তু সাক্ষী?

আলী। সাক্ষী! তাজমুল।

গোকুল। বেশ, আজই কাজ শুরু করে দিই।

আলী। খুব সাবধান।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। গোকুলের গন্তব্য পথে চাহিয়া আলী বলিতে লাগিল।

Now Shehab, the chapter is closed. হা—হা—হা—

৩য় দৃশ্য

হাসিনার কক্ষ। হাসিনা একটি চৌকীতে বসিয়া আছে। নীচে কালু উপবিষ্ট। তার সামনে কিছু খাবার। কালু অন্য দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

কালু। [আপন মনে] শাহ্‌মা সুলতানে আলম সৈয়দে মৎ কবির। জঙ্গলের গাছ গাছড়ার তৈরী···নাগা সন্ন্যাসীর কাছে দশবছর ধরে শিখেছি···নিয়ে যাও একটা দাম লাগবেনা···সোয়া পাঁচ আনায়······

হাসিনা। ছিঃ কালু! কি পাগলামো কচ্ছো—খেয়ে নাও!

কালু। এ্যাঁ—খাব! বাঃ বাঃ বাঃ।

খাবার মুখে তুলিতে গিয়া কি যেন ভাবিল।

তরু খেয়েছিস্‌?—নে খা। কোনদিন ভাল গয়না, ভাল ভাল সাড়ী তোকে দিই নি, এমন ভাল মিষ্টি!···না না তোকে আমি খুন করব। আমার বুক ভেঙ্গে দিইছিস্‌!

হাসিনা। কালু!

কালু। হা-হা-হা।

খুব আনন্দের সঙ্গে খাইতে লাগিল।

কি একটা চাচ্ছিস্‌?······একটিও না।

তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল।

ছোনো পাউডার মাখ্‌—ছোনো পাউডার মাখ্‌।

কালু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কালু। তরু ঠিকই বলেছিল বুঝি—কিসের সোয়ামী। খেতে দিতে পারিনে সাড়ী দিতে পারিনে। এবার থেকে সব দেবো। তরু, ফিরে আয়। এই ছাখ্‌ আমি চল্‌লাম। শাহ্‌মা সুলতানে আলম······

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

হাসিনা। তুমি কি করেছো—আব্বা!

সহসা সে বালিসে মুখ লুকাইল।

সন্ত্রস্থ ভাবে সেহাবের প্রবেশ।

সেহাব। হাসিনা।

হাসিনা। সেহাব! সেহাব!

সেহাব। আস্তে কথা বল হাসিনা। আশে পাশে পুলিশের গোয়েন্দা ঘুরছে!

হাসিনা। আবার পুলিশের গোয়েন্দা—কেন?

সেহাব। কেন! যাক্, অপ্রিয় কথা আলোচনা না হওয়াই ভাল।

হাসিনা। সেহাব!

সেহাব একটি আসনে বসিল।

সেহাব। ছিলাম জেলে, মুক্তি পেয়ে এলাম বাইরে। এসে দেখি আবার সেই একই আয়োজন। জেল আর পথ, পথ আর জেল।

হাসিনা। হেঁয়ালী শোনাবার জন্যই কি এতদিন পরে এলে।

সেহাব। না, যতীন ধর্ম্ম, রিয়াজ সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম এখান থেকে চলে যাব বলে।

হাসিনা। চলে যাবে! কাজ কি তোমার এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল?

সেহাব। কাজ—কিছুই হয়নি। যেখানেই থাকি কাজ আমি করে যাব। আর তা ছাড়া আমি কে? সত্যিকারের আন্দোলন ত করবে তারা। তাদের জীবনের দুঃখ দারিদ্রের কতটুকু আমি বুঝি! শোষকের অত্যাচার রক্তের অক্ষরে তাদের বুকে লেখা হয়ে গেছে। আমি চোখ খুলে দিয়েছি, এবার তাদেরি এগিয়ে চল্‌তে হবে।

হাসিনা। আমার কাছ থেকেও কি বিদায় নিতে এলে?

সেহাব। হ্যাঁ, তাও বটে! তবে আপাততঃ একদিনের জন্য আশ্রয় নিতে।

হাসিনা। একদিনের জন্য!

সেহাব। কেন, তুমি কি ভাবছ চিরদিনের জন্য?

হাসিনা। না, সে স্পর্দ্ধা রাখিনা। যাক্—দেহটার ওপর নজর দেওয়াও কি দোষের? যা চেহারা হয়েছে, দেখলে চেনা যায় না।

সেহাব। আমি আবার একটা মানুষ তার আবার শরীর। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাইনে। এই বেশ আছি। চেনা যত না যায় ততই ভাল।

হাসিনা। তোমার কি হয়েছে বলত?

সেহাব। কিছুনা। তোমার খবর বল। বাড়ী ছাড়াটা কী ভাল হল।

হাসিনা। ভাল মন্দের বিচার ত সবার এক নয়।

সেহাব। তাজমুলের এ পরিণতি হল কেন বল্‌তে পার?

হাসিনা। স্বার্থের জন্য যারা দেশ সেবা করতে আসে তাদের এই পরিণতিই হয়।

সেহাব। এক কাজ কর হাসিনা। তোমার আব্বাও তাতে সুখী হবেন: কারন তিনি ঋণমুক্ত হবেন। তাজমুলকে বিয়ে কর। আমি জানি সে তোমাকে ভালবাসে—তুমিও তাকে...

হাসিনা। থামো। বিয়ে করা না করা সে তোমার বিবেচ্য নয়। বিয়ে! ভালবাসা! কে কাকে ভালবাসে তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। ভালবাসার তুমি কি বুঝবে।

সেহাব। হাসিনা! না—সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গেছে... এই সামান্য কথায় রেগে উঠ্‌লে কেন বুঝতে পারলাম না।

হাসিনা। তুমি ত মানুষ নও—তুমি পাথর।

দরজায় করাঘাত। উভয়েই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হাসিনা চুপিসারে সেহাবকে লইয়া পাশের ঘরে রাখিয়া আসিল।

নেপথ্যে তাজমুল। হাসিনা! হাসিনা!

হাসিনা। কে? তাজমুল?

হাসিনা দরজা খুলিয়া দিল।

তাজমুলের প্রবেশ।

তাজ। সাড়া শব্দ নেই—ঘুমুচ্ছিলে নাকি?

হাসিনা। কি জন্য এসেছ তাই বল।

তাজ। চমৎকার! একেবারে মারমুখো।

হাসিনা। কিছু বলবার থাকে ত বল—নইলে যেতে পার।

তাজমুল একদৃষ্টে হাসিনার দিকে চাহিয়া রহিল।

অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন? বল—কি বলবে। আমার কাজ আছে।

তাজ। হাসিনা—একবার সদয় হও। তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি সব করতে পারি। তোমাকে না পেলে আমি…

হাসিনা। কি?

তাজ। পাগল হয়ে যাব।

হাসিনা। তাই পাগলা গারদের ঠিকানা জানতে এসেছ?

তাজ। হাসিনা।

হাসিনা। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

তাজ। কেন?

হাসিনা। কারণ তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

তাজ। ঘৃণা কর!

হাসিনা। হ্যাঁ। জনসেবার উদ্দেশ্য হয় যার শুধুমাত্র একটী নারী—তাকে আমি ঘৃণাই করি।

তাজ। তাতো এখন করবেই। প্রীতির পাত্রটী এখন কে শুনি? সেহাব উদ্দীন বোধ হয়?

হাসিনা। তার পায়ের নখের যোগ্য হতে পারলেও তোমাকে মর্য্যাদা দিতাম।

তাজ। হুঁ-হুঁ-হুঁ—এতো ভক্তি! আচ্ছা সেই Scoundrel কে—

হাসিনা। তুমি বেরিয়ে যাও বলছি।

তাজ। যাচ্ছি। তাকে নিয়ে আর সুখী হতে হচ্ছে না। তোমার আব্বাই ব্যবস্থা করছেন—হয়ত চির জীবনের মত—

হাসিনা। চির জীবনের মত!

তাজ। জেল। জেলেই পচতে হবে।

প্রস্থান।

হাসিনা বিছানায় সহসা বসিয়া পড়িল। সেহাব বাহির হইয়া পুনরায় দরজা অর্গলবদ্ধ করিল।

সেহাব। হাসিনা।

হাসিনা মুখ তুলিয়া চাহিল।

ভুল করেছ হাসিনা। দুস্তর কর্ম্মপথে ভালবাসার অবসর কোথায়? শুন্‌লে তো তাজমুল বলে গেল, সারাজীবন হয়ত আমাকে জেলে পচ্‌তে হবে। যদি তাজমুলকে বিয়ে না কর তবে কোন বড়লোকের ছেলেকে বিয়ে কর। যাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চল্‌তে পারবে। তাকেই ভালবাসতে চেষ্টা করো, তাতে সুখ ও শান্তি দুই-ই পাবে।

হাসিনা। [রুদ্ধ কণ্ঠে] সেহাব!—আমি তোমার কি করেছি!

সেহাব। রাগ করোনা হাসিনা, চিন্তা করে দেখ। যে সমাজ, যে প্রাচুর্য্যের মধ্যে তুমি লালিত হয়েছ, তাতে দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নিতে তুমি পারবে না। তোমার এখনকার সমাজ সেবা একটা বিলাস, কিন্তু ভবিষ্যতে—না হাসিনা, তুমি ফিরে যাও। সম্মুখে যে কঠোর পরীক্ষা আসবে—তাতে তুমি ভেঙে পড়বে, তখন অনুতাপ করবে।

হাসিনা। বিলাস! হয়ত এতদিন তাই ছিল, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর সেহাব, আজ আর তা নেই। না—না অনুতাপ আমার আসবে না। যত কঠোর পরীক্ষাই সামনে আসুক, আমি উত্তীর্ণ হতে পারবো।

সেহাব। না—তবু তা হয় না হাসিনা। বাপ আর মেয়ে—না না তোমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারবো না। দেশের কাছে সমাজের কাছে পিশাচ হলেও তোমার কাছে তো তিনি স্নেহময়।

হাসিনা। আমিও সেই দেশের সেই সমাজেরই একজন।

সেহাব। না আমি চললাম হাসিনা।

হাসিনা। কোথায় ?

সেহাব। বহু কাজ আমার বাকী। জেল থেকে আমাকে বাঁচতেই হবে।

হাসিনা। যেওনা, আমি তোমাকে বাঁচাব।

সেহাব। তোমার আব্বা বাঁচতে দেবেন না হাসিনা—তুমি বিপদে পড়বে।

হাসিনা। আব্বা ! আব্বা !!

ভয়ানক একটা মানসিক চাঞ্চল্যে বিচলিত হইয়া নিজেকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল।

সেহাব যেওনা।

সেহাব। হাসিনা !

হাসিনা। তোমাকে আমি বাঁচাবো !···তার জন্য যদি······না-না তোমাকে আমি ছাড়তে পারবোনা। তুমি যেয়োনা। সেহাব ··

সেহাব। [যাইতে যাইতে] তা হয়না হাসিনা।

প্রস্থান।

হাসিনা। সেহাব !

চতুর্থ দৃশ্য

আলী আহসানের বাড়ী। দেরাছ কাজ করিতেছে। তরুর প্রবেশ। সে দেরাছকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে কিন্তু কি একটা সংকোচে সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিতে পারিতেছে না। দেরাছ তরুর উপস্থিতিকে বিশেষ লক্ষ্য করিল না। সে নিজের কাজে ব্যস্ত। সময় রাত্রি।

তরু। [স্বসঙ্কচে] দেরাছ ভাই !

দেরাছ। [বিরক্তিভাবে] কি ?

তরু। তুমি—রাগ করেছ ?

দেরাছ। ওহ্ খাজুইর‍্যা আলাপ জুড়ছে। ন্যাও কি কইব্যা কও—আমার সময় নাই।

তরু। একটা সত্যি কথা বলবে ?

দেরাছ। হত্যি কতা !—ক্যান আমি কি মিছা কতা কই ?

তরু। না—মানে, তুমি রাগ করেছ তাই যদি······

দেরাছ। বেশ কমু, এহন কও।

তরু। আমার খোকা—খোকা কোথায় ?

দেরাছ। ক্যান পোলার খোঁজের দরকারডা কি ?

তরু। খোকা নাকি কাঁদে !

দেরাছ। কান্দে ! ছাওয়াল কাইন্দলো তো ভারি বয়া গেল।

তরু। তুমি কি বুঝবে—তুমি ত ছেলের মা নও।

দেরাছ। কাইন্দবো না ! তার মা যে মইর‍্যা গ্যাছে।

তরু। দেরাছ ভাই······হ্যাঁ, তার মা মরেছে, কিন্তু খোকা—খোকা বেঁচে আছে তো ?

দেরাছ। আছে, বাঁইচ্যা আছে···

তরু। কোথায় ? [মিনতি স্বরে] তুমি নিশ্চয়ই জানো, দেরাছ ভাই,—তোমার বুকে কি দয়া মায়া নাই ! খোকা—আমার খোকা।

দেরাছ। শুইনব্যা, না কাইন্দব্যা ?

তরু। বল।

দেরাছ। তোমাগো বাড়ী নাই।

তরু। নাই! তবে কোথায়?

দেরাছ। আমি নিয়া আইছিলাম।

তরু। নিয়ে এসেছিলে! এখন কি তাহলে নেই?

দেরাছ। রিফুজী ক্যাম্পে জমা দিছি।

তরু। কোন রিফুজী ক্যাম্পে?

দেরাছ। যেহানে রিফুজীরা জোর কইর‍্যা উঠছে—সাহেবের সেই পাটের গুদামে।

তরু। দেরাছ ভাই, আমায় একবার নিয়ে যাবে? কতদিন খোকাকে দেখিনি।

দেরাছ। তোমার মাথাডা খারাপ হৈছে। তোমাক্ সাথে কৈর‍্যা নিয়া গেলি আমার মাতাডা থাইকপো?

তরু। আচ্ছা এক কাজ কর।

দেরাছ। কি?

তরু। খোকাকে একবার তুমি নিয়ে এস—দেরাছ ভাই।

দেরাছ। ও! খবর দিছি তাই কত না, আবার পোলা আইনে ছাকাও। অতো দরদ তয় ঘর ছাড়া ক্যান? খোয়ামীডারে পাগল কইরে দিয়ে এহন পোলার জন্যে কান্দা!

তরু। বেশ আমি নিজেই যাবো।

নেপথ্যে আলী। দেরাছ!

দেরাছ। জ্যাও এহন যাও—সায়েব আইসত্যাছে।

তরুর প্রস্থান।

আলীর প্রবেশ।

আলী। দেরাছ! গোকুল বাবু কখন আসবে বলেছিলো?

দেরাছ। দশটায়।

দেয়ালের ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল।

আলী। [ঘড়ির দিকে চাহিয়া] তাইতো—দশটাতো বেজে গেল। আচ্ছা তুই এখন যা।

দেরাজের প্রস্থান।

গোকুলের প্রবেশ।

গোকুল। হুজুর।

আলী। গোকুলবাবু, খবর কি ?

গোকুল। সব ঠিক। এক ঘণ্টা পরে গুদামে আগুন দেবে।

আলী। জানাজানি হবে না তো ?

গোকুল। কি যে বলেন, এ পাকা হাতের কাজ।

আলী। Good, এখন যান, আপনার বকসিস্ কাজ হাসিল হবার পর।

গোকুল। না না, তার জন্যে—ঠিক আছে।

গোকুলের প্রস্থান।

আলী। তরু !—তরু !!

তরুর প্রবেশ।

তরু। কি হলো ?

আলী। চাকা ঘুরে গেল। হা-হা-হা…এইবার হা-হা-হা…তরু ! খুসী আর রাখতে পারছিনে।

তরু। হলো কি ?

আলী। এইবার বুকের জালাটা জুড়াবে। তরু মদ।

তরু মদের পাত্র পাত্র ও মদ লইয়া আসিল।

ঢালো।

তরু মদ ঢালিয়া দিল আলী পান করিল।

আরো।

তরু আবার ঢালিয়া দিল, আলী পান করিল। পরে তরুর হাত হইতে পাত্র লইয়া নিজেই ঢালিয়া পান করিতে লাগিল। তরু কিছুক্ষন থাকিয়া চলিয়া যাইতেছিল আলী বাধা দিল।

উঁহু, তুমি চল্লে কোথায় ?

তরু। আমাকে আবার কি দরকার ?

আলী। দরকার নেই ! আজকেই তো দরকার সবচেয়ে বেশী !

উঁহু, তোমার যাওয়া চলবে না। এই খুসীর দিনে তুমি থাকবে আমার কাছে—একেবারে বুকের ভেতর।

আলী মদ্যপান করিতে লাগিল। তরু পাশে বসিয়া দেখিতে লাগিল।

তরু। আর খাবেন না।

আলী। হা-হা-হা-হা—ভেবোনা, আমি ঠিক আছি।

আলী মদ খাইতেছে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পর বাহির হইতে জানালা পথে আগুনের লাল আভা ছড়াইয়া পড়িল।

তরু। ও কি ; এত আলো কিসের ?

আলী। আলো ! কোথায় ?

আলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আগুনের লাল আভায় তার মুখ উদ্ভাসিত হইল। আলী পৈশাচিক হাসি হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া আবার মদ্যপান করিতে বসিল।

[মদের গেলাস হাতে লইয়া] বন্ধু এ বুকের জ্বালা জুড়াতে তুমি তো পারলেনা—ওই আগুনে, হ্যাঁ ওই আগুন হলো শান্তিদায়িনী।

তরু। কোথায় আগুন লেগেছে ?

আলী। গুদামে।

তরু। রিফুজী ক্যাম্পে

আলী। হ্যাঁ হ্যাঁ রিফুজী ক্যাম্পে ! হা-হা-হা…

তরু। রিফুজী ক্যাম্পে ! আমার খোকা যে সেখানে…

তরু ব্যাকুল ভাবে চলিয়া যাইতেই আলি বাধা দিল।

আলী। কোথায় যাও ?

তরু। আমি যাবো—আমি যাবো, আমার খোকা আছে সেখানে তাকে বাঁচাতে হবে।

আলী। তোমার খোকা সেখানে ?

তরু। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার খোকা।

আলী। না—তাকে বাঁচাতে তোমায় হারাতে পারি না। তোমাকে আমি চাই।

তরু। দয়া করুন, আমার খোকা—সে মরে যাবে। খোকা!......

তরু অগ্রসর হইলে আলী বাধা দিল।

আলী। না হবেনা। [তরুর দিকে অগ্রসর হইতে] আমি আছি ভয় কি?

তরু। শয়তান! সরে যাও!

আলী। উঁ—ফণা তুলেছো!...হা হা হা।

তরু। সরে যাও—আমি যাব!

তরু চলিয়া যাইতেই আলী তার হাত ধরিয়া হাসিতে লাগিল। তরু "ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও" বলিয়া নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল। ব্যাকুল ভাবে হাসিনার প্রবেশ।

হাসিনা। আব্বা, আব্বা! গুদামে আগুন...

আলী। [ভ্রূক্ষেপ না করিয়া] হা হা হা হা...

তরু। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি!

তরু নিজেকে মুক্ত করিতেই আলী তরুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

হাসিনা। আব্বা!

হাসিনা তরুকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইল।

আলী। হা হা হা [হাসিনাকে] সরে যা মুখপুড়ি!

তরু ব্যাকুল ভাবে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

হাসিনা। বটে, এতদূর!

হাসিনা ছুটিয়া গিয়া ড্রয়ার খুলিয়া আলীর রিভলবার বাহির করিল। ইত্যবসরে তরু নিজেকে মুক্ত করিয়া হাসিনার পশ্চাতে লুকাইল।

আলী। বটে! আচ্ছা—তরু I can't lose you হা হা হা...

হাসিনা। এগিয়োনা!

আলী। হা হা হা হা

হাসিনা। এগিয়োনা বলছি

আলী। হা হা হা হা—

হাসিনা। গুলি করবো!

আলী। হা হা হা—

আলী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাসিনা গুলি করিল। গুলি ডানপার্শ্বের ফুসফুসে বিদ্ধ হইল। আলী অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তরু দূরের কোলাহল শুনিল।

তরু। আমার খোকা—খোকা—খোকা—খোকা!

ব্যাকুলভাবে প্রস্থান।

শব্দ শুনিয়া দেরাছের প্রবেশ। সে আলীর পিঠের দিকে আসিয়া বসিল।

আলী। ওহ!

হাসিনা। আব্বা!

আলী। কি করলি সর্ব্বনাশী!

হাসিনা। আব্বা।

আলী। তোর অপরাধ নেই মা—এ আমার নসীব—আমার পাপের ফল! আমি তো মরেছি, তুই আর বিপদ ডেকে আনিস্ নে—পালা।

হাসিনা। তোমাকে ফেলে কোথায় যাব?

আলী। আর অবাধ্য হোস্‌নে। অনেক কষ্ট দিয়েছিস—যাবার সময় আমার একটা কথা রাখ। পালিয়ে যা।

হাসিনা। কোথায় যাব?

আলী। তাই তো কোথায় যাবি—সেহাব, হাঁ হাঁ—তুই সেহাবের কাছে যা, যত শত্রুতাই তার করে থাকি—তবু সে আশ্রয় দেবে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই হলো খাঁটী মানুষ! যা—পালিয়ে যা—

হাসিনার প্রস্থান। আলী উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

দেরাছ।

দেরাছ। হুজুর!

আলী। টেবিল থেকে কাগজ কলম দে।

দেরাছ কাগজ কলম দিল। আলী কম্পিত হাতে কি যেন লিখিল।

কোর্টে এই কাগজখানা দিস্, আর বলিস্ গুলির শব্দশুনে ঘরে ঢুকে দেখ্‌লি, আমি মরে আছি আর কাগজটা টেবিলে আছে, কেমন? দেরাছ—দেরাছ! আমি ত চল্লাম, হাসিনাকে তুই দেখিস্—কেউ রইলো না তার······কেউ রইল না—

[রিভলবার হাতে লইয়া] খোদা! অনেক অপরাধ করেছি and it has been expited by my blood.

মৃত্যু।

পঞ্চম দৃশ্য

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাষ। যতীন ঘুম হইতে উঠিয়া জামা গায়ে দিল। তারপর সেহাবের দিকে তাকাইয়া তাহাকে ডাকিবে কি ডাকিবেনা চিন্তা করিয়া পরে না ডাকিয়াই বাহির হইয়া গেল। সূর্য্যের সোনালি রশ্মি ঘরে ঢুকিল। সেহাব ঘুমে বিভোর।

ব্যস্তভাবে রিয়াজের প্রবেশ।

রিয়াজ। সেহাব ভাই, সেহাব ভাই।

সেহাব। কে? [ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া] রিয়াজ!

রিয়াজ। সব্বোনাস্ হৈছে।

সেহাব। কি হলো?

রিয়াজ। গুদামের রিফুজী ক্যাম্প পুইড়্যা গ্যাছে।

সেহাব। পুড়ে গ্যাছে!

রিয়াজ। টের পাইতে পাইতে আগুন খুব বাইড়্যা গেছিলো।

সেহাব। তারপর—

রিয়াজ। মাইয়া মানুষ আর চ্যাংড়া পেংড়ীর চ্যাচানীতে কাছা কাছির লোক জন ছুইট্যা আইসে। হাতাহাতি কইর‍্যা আগুন নিভান্ হইছিলো কিন্তু মরছে অনেক। তরাসে লোকজন বারাইব্যার পারে নাই।

সেহাব। তারপর?

রিয়াজ। কালুর বৌ 'খোকা খোকা' কইর‍্যা আগুনজ্বলা ঘরে ঢোকে। কেউ ঠ্যাকাতি পাইরলোনা—

সেহাব। শেষ পর্য্যন্ত কি হলো?

রিয়াজ। তরু পুইড়্যা মরছে—ছাওয়ালডাও বাঁচে নাই। সেই সাতে পাঁচডা মাইয়া মানুষ চারডা চ্যাংড়া পেংড়ী মারা গ্যাছে।

সেহাব। থাম্—থাম্। আমি আর শুনতে শুন্‌তে পারছিনা। ওহ্! এই সর্ব্বহারা বাস্তত্যাগীদের সর্ব্বনাশ করে কার কি লাভ হতে পারে জানিনা কিন্তু—কে এ কাজ করলে?

রিয়াজ। এ নিচ্চয় আলী সায়েবের কাম।

সেহাব। আলী আহসান!

রিয়াজ। মনে কয় শালার মাথাডা কাইট্যা নদীতে ভাসায়া দেই।

সেহাব। রিয়াজ! তুমি কি মনে কর আলী যদি পৃথিবী থেকে সরে যায় সব ল্যাঠা চুকে যাবে! কখনই না! দশটা আলী আহসান আবার পয়দা হবে—এ অত্যাচার সমানেই চল্‌বে। আসল কথা ঘুন ধরেছে—এই চল্‌তি সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মনুষত্ব নিঙড়ে নিয়ে তাকে পিশাচ করেছে। যাক্‌,—হ্যাঁ কি বল্‌ছিলাম—ক্যাম্পটা পুড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি?

রিয়াজ। নতুন মতলব ফাঁইদ্‌ছে।

সেহাব। মতলব! [চিন্তা করিয়া] আমাকে নিয়ে কি? তাজমুল কাল বল্‌ছিলো জেলে পচতে হবে। রিয়াজ! ঠিক বলেছো—মতলব। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

রিয়াজ। আমি তো কিছুই—

সেহাব। বুঝতে হবে না—একটু বাইরে যাও। আমাকে ভাবতে হবে।

রিয়াজ চলিয়া গেল। সেহাব পায়চারি করিতে লাগিল।

কি করা যায়......কি করা যায়।

দেরাছের প্রবেশ।

দেরাছ। ভাই জান!

সেহাব। দেরাছ! কি ব্যাপার? হাঁপাচ্ছো কেন?

দেরাছ। [এদিক ওদিক চাহিয়া] এই দিকে আইসেন।

এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া দেরাছ সেহাবের কানে কানে কি যেন বলিল।

সেহাব। এঁ্যা?—খুন!

দেরাছ। একটা উপায় করা লাইগবো, ভাইজান!

সেহাব। এই আগুন—এই খুন!

দেরাছ। আমার বুজিকে বাঁচান ভাইজান।

সেহাব। এ্যাঁহ—হ্যাঁ, বাঁচাতেই হবে। নিশ্চয়, এ বিষ যে আমারই সৃষ্টি, আমাকেই নাশ করতে হবে। কিন্তু—

প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ হাসিনার প্রবেশ।

একি করলে হাসিনা? ভালবাসার এ পরীক্ষা তো আমি চাইনি। তোমার দেশ সেবাকে ব্যঙ্গ করেছিলাম—তার উপযুক্ত উত্তরই দিলে। কিন্তু এ ভুল—মহাভুল।

হাসিনা। কিন্তু—

সেহাব। একটী কথা নয়। আমাকে ভালবাস বলেছিলে। ভালবাসার এ পরীক্ষায় আমি খুসী হইনি। আসল পরীক্ষা সামনে। আমার অবর্ত্তমানে আমার সমস্ত অসমাপ্ত কাজ তোমাকেই করতে হবে।

হাসিনা। কিন্তু—

সেহাব। না—কোন কথা নয়।

সেহাব ভাল করিয়া হাসিনাকে দেখিতে লাগিল। কোথাও রক্তের দাগ আছে কিনা।

না—রক্তের চিহ্ন নেই। এসো।

হাসিনার হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া যাইতে যাইতে সহসা থামিল।

কোনদিন কিছু চাইনি তোমার কাছে—শুধু আজকের একটা অনুরোধ খুনের কথা কাউকে বলো না।

হাসিনা মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সেহাব হাসিনাকে পাশের ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিয়া বাহিরে তালাবদ্ধ করিল। বন্ধ করিবার পর দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজনায় সে হাঁপাইতে লাগিল।

ব্যস্তভাবে রিয়াজের প্রবেশ।

রিয়াজ। সেহাব ভাই, পুলিশ।

সেহাব। পুলিশ!

রিয়াজ। আইস্যা গ্যাছে—তুমি পালাও!

সেহাব। আসতে দাও।

সেহাব তার খাটিয়ার উপর বসিল। তাজমুল সহ পুলিশ ও পুলিশ ইন্সপেক্টরের পরপরই যতীন ও ধর্মের প্রবেশ।

তাজ। Arrest him.

পুঃ-ইন্। Mr. Shehabuddin, excuse me—আপনাকে থানায় যেতে হবে।

সেহাব। বেশ চলুন।

পুঃ-ইন্। [পুলিশকে] হাত কড়ি লাগাও।

পুলিশ সেহাবের হাতে হাত কড়ি পরাইল।

সেহাব। If you don't mind জানতে পারি chargeটা কি ?

পুঃ-ইন্। আলী সাহেবের গুদাম জালিয়ে দেওয়া and a co-accused charge of murdering Ali Ahsan.

সেহাব। প্রমান ?

তাজ। প্রমান! আলী সাহেবের সাথে শত্রুতা ছিলো, তাকে খুন করে—

পুঃ-ইন্। Will you stop ? Mr. Shehab, চলুন।

সেহাব। Just a minute Inspector, দেরাজ !

দেরাজ। ভাইজান।

দেরাজ কাঁদিয়া ফেলিল।

সেহাব। ছিঃ—কাঁদেনা। তোমার দায়ীত্ব কত বেশী। তোমার কি কাঁদলে চলে। শোনো,—হাসিনাকে দেখো—তার সমস্ত ভার তোমার উপর। আর এই চাবিটা রাখো।......যতীন, রিয়াজ, ধর্ম্ম! তোমাদের সাথে আর দেখা হবে কিনা জানিনা। কিন্তু ভাই আমার আজকের এই কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। তোমরা অনেক সহ্য করেছ—তোমাদের চোখে নতুন দিনের আলো এসেছে। আজকের এই পঙ্কিল ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে পাল্টে ফেলে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে—যেখানে ধনী দরিদ্রের উপর অত্যাচার

করার সুযোগ পাবে না। উচ্চনীচ ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; মানবতাই হবে মানুষের কাম্য। আর এই কঠিন কাজ তোমাদেরকেই করতে হবে। যাক্—Inspector, I am ready.

সেহাবকে লইয়া পুলিশ ইন্সপেক্টর ও পুলিশ চলিয়া গেল। শোক-বিমূঢ় সকলে অনুসরণ করিল। কেবল দেরাছ দাঁড়াইয়া তাহাদের গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল। হাসিনা ভিতর হইতে দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল। দেরাছের খেয়াল হইবামাত্র সে হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া চাবিদ্বারা তালা খুলিল। দরজা খুলিতেই হাসিনা বাহির হইয়া আসিল।

হাসিনা। সেহাব! সেহাব!!

দেরাছ হাসিনার গন্তব্যপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

দেরাছ। বুজি!

হাসিনা। সরে যা—আমি যাবো।

দেরাছ। যাইবা কোনে?

হাসিনা। যেখানে সেহাবকে নিয়ে গেল। আমি যাবো—

দেরাছ। না তুমি যাইব্যার পাইব্যানা।

হাসিনা। কেন পারবোনা!

দেরাছ। ভাইজান মানা কৈর‍্যা গ্যাছে।

হাসিনা। মানা করেছে! কিন্তু তাকে যে ধরে নিয়ে গেল। তার যে ফাঁসী হবে।

দেরাছ। ফাঁসী হইবো—ফাঁসী হইবো!

দেরাছ ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল এবং হঠাৎ পকেটে রক্ষিত কাগজের কথা মনে পড়িতেই সে তাহা তাড়াতাড়ি বাহির করিল।

দেরাছ। আমি ছাড়ায়া আনমু!

হাসিনা। ছাড়িয়ে আনবে! কিন্তু—কি করে?

দেবাছ। এই কাগজের জোরে।

হাসিনা। কী? দেখি, দেখি—

কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল।

"জীবনে বহু পাপ করিয়াছি। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, সম্ভ্রম, ক্ষমতা—সব কিছুরই ব্ল্যাক মার্কেট করিয়া আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত। এই দুর্বিসহ পাপের বোঝা বহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলাম।

—না—এতে হবে না!

দেরাছ। কেন?

হাসিনা। তরু—তরু দেখেছে আমাকে খুন করতে।

দেরাছ। বুজি! তরু মইর‍্যা গ্যাছে।

হাসিনা। মারা গেছে—ও!

কাগজখানি আবার পড়িতে পড়িতে হাসিনা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আব্বা—আব্বা!

দেরাছ। বুজি!

দূরে মাধবের কণ্ঠে গান শোনা গেল।

ও রাখালরে···

জ্বৈল্যা পুইড়্যা খাক্ হয়াছি
আর বা কিসের জ্বালা।
জ্বালাতনের জাল রে ও ভাই
এবার ছেঁড়ার পালা।
(ও ভাই) এবার মোদের পালা।

আবার যখন আসবি ফিরে
মোদের ভাঙ্গা মাটির ঘরে
(তখন) তোরে লইয়া আন্ধার এগাঁও
করমু যে উজালা।

—যবনিকা—

—সংগীতাংশ—

সুর ও স্বরলিপি—*বিনয় বসু*

গানের সুর সৃষ্টি করতে বসে প্রথমেই আমার মনে হয়েছে নাট্যকার বন্ধুর কথা। কি অসীম নিষ্ঠা নিয়ে তিনি তাঁর নাটক রচনা করেছেন। সাধারণ মানুষের ওপব তাঁর দরদ কত গভীর সেই পরিচয় এই নাটক বহন করে আনবে। নাট্যকার বন্ধুর সাথে আলোচনা করে আমার বারে বারে মনে হয়েছে একটা কথা—এমনি করে যদি শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকারগণ এগিয়ে আসেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিয়ে—তা'হলে মানব ইতিহাসে মুক্তির অধ্যায় আর শুধু সুদূরের স্বপ্ন হয়ে থাকবেনা, বাস্তবে তা রূপায়িত হবেই।

গানের কথাগুলি মামুলী হলেও বাস্তব। বর্ত্তমানে প্রচলিত তথাকথিত প্রগতিশীল গীতকারদের মত লেখক সাধারণ মানুষের মুখে অবাস্তব কথা তুলে ধরেন নি। সুর রচনাতেও ভঙ্গী ও ডনে হাবুডুবু না খেয়ে পল্লী বাংলার নদী ও খাল বিলের মাঝে মিশিয়ে দিয়েছি সুরকে। মাধব গাঁয়ের ভিখারী—তাই তার গানগুলির মধ্যে পল্লী বাংলার সুরের ছায়া এনেছি। গায়ক নাটকের ভাবধারা বুঝে তার সাথে নিজের ভাব মিলিয়ে গাইলেই তা হবে সার্থক রূপায়ণ।

বিনয় বসু।
[গীত দীপন]

প্রথম গান

(মাঠে মাঠে ফিরিস্‌নে কানাই···)

সা -া -া -া | সা রা ন্‌া -া | সা গা পা ধা | পা -া ধা -া I
মা ০ ঠে ০ মা ০ ঠে ০ ফি ০ রি স্‌ নে ০ কা ০

র্সা ধা ধপা মা | পমা ৷ ৷ ৷ | সগা ৷ গা মা | পা ধা ধা র্সা I
না ০ ০ ০ ই ০ ০ ০ রা০ ০ খা ল স ০ নে ০

র্সা র্গা -া র্গর্রা | ৷ র্সা -া -া | ধা র্সা ৷ না | ৷ ধা পা ধা I
গো চা ০ র ০ নে ০ ০ আ ন ০ ন্দ ০ আ র ০

ধা -া -া -া | র্সা র্সনা নধা ধপা | মা গা ৷ ৷ | গা ৷ গরা সা II
না ০ ই ০ না ০ ০ ০ ই ০ ০ ০ না ০ ই০ ০

পা -া না ৷ | ধা -া র্সা ৷ | র্সা ৷ র্গা ৷ | র্রা র্গা র্সর্গা র্সা I
গাঁ ০ য়ে র মু ০ খে ০ না ০ ই রে হা ০ সি০০ ০

না ৷ না ৷ | র্সা র্রা র্রর্সা ৷ | না ৷ নধা ৷ | পা ধা পা ৷ I
আ ০ র বা জে ০ না ০ প্রে ০ মে র বাঁ ০ শী ০

পা । পা । | ধা । র্সা । | র্সা । গা । | রা । রর্সা । I
আ র ব লে না ০ ০ ০ গা য়ে র ০ বঁ ০ ধু ০

পা ধা পা । | মা । গা । | সরগা সা -া -া | -া -া -া -া I1
জ ল কে ০ চ ০ লো ০ যা০০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -া পা । | পা -া ধপা । | পা -া ধা -া | পা মা গা । I
ম ০ ন খু লে ০ কে উ ক য় না ০ ক ০ থা ০

পা -া -া পা | ধা । পা । | মা গা -া -া | -া -া -া -া I
নি ০ ০ ত্য ত ০ রা স প্রা ন ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -া র্সা -া | র্সা । র্সা । | ধা না না । | ধা । পা । I
বা ০ রো ০ ভু ০ তে ০ খে য়ে ছে ০ ভা ০ ই ০

গা । পা । | মা । গা । | রা মা গা -া | -া -া -া -া II
মা ০ ঠে র সো ০ না র ধা ০ ন ০ ০ ০ ০ ০

(শেষ লাইনগুলি “গাঁয়ের মুখে নাইরে হাসি…”—অনুরূপ হবে)

———

দ্বিতীয় গান

(হ্যাশে আইলরে আকাল)

(সম') হ্যাশে

গগা মমা পপা | পধা পা ধপা | পা মা গা | রা সা । I
আইল রে আকা ০ ০ ল হ্যাশে আই ল রে আ কা ল

না -া না | র্সা র্সা । | না -া -া | র্সা র্রা না I
সা ব ধা ন ও রে জী ব ন মা ০ ঝি

র্সা -া না | ধা পা । | মা । মা | পা । -া II
শ ০ ক্ত ক রে ০ ধ রি স হা ০ ল

ন্‌া । ন্‌া | সা । সা | রা । রা | গা । মা I
পু ০ র্ব ব ০ লে মা ০ জ ন ০ নী

গা । গা | মা পা । | গা । গা | মা পা । I
জী ব ন আ মা র যা য় এ খ নি ০

(ম)গা -া -া | -া -া -া | -া -া -া | -া -া -া I
গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা । ধা | ধা ধা । | ধা পা । | ধা পা । I
বো য়ে র গ লা য় দ ড়ি ০ দে খে ০

ধা (ধ)পা । | ম গা । | (গ)রা গা । | মা । । II
স্বা মী ০ ফে লা য় চো খে র জ ল ০

পা । পা | পা পা । | পা । পা | ধা পা । I
রা ০ স্তা ঘা টে ০ ম ড়া র মা থা ০

ধা পা । | মা গা । | (র)গা মা । | পা । । I
শে য়া ল শ কু নে গাঁ তা ০ রে ০ ০

ধা । ধা | ধা ধা । | ধা । পা | পা ধা । I

হা য় রে দা রু ন ও ০ বি ধা তা ০

ধা পা । | মা গা । | সা রা । | মা । । II

এ ই কি বি ধি র ক ০ র্ম্ম ফ ল ০

ন্া । ন্া | সা । সা | রা । রা | গা মা । I

আ ই লো আ কা ল আ ই লো ব ন্যা ০

গা । গা | মা । পা | গা । গা | মা । পা I

ফে লে ০ পা লা য় পু ০ ত্র ক ন্যা ০

মগা । । | । । । | । । । | । । । I

গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা । ধা | ধা ধা । | ধা । না | ধা পা । I

জী ব ন বাঁ চা ন দা য় রে এ খ ন

ধা পা । | মা গা । | সরা । গ | মা । । II

এ ম নি ঘে রে ০ পো ড়া ০ ক পা ল

না । না | র্সা । র্সা | না । না | র্সা র্রা না I

মা ঠে র সো না ০ যা দে র ত রে ০

র্সা । না | ধা পা । | মা । মা | পা । । I

তা রা ই আ জি ০ প থে ০ ম রে ০

ধা । ধা | ধা । ধা | ধা । পা | পা । ধা I

ভি ০ খা রী ০ মা ধ বে র ত রে ০

ধা পা । | মা গা । | ন্সা রা । | মা । । I

স হা য় মা ধ ব চি র ০ কা ল ০

তৃতীয় গান

(অন্ন দাও গো…)

র্সা । র্সা | ণা — র্সা | ঋর্া -া -া | -া -া -া I
অ ০ ন্ন দা ০ ও গো ০ ০ ০ ০ ০

র্সা -া ণা | দা মা পা | দা -া -া | -া -া -া I
অ ০ ন্ন দা ০ ও গো ০ ০ ০ ০ ০

সা ঋা জ্ঞা | মা মজ্ঞা ঋা | সা । । | । । । II
মা নু ষে র ভ গ বা ন ০ ০ ০ ০

ণ্া রা জ্ঞা | মা দা পা | মা পা দা | । পা মা I
ফি রি ছে জ ন নী হা হা কা র ক রে

ণ্া রা জ্ঞা | মা গা পা | মা । । | । । । II
কো লে র য়ে স ০ ন্তা ন ০ ০ ০ ০

মা দা । | দা না র্সা | ঋর্া । র্সা | ণা র্সা । I
যে দে শ দি য়ে ছে অ ০ ন্ন স বা র

র্সা ঋর্া জ্ঞর্া | র্সা ঋর্া র্মা | র্সা ঋর্া জ্ঞর্া | ঋর্া ণা র্সা I
সে দে শে এ কি য়ে ও ঠে হা হা কা র

র্সা ঋর্া জ্ঞর্া | ণা ঋর্া র্সা | ণা দা পা | মা পা দা I
বা জে চা রি ভি তে মৃ ত্যু র ও ঙ্কা র

পা মা পা | মা পা দা | মা গা মা | দা । । II
সো না র বাং ০ লা হ লো শ্ম শা ন ০

সা জ্ঞা মা | মা দা ৷ | পা ণা দা | পা মা পা I

সা ড়া দে শ জু ড়ে না ই রে মা নু ষ

সা ঋা মা | গা মা পা | দা ৷ ৷ | ৷ ৷ ৷ I

আ ছে শু ধু ক ০ ঙ্কা ল ০ ০ ০ ০

পা দা ণা | র্সা ঋা র্সা | ণা র্সা ণা | পা দা পা I

প থে প থে তা ই ফি রি ছে যে ন রে

মা দা ৷ | ৷ ৷ দা | ঋা সা ৷ | ৷ ৷ ৷ II

না চি ছে ম হা কা ল ০ ০ ০ ০ ০

(শেষের লাইনগুলি "যে দেশ দিয়েছে অন্ন সবার" অনুরূপ)

চতুর্থ গান

(আমি বসন্ত সমীরণ বই গো)

(সাসা) আমি

রা পা ৷ মা | জ্ঞা রা সা ৷ | ন্া সা জ্ঞা ৷ | ৷ ৷ সা সা I
ব স ০ ন্ত স মী র ণ ব ই গো ০ ০ ০ আ মি

সা ন্া সা রা | ঋসা ন্া সা রা | ন্া সা রা সা | ধ্প্া ৷ প্া গ্া I
প ০ ল্ল বে প ০ ল্ল বে ফু ল ক লি অ ন্ ত রে

রা মা রা মা | রা ৷ সা ৷ | ন্া রা সা ৷ | ৷ ৷ ৷ ৷ II
চু ০ ম্ব নে ক ০ থা ০ ক ই গো ০ ০ ০ ০ ০

গা মা পা পা | না ধা র্সা না | র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | পা দা র্সা ৷ I
অ লি স ম গু ০ ঞ্জ রী দ লে যা ই ম ঞ্জ রী ০

র্সা না র্রা র্সা | ণা ৷ ধা ণা | ধা পা মা গা | মা রা জ্ঞা ৷ II
ফু লে ফু লে স ০ ঞ্চ রি প থে পা তি স ই গো ০

(সস) আমি

মজ্ঞা রসা জ্ঞরা সন্‌া | পদা র্সা । । | মগা মগা মগা মগা | সা রা মা । I
উ ০ চ্ছ্ব ল স্ব র ণা ০   ধা ০ রা ০ ০   ক ল ক ল ছ ল ছ ল   ছ ০ ন্দে ০

জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা সরা | মজ্ঞা । । । | ন্‌সা রাসা ণ্‌ধা্‌ ণ্‌প্‌া | ন্‌া সা । । II
আ কা শে বা জাই বাঁ শ   রী ০ ০ ০   নি ০ ঝু ম নি শী থে আ   ন ন্দে ০ ০

পধা ণা ধণা র্সা | ধা ণা র্জ্ঞা র্রা | সা । পা দা | র্সা । । । I
দ লে যা ই বা হা পা ই   ভা ল বা সি   তা ই নি য়ে   যা ই ০ ০

পপা ণধা ণা । | পা মমা জ্ঞা রা | মগা মা ণধা ণধা | র্সা । । । I
বি র হী বঁ ধূ র   অ ন্ত রে আ মি ০   মি ল নে র গী তি গা ই   গো ০ ০ ০

পঞ্চম গান

ও রাখাল রে জৈল্যা পুইড়্যা…

পা । ধা র্সা | র্সা । । । | র্সনা নধা পা । | মা গা । । I
ও ০ রা খাল রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধাঃ সা সা রা | গাঃ মা পা ধণ | ধাঃ পা মা গা | রা গা । । I
জৈ ল্যা পু ই ড়্যা খা ক হ ই য়া ছি আ র বা কি সে র জ্বা লা ০ ০

গাঃ মা পা ধনা | র্সাঃ র্সনা ধা ধপা | ধাঃ পা মা গা | রা গা । । I
জ্বা লা ত নের জা ল রে ও ভা ই এ বা র ছেঁ ড়া র পা লা ০ ০

(গমা)
ও হায়

পা র্সা না ধা | পধা পা । । | II
এ বা র মো দে র পা ০ লা ০ ০

পা ধা ধা সা | সা গা সরা সা | সা গা গমা গা | গা রগা সরা সা I
আ বা র য খ ন আ স বি ক্ষি ০ রে মো দে র ভা ০ ঙা মা টী র ঘ ০ রে

(গমা)

তখন

পা ধা ধা র্সা | ধা ধণ ধা পা | পাঃ ণা ধা পা | মা গা । । II
তো রে লই য়া আঁ ধার এ গাঁও কর মু খে উ জা লা ০ ০

* [ধাঃ পা মা গা | রা গা । । | পা র্সা না ধা | পধা পা । । I]
এবা র ছেঁড়া র পা লা ও ভাই এবা র মোদে র পা০ লা ০ ০

---

* তারকা চিহ্নিত লাইনটি সম্মিলিত কণ্ঠে বারে বারে গেয়ে ধীরে ধীরে সুরটি মিলিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে যবনিকা নামিয়া আসিবে।

সিরাজগঞ্জ ন্যাশনাল গার্ডস ক্লাব কর্তৃক প্রথম অভিনীত

অভিনয় রজনী ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ সাল

অভিনেতাগণ

আলী আহসান	...	...	জালাল উদ্দীন আহমদ
সেহাব উদ্দীন	...	...	ইজাব উদ্দীন আহমদ
তাজমুল হাসান	...	...	তোজাম্মল হোসেন
নরহরি শর্ম্মা	...	...	সেখ ইয়ার আলী
বিশু	...	..	উপেন বসাক
কমর উদ্দীন	...	..	শাহ আলম চৌধুরী
পরাণ মণ্ডল	...	...	বাদল কর্ম্মকার
যতীন	...	..	সেখ শাহাবুদ্দীন
ভূতমলজী	...	...	কলিমুদ্দীন মাষ্টার
নিদান বস্ত্র	...	...	ফরুরুখশিয়র
কালু	...	...	মেহের বক্স
গোকুল	...	...	জমশের আলী
দেরাছ	...	...	দেলওয়ার হোসেন
সামছু	...	...	নরেন
মাধব	...	...	কাঞ্চুরাম দাস

অন্যান্য ভূমিকায়—সুরেশ, ওমর, গফুর, বুজরুক, পান্থু বসাক, সেরাজ, সুবোধ, শাহজামাল, খালেক, মতিয়ার রহমান, আজগর...

হাসিনা	...	...	৺বলরাম দাস
তরু	...	...	বাদল ঘটক

অন্যান্য ভূমিকায়—কাঞ্চুরাম, ভমর, প্রতিমা ও বাসনা

মঞ্চশিল্পী
সেখ শাহাবুদ্দীন

সঙ্গীত পরিচালক
৺বলরাম দাস

ব্যবস্থাপক
শাহজামাল মিয়া

আবহ সঙ্গীত
বরকত ও তার সম্প্রদায়

প্রযোজক
সেখ ইয়ার আলী

রূপসজ্জা
ভবানী পাল

পরিচালনা
ইজাব উদ্দীন আহমদ